দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায় ১

ব্যাংক ব্যবস্থার প্রাথমিক ধারণা

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

ব্যাংক ব্যবস্থার মৌলিক ধারণা

❑ **ব্যাংক (Bank) :**

ব্যাংক হলো এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা আমানত হিসেবে অর্থ সংগ্রহ করে, ঋণ দেয় ও অন্যান্য ব্যাংকিং কাজ সম্পাদন করে। 'Bank' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো নদীর তীর, জলাশয়, লম্বা টুল, ধনভান্ডার ইত্যাদি।

- ব্যাংক হলো আর্থিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান।
- ব্যাংক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অর্থগত উপযোগ সৃষ্টি করে।
- আধুনিক অর্থনীতির জীবনীশক্তি বলা হয়- ব্যাংককে।
- ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য- মুনাফা অর্জন।
- ব্যাংকের সকল কাজকে ব্যাংকিং বলে।
- যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ব্যাংক ব্যবসায়ের কর্মকাণ্ডে জড়িত তাকে ব্যাংকার বলে।
- 'মুদ্রার প্রয়োজনে ব্যাংক এসেছে'– উক্তিটি করেছেন অর্থনীতিবিদ হানা
- 'Money is what money does'-উক্তিটি করেছেন- ক্রাউথার

❑ **ব্যাংক ব্যবসার অতীত ও বর্তমান (Past and Present of Bank Business) :**

♦ **আধুনিক ব্যাংকের পূর্বসূরি :**

স্বর্ণকার শ্রেণি (Goldsmiths)	• যুগ যুগ ধরে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে স্বর্ণকারদের অস্তিত্ব থাকলেও মধ্যযুগে ইংল্যান্ডের স্বর্ণকারগণই কেবল জনগণের উদ্বৃত্ত অর্থ মূল্যবান দলিলপত্র প্রভৃতি জমা রাখত। • স্বর্ণকার শ্রেণির মাধ্যমে ব্যাংক অব ইংল্যান্ড (Bank of England) প্রতিষ্ঠিত হয়। • জমা রসিদ (Slip), ব্যাংক নোট, উত্তোলন রসিদ, সার্ভিস চার্জ আদায়, ঋণ প্রদান ও আমানত সংগ্রহ রসিদ প্রভৃতির প্রচলন করে স্বর্ণকার শ্রেণি (ব্যবিলনীয় সভ্যতায়)।
মহাজন শ্রেণি (Money Lenders)	• ঋণকে ব্যবসায়িক সওদাতে পরিণত করে মহাজন শ্রেণি। • জামানতি বা বন্ধকি ঋণের প্রচলন, হুন্ডি তথা ব্যাংক ড্রাফট ও প্রত্যয়পত্রের প্রচলন করে মহাজন শ্রেণি। • জেনেভা শহরে প্রতিষ্ঠিত হয় মহাজন শ্রেণির ব্যাংক।
ব্যবসায়ী শ্রেণি (The Merchant)	• ব্যাংকের আজ্ঞাপত্র, প্রত্যয়পত্র, ভ্রাম্যমাণ নোট, ভ্রমণকারীর চেক, ভ্রমণকারীর প্রত্যয়পত্র, প্রভৃতি ব্যবসায়ী শ্রেণি প্রচলন করে রোমান সভ্যতায়।

♦ **১৯৭২ সালে বাংলাদেশে জাতীয়করণকৃত ৬টি বাণিজ্যিক ব্যাংক :**

০১. সোনালী ব্যাংক (বর্তমানে ১০০% সরকারি)
০২. জনতা ব্যাংক (বর্তমানে ১০০% সরকারি)
০৩.অগ্রণী ব্যাংক (বর্তমানে ১০০% সরকারি)
০৪. রূপালী ব্যাংক (বর্তমানে ৯৪.৫% সরকারি)
০৫. পূবালী ব্যাংক (বর্তমানে বেসরকারি)০৬. উত্তরা ব্যাংক (বর্তমানে বেসরকারি)

♦ **১৯৭২ সালে জাতীয়করণকৃত ৬টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের পুরাতন ও নতুন নাম-**

পুরাতন নাম	নতুন নাম
১. ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান	১. সোনালী ব্যাংক
১. দ্যা হাবিব ব্যাংক লি.	২. অগ্রণী ব্যাংক
১. দ্যা ইউনাইটেড ব্যাংক লি.	৩. জনতা ব্যাংক
১. দ্যা মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	৪. রূপালী ব্যাংক
১. দ্যা ইষ্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক লি.	৫. পূবালী ব্যাংক লি.
১. দ্যা ইষ্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশন লি.	৬. উত্তরা ব্যাংক লি.

♦ **কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাংক :**

ব্যাংকের তথ্যসমূহ	ব্যাংকের নাম	প্রতিষ্ঠিত স্থান
বিশ্বের প্রথম ব্যাংক	শান্সী ব্যাংক	চীন
বিশ্বের প্রথম সরকারি ব্যাংক	ব্যাংক অব ভেনিস (১১৫৭ সাল)	ইতালি
বিশ্বের প্রথম সাংগঠনিক ব্যাংক	ব্যাংক অব বার্সিলোনা (১৪০১ সাল)	ইতালি
বণিকদের যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত প্রথম ব্যাংক	ব্যাংক অব সানজর্জিও (১১৭৮ সাল)	জেনেভা
বিশ্বের প্রথম নোট ইস্যুকারী, প্রথম সনদপ্রাপ্ত ও প্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাংক	দি রিকস ব্যাংক অব সুইডেন	সুইডেন

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

ব্যাংকের তথ্যসমূহ	ব্যাংকের নাম	প্রতিষ্ঠিত স্থান
বিশ্বের দ্বিতীয় সনদপ্রাপ্ত ও প্রথম সাংগঠনিক কেন্দ্রীয় ব্যাংক	ব্যাংক অব ইংল্যান্ড (১৬৯৪ সাল)	ইংল্যান্ড
ভারত উপমহাদেশে প্রথম প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যিক ব্যাংক	হিন্দুস্থান ব্যাংক	ভারত
বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক	বাংলাদেশ ব্যাংক	বাংলাদেশ
বিশ্বের প্রথম সুদবিহীন ব্যাংক	ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক	সৌদি আরব
বাংলাদেশের প্রথম সুদবিহীন ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক	বাংলাদেশ
বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি ব্যাংক	এবি ব্যাংক	বাংলাদেশ

- NGO, মহাজন শ্রেণি হলো- দেশীয় ব্যাংকের উদাহরণ।
- ADB (Asian Development Bank) হলো- আঞ্চলিক ব্যাংকের উদাহরণ।
- IDB (Islamic Development Bank) হলো- গোষ্ঠী উন্নয়ন ব্যাংকের উদাহরণ।
- WB (World Bank), IMF (International Monetary Fund) হলো- আন্তর্জাতিক ব্যাংক।

→ **সরকারি তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক - ৬ টি।**

১. সোনালী ব্যাংক লি.	৩. জনতা ব্যাংক লি.	৫. বেসিক ব্যাংক লি.
২. রূপালী ব্যাংক লি.	৪. অগ্রণী ব্যাংক লি.	৬. বিডিবিএল

→ **সরকারি বিশেষায়িত তালিকাভুক্ত ব্যাংক - ৩টি।**

সংক্ষিপ্ত নাম	পূর্ণরূপ
১. BKB	Bangladesh Krishi Bank (বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক), ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত।
২. RKUB	Rajshahi Krishi Unnayan Bank (রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক)
৩. PKB	Probashi Kallyan Bank (প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক)

→ **ইসলামী বাণিজ্যিক ব্যাংক- ১০টি।**

১. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	৬. আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক লি.
২. শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.	৭. সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.
৩. ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি	৮. ICB ইসলামী ব্যাংক লি.
৪. EXIM ব্যাংক অব বাংলাদেশ লি.	৯. ইউনিয়ন ব্যাংক লি.
৫. স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লি.	১০. যমুনা ব্যাংক লি.

→ **অতালিকাভুক্ত ব্যাংক ৫টি।**

১. আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক	৩. কর্মসংস্থান ব্যাংক	৫. গ্রামীণ ব্যাংক
২. জুবিলী ব্যাংক	৪. পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক	

→ **বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক- ৯টি।**

ব্যাংকের নাম	দেশের নাম
১. Citi Bank N.A.	USA
২. দি স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক লি.	England
৩. স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া	India
৪. হাবিব ব্যাংক লি.	Pakistan
৫. ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান	Pakistan
৬. Woori Bank	South Korea
৭. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC)	England
৮. কমার্শিয়াল ব্যাংক অব সীলন	Srilanka
৯. ব্যাংক আলফালাহ্	Pakistan

ব্যাংকের শ্রেণীবিভাগ ও মূলনীতি

১. **মালিকানাভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ**

(ক) **সরকারি ব্যাংক** - সংগঠন, নিয়ন্ত্রক, পরিচালক ও মালিক সরকার। যেমন- সোনালী ব্যাংক লিমিটেড।

(খ) **বেসরকারি ব্যাংক**- ব্যক্তি মালিকানায় গঠিত। যেমন- উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড।

(গ) **সরকারি বেসরকারি যৌথ মালিকানা**- ৫১% বা তার অধিক শেয়ার সরকারের এবং ৪৯% বা তার কম শেয়ার বেসরকারি মালিকানায়। যেমন: IFIC ব্যাংক লিমিটেড।

(ঘ) **স্বায়ত্বশাসিত ব্যাংক**- সরকারি বিশেষ আইনে গঠিত ও স্বনিয়ন্ত্রিত। যেমন- বাংলাদেশ ব্যাংক।

২. **কার্যভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ**

(ক) **কেন্দ্রীয় ব্যাংক** - যে ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে। যেমন- বাংলাদেশ ব্যাংক- ৯টি শাখা, ১টি লোকাল অফিস সহ মোট ১০টি শাখা, সর্বশেষ শাখা—ময়মনসিংহ।

(খ) **বাণিজ্যিক ব্যাংক** - জনতা ব্যাংক লিমিটেড , ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড।

(গ) **বিশেষায়িত ব্যাংক** - বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

৩. **সংগঠন কাঠামো ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ**

(ক) একক ব্যাংকিং- যে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় একটি মাত্র অফিসের সাহায্যে কাজ করে। সে ব্যংকিং ব্যবস্থাকে একক ব্যাংকিং বলা হয়। আমেরিকায় এর প্রচলন হয় এবং সেখানেই দেখা যায়। বাংলাদেশে এ ধরনের ব্যাংকের অস্তিত্ব নেই।

(খ) শাখা ব্যাংকিং-এ ব্যাংকিং পদ্ধতিতে একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অফিসের অধীনে অনেকগুলো শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। উৎপত্তি UK-তে।

(গ) চেইন ব্যাংকিং- একই শ্রেণিভুক্ত কয়েকটি ব্যাংক বৃহদায়তন ব্যাংকিং সুবিধা গ্রহণের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়ে নিজ নিজ সত্তা বজায় রেখে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। বাংলাদেশে নেই। উৎপত্তি USA-তে।

(ঘ) গ্রুপ ব্যাংকিং- সমজাতীয় কয়েকটি ব্যাংক একটি শক্তিশালী ব্যাংকের অধীনে জোটবদ্ধ হয়ে ব্যাংকিং কাজ করে। শক্তিশালী ব্যাংকটিকে হোল্ডিং ব্যাংক বলে।

৪. **তালিকাভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ**

(ক) তালিকাভুক্ত ব্যাংক: দেশের অভ্যন্তরে কর্মরত যে সকল ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংরক্ষিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত থেকে ব্যবসায় কার্যক্রম পরিচালনা করে, সে সকল ব্যাংককে তালিকাভুক্ত ব্যাংক বলে।

(খ) অতালিকাভুক্ত ব্যাংক: এ ধরনের ব্যাংক দেশের ব্যাংকিং আইন অনুযায়ী গঠিত হলেও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত না হয়ে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে।

৫. **গ্রাহক সেবাভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ**

(ক) পাইকারি ব্যাংক: বড় ধরনের কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানসমূহকে অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যাংকিং সেবা প্রদানের জন্য এ ধরনের ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান কাজ করে।

(খ) খুচরা ব্যাংক: খুচরা গ্রাহক অর্থাৎ ব্যক্তি গ্রাহক এবং বিভিন্ন সাধারণ ব্যবসায়ী ও অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে এ ধরনের ব্যাংক, ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে।

Part 2 At a glance [Most Important Information]

- ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য- মুনাফা অর্জন।
- ব্যাংকের সকল কাজকে ব্যাংকিং বলে।
- যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ব্যাংক ব্যবসায়ের কর্মকাণ্ডে জড়িত তাকে ব্যাংকার বলে।
- সরকারি তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক - ৬ টি।
- সরকারি বিশেষায়িত তালিকাভুক্ত ব্যাংক - ৩টি।
- ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংক- ১০টি।
- বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক- ৯টি।
- অতালিকাভুক্ত ব্যাংক ৫টি।
- **সরকারি ব্যাংক** - সংগঠন, নিয়ন্ত্রক, পরিচালক ও মালিক সরকার। যেমন- সোনালী ব্যাংক লিমিটেড।
- **বেসরকারি ব্যাংক-** ব্যক্তি মালিকানায় গঠিত। যেমন- উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড।
- **বাণিজ্যিক ব্যাংক** - জনতা ব্যাংক লিমিটেড, ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড।
- **বিশেষায়িত ব্যাংক** - বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
- **তালিকাভুক্ত ব্যাংক:** দেশের অভ্যন্তরে কর্মরত, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংরক্ষিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত থেকে ব্যবসায় কার্যক্রম পরিচালনা করে।
- **অতালিকাভুক্ত ব্যাংক:** এ ধরনের ব্যাংক দেশের ব্যাংকিং আইন অনুযায়ী গঠিত হলেও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত না হয়ে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে।
- **পাইকারি ব্যাংক:** বড় ধরনের কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানসমূহকে অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যাংকিং সেবা প্রদানের জন্য এ ধরনের ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান কাজ করে।
- **খুচরা ব্যাংক:** খুচরা গ্রাহক অর্থাৎ ব্যক্তি গ্রাহক এবং বিভিন্ন সাধারণ ব্যবসায়ী ও অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে এ ধরনের ব্যাংক, ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে।

Part 3 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. ব্যাসেল-২ এর মোট স্তম্ভ কয়টি?
Ⓐ ১ Ⓑ ২
Ⓒ ৩ Ⓓ ৪
Ans: C

02. গারনিশি অর্ডারে কয়টি পক্ষ থাকে?
Ⓐ ১টি Ⓑ ২টি
Ⓒ ৩টি Ⓓ ৪টি
Ans: C

03. KYC এর পূর্ণরূপ কী?
Ⓐ Know Your Consumer Ⓑ Know Your Creditor
Ⓒ Know Your Company Ⓓ Know Your Customer
Ans: D

04. কোন আইনের দ্বারা বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ পরিচালিত হয়?
Ⓐ কোম্পানি আইন, ১৯৯৪
Ⓑ ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১
Ⓒ ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯২
Ⓓ ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৩২
Ans: B

05. বর্তমানে বাংলাদেশে ব্যাংকিং আইন কত সালের?
Ⓐ ১৯৯০ Ⓑ ১৯৯১
Ⓒ ১৯৯২ Ⓓ ১৯৯৩
Ans: B

06. বাংলাদেশে ১৯৯১ সালে প্রবর্তিত গুরুত্বপূর্ণ আইন কোনটি?
Ⓐ কোম্পানি আইন Ⓑ ব্যাংক কোম্পানি আইন
Ⓒ হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন Ⓓ বিমা আইন
Ans: B

07. বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ নির্দেশনা অনুযায়ী তালিকাভুক্ত ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ন্যূনতম কী পরিমাণ পরিশোধিত মূলধন থাকতে হবে?
Ⓐ ২০০ কোটি Ⓑ ৩০০ কোটি
Ⓒ ৪০০ কোটি Ⓓ ৫০০ কোটি
Ans: C

08. কোন দেশের ব্যাসেল শহরকে কেন্দ্র করে ব্যাসেল ১ ও ২ নামকরণ করা হয়েছে?
Ⓐ সুইজারল্যান্ড Ⓑ নেদারল্যান্ড
Ⓒ ডেনমার্ক Ⓓ গ্রেট ব্রিটেন
Ans: A

09. ব্যাসেল ১ ও ২ এর মুখ্য বিষয় কোনটি?
Ⓐ ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণ নির্ণয় করা
Ⓑ ব্যাংক পরিচালনায় দক্ষতা নিশ্চিত করা
Ⓒ ঝুঁকিভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততা নিশ্চিত করা
Ⓓ ঋণ আদায় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ
Ans: C

10. ব্যাংকার গ্রাহক সম্পর্কের বহির্ভূত কোনটি?
Ⓐ পাওনাদার দেনাদার সম্পর্ক
Ⓑ গ্রাহকদের অছি হিসেবে সম্পর্ক
Ⓒ গ্রাহকদের প্রতিনিধি হিসেবে সম্পর্ক
Ⓓ পরিচালক ও উপদেষ্টা হিসেবে সম্পর্ক
Ans: D

11. গ্রাহককে ভালোভাবে জানা ব্যাংকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন?
Ⓐ অবৈধ লেনদেন বন্ধ করার জন্য
Ⓑ ব্যাংকের আর্থিক স্বার্থ রক্ষা করার জন্য
Ⓒ গ্রাহকদের আর্থিক স্বার্থ রক্ষা করার জন্য
Ⓓ গ্রাহকদের অবস্থা বুঝে আচরণ করার জন্য
Ans: A

12. আদালত প্রদত্ত গারনিশী আদেশ নিচের কোন বিষয় সম্পর্কিত?
Ⓐ আমানতকারীর স্বার্থ সম্পর্কিত
Ⓑ ভুয়া গ্রাহক যাতে ব্যাংক হিসাব খুলতে না পারে সে সম্পর্কিত
Ⓒ গ্রাহকদের ব্যাংক হিসাব বন্ধ বা স্থগিত বিষয়ক
Ⓓ গ্রাহকদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা বিষয়ক
Ans: C

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

দ্বিতীয় পত্র
অধ্যায় ২

কেন্দ্রীয় ব্যাংক

Part 1

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মৌলিক তথ্য

❑ **কেন্দ্রীয় ব্যাংক (Central Bank) :**
যে ব্যাংক দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে মুদ্রা বাজার গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করে, মুদ্রার প্রচলন, ঋণ নিয়ন্ত্রণ, মুদ্রামান সংরক্ষণ, বিনিময় হার নির্ধারণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে তাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে।

- একটি দেশের সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে- কেন্দ্রীয় ব্যাংক।
- কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কাজ- নোট ও মুদ্রার প্রচলন।
- কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদ্দেশ্য- জনকল্যাণ ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন।
- একটি দেশের মুদ্রা বাজার গঠন ও নিয়ন্ত্রণ, মুদ্রার প্রচলন, ঋণ নিয়ন্ত্রণ, মুদ্রামান সংরক্ষণ, বিনিময় হার নির্ধারণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো করে- কেন্দ্রীয় ব্যাংক।
- 'কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল' কথাটি বলেছেন অধ্যাপক হট্রে।
- কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে।
- কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংক হিসাবে কাজ করে।

❑ **এক নজরে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ (Evalution of Central Bank) :**

- কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে ১৬৫৬ সালে, The Ricks Bank of Sweden প্রতিষ্ঠার পর।
- প্রথম খাঁটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক ১৬৯৪ সালে গড়ে উঠে The Bank of England প্রতিষ্ঠার পর।
- ১৯১৩ সালের 'ফেডারেল রিজার্ভ অ্যাক্ট' এর আওতায় আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম গড়ে ওঠে।
- ১৯২০ সালে ব্রাসেলস ও ১৯২২ সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক সম্মেলনে প্রত্যেক দেশে একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়।

ব্যাংকের নাম	দেশের নাম	প্রতিষ্ঠার সাল	তথ্য
দি রিকস ব্যাংক অব সুইডেন	সুইডেন	১৬৫৬	• বিশ্বের সর্বপ্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাংক। • প্রথমে ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়, পরে ১৬৬৮ সালে জাতীয়করণ করা হয়।
ব্যাংক অব ইংল্যান্ড	যুক্তরাজ্য	১৬৯৪	• বিশ্বের প্রথম সুগঠিত কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এর প্রধান অফিস লন্ডনে। • একে Mother of Central Bank বলা হয়।
ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম	যুক্তরাষ্ট্র	১৯১৩	• ১২টি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের সমন্বয়ে গঠিত। • এক্ষেত্রে প্রতিটি সদস্য ব্যাংককে নোট ইস্যুর জন্য ২৫% এর সমান মূল্যের স্বর্ণ রিজার্ভ রাখতে হয়। সদরদপ্তর ওয়াশিংটনে। • এক্ষেত্রে সদস্য ব্যাংকগুলোকে মূলধন ৬% জমা রাখতে হয়।
ব্যাংক অব জাপান	জাপান	১৮৮২	• এশিয়ার প্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাংক।
রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া	ভারত	১৯৩৫	• ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। • ইম্পেরিয়াল ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার পরিবর্তে এটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে কাজ শুরু করে।
স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান	পাকিস্তান	১৯৪৮	• পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। • মোট শেয়ারের শতকরা ৫১% সরকার এবং ৪৯% বেসরকারি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান মালিক।
বাংলাদেশ ব্যাংক	বাংলাদেশ	১৯৭২	• ১৯৭২ সালে Bangladesh Bank Order বলে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা হয় যা ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর ধরা হয়।

❑ **বিশ্বের কয়েকটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও মুদ্রার নাম:**

দেশের নাম	কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম	প্রতিষ্ঠার সাল	মুদ্রার নাম
সুইডেন	দি রিক্স ব্যাংক অব সুইডেন (ব্যাংক অব সুইডেন*)	১৬৫৬	ক্রোনা (Krona)
যুক্তরাজ্য	ব্যাংক অব ইংল্যান্ড	১৬৯৪	পাউন্ড স্টার্লিং
ফ্রান্স	ব্যাংক অব ফ্রান্স	১৮০০	ইউরো
নেদারল্যান্ড	দি ব্যাংক অব নেদারল্যান্ড (নেদারল্যান্ড ব্যাংক*)	১৮১৪	ইউরো
নরওয়ে	দি ব্যাংক অব নরওয়ে	১৮১৭	ক্রোন (Krone)
ডেনমার্ক	দি ন্যাশনাল ব্যাংক অব ডেনমার্ক	১৮১৮	ক্রোন (Krone)
অস্ট্রিয়া	দি ন্যাশনাল ব্যাংক অব (অস্ট্রিয়ান ন্যাশনাল ব্যাংক*)	১৮১৭	ইউরো

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

দেশের নাম	কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম	প্রতিষ্ঠার সাল	মুদ্রার নাম
স্পেন	ব্যাংক অব স্পেন	১৮৫৬	ইউরো
বেলজিয়াম	দি ন্যাশনাল ব্যাংক অব বেলজিয়াম	১৮৫০	ইউরো
জাপান	ব্যাংক অব জাপান	১৮৮২	ইয়েন
ইতালি	ব্যাংক অব ইতালি	১৮৯৩	ইউরো
সুইজারল্যান্ড	দি সুইস ন্যাশনাল ব্যাংক	১৯০৭	সুইস ফ্রাঙ্ক
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	দি ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম	১৯১৩	ডলার
রাশিয়া	ব্যাংক অব রাশিয়া (সেন্ট্রাল ব্যাংক অব রাশিয়ান ফেডারেশন)	১৯৯০	রুবল
চীন	ব্যাংক অব চায়না	১৯২৮	ইউয়ান
মেক্সিকো	ব্যাংক অব মেক্সিকো	১৯২৫	পেসো
তুরস্ক	মারকাজ ব্যাংকাসা/ সেন্ট্রাল ব্যাংক অব রিপাবলিক অব টার্কি	১৯৩১	লীরা
কানাডা	ব্যাংক অব কানাডা	১৯৩৪	কানাডিয়ান ডলার
ভারত	রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া	১৯৩৫	রুপী
ব্রাজিল	ব্যাংকোডা ব্রাজিল (সেন্ট্রাল ব্যাংক অব ব্রাজিল)	১৯৪১	ক্রুজিরো
আফগানিস্তান	ন্যাশনাল ব্যাংক অব আফগানিস্তান (দি আফগানিস্তান ব্যাংক)	১৯৪১	আফগানি
পর্তুগাল	ব্যাংক অব পর্তুগাল	১৯৪৬	ইউরো
পাকিস্তান	স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান	১৯৪৮	পাকিস্তানী রুপি
জার্মানি	ওয়েস্টর্ডসবার্গ (ফেডারেল ব্যাংক অব জার্মানী*)	১৯৯৩	ইউরো
ইরাক	ন্যাশনাল (সেন্ট্রাল ব্যাংক অব ইরাক*)	১৯৪৯	দিনার
কিউবা	কিউবান ন্যাশনাল ব্যাংক (সেন্ট্রাল ব্যাংক অব কিউবা)	১৯৫০	কিউবান পেসো
অস্ট্রেলিয়া	রিজার্ভ ব্যাংক অব অস্ট্রেলিয়া	১৯৬০	অস্ট্রেলিয়ান ডলার
ইন্দোনেশিয়া	ব্যাংক অব ইন্দোনেশিয়া	১৯৫৩	রুপিয়া
মিশর	সেন্ট্রাল ব্যাংক অব ইজিপ্ট	১৯৬০	ইজিপশিয়ান পাউন্ড
ইরান	দি ব্যাংক মারকাজী (সেন্ট্রাল ব্যাংক অব দি ইসলামিক অব ইরান)	১৯৬১	রিয়াল
কসোভো	সেন্ট্রাল ব্যাংক অব কসোভো	১৯৯৯	ইউরো
বাংলাদেশ	বাংলাদেশ ব্যাংক	১৯৭২	টাকা

❑ **বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক তথা বাংলাদেশ ব্যাংক :**

- বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম- বাংলাদেশ ব্যাংক।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বনাম- State Bank of Pakistan
- বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে (বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার ১৯৭২ অনুসারে- রাষ্ট্রপতির ১২৭ নং আদেশ অনুসারে)।
- বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মালিকানার ধরন- সরকারি।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা আছে- ১০টি। গর্ভনর ও ডেপুটি গর্ভনরের মেয়াদ ৪ বছর।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান গভর্নর - আব্দুর রউফ তালুকদার (১২তম)।
- যেখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের স্থায়ী শাখা নেই, সেখানে সোনালী ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে।
- বাংলাদেশ বাংকের পরিচালনা পর্ষদ গভর্নর ও ৮ জন (মোট ৯ জন) সদস্য নিয়ে গঠিত।
- বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার- ১৯৭২ সালের।
- বাংলাদেশের সকল ব্যাংকসমূহ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত।
- কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ নয়- আমানত গ্রহণ ও ঋণদান।

❑ **কেন্দ্রীয় ব্যাংকে তালিকাভুক্তির শর্তাবলি (অন্যান্য ব্যাংকের জন্য) :**

১. ন্যূনতম পরিশোধিত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিল থাকতে হবে (বাংলাদেশে ব্যাংক কোম্পানির ন্যূনতম আদায়কৃত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিলের পরিমাণ ৪০০ কোটি টাকা, যার মধ্যে আদায়কৃত মূলধন হবে অন্যূন ২০০ কোটি টাকা)।
২. সংরক্ষিত জমার হার, যা চলতি ও স্থায়ী আমানতের ওপর একটি নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে নগদ জমা হিসেবে রাখতে হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে এই হার ৪%।
৩. মোট আমানতের নির্দিষ্ট অংশ তরল সম্পদ হিসেবে রাখতে হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে এই হার ১৩%।
৪. প্রতি নির্দিষ্ট সময় অন্তর আর্থিক বিবরণী প্রকাশ করতে হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি ও নিকাশ ঘর

❑ **নিকাশ ঘর (Clearing House) :**

নিকাশ ঘর হলো এমন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহ তাদের পরস্পরের মধ্যকার দেনা-পাওনা নিষ্পত্তিকরণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনার স্মরণাপন্ন হয়। নিকাশ ঘর আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির স্থান। বাংলাদেশে নিকাশ ঘর ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে- বাংলাদেশ ব্যাংক। তবে যেখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা নেই, সেখানে সোনালী ব্যাংক নিকাশ ঘরের দায়িত্ব পালন করে।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

- **BACH :** BACH এর পূর্ণরূপ- Bangladesh Automated Clearing House. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকাশঘরের দায়িত্ব পালনে বাংলাদেশ ব্যাংক যে ইলেকট্রনিক নিকাশ সুবিধার প্রবর্তন করেছে তা Bangladesh Automated Clearing House নামে পরিচিত।
- **BACPS :** BACPS এর পূর্ণরূপ- Bangladesh Automated Cheque Processing System. ব্যাংকসমূহে জমাকৃত চেক বা এ ধরনের দলিলাদি থেকে উদ্ভূত দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির জন্য BACH এর যেই ব্যবস্থা দায়িত্ব পালন করে তাকে BACPS বলে।
- **BEFTN :** BEFTN এর পূর্ণরূপ- Bangladesh Electronic Fund Transfer Network. ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সরাসরি এক ব্যাংক শাখা থেকে অন্য ব্যাংক শাখায় অর্থ স্থানান্তর বা পরিশোধের ব্যবস্থাকেই Bangladesh Electronic Fund Transfer Network বলে।
- **এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন :** এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন (ACU) একটি আঞ্চলিক নিকাশ ঘর ব্যবস্থা। ১৯৭৪ সালে এশিয়ার ৭টি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মধ্যকার চুক্তিক্রমে এ আন্তর্জাতিক নিকাশ ঘর প্রতিষ্ঠানটির আত্মপ্রকাশ ঘটে। আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিরের আঞ্চলিক সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যকার আন্তঃলেনদেনজনিত দেনা-পাওনা নিষ্পত্তিকল্পে আন্তর্জাতিক সংস্থা ESCAP ও UNCTAD এর সহযোগিতাক্রমে প্রতিষ্ঠানটির জন্ম হয়।

ঋণ নিয়ন্ত্রণ ও নোট

ঋণ নিয়ন্ত্রণ (Debt Control) :
যে কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে ঋণের যোগান বা বাজারে মুদ্রা সরবরাহ পরিস্থিতি কাম্যস্তরে সীমাবদ্ধ রাখে বা সব ধরনের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ সৃষ্টির ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণের প্রয়াস চালায় তাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ বলে। ঋণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য হলো- বাজারে ব্যাংক ঋণের পরিমাণ কাম্য মাত্রায় বজায় রাখা।

সাধারণ ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি :

- **ব্যাংক হার নীতি (Bank Rate Policy) :** কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে হারে বাণিজ্যিক ব্যাংককে ঋণ প্রদান করে বা সিকিউরিটিজসমূহ বাট্টা করে সেই হারকে ব্যাংক হার বলে। ব্যাংক হার বৃদ্ধি পেলে বাণিজ্যিক ব্যাংকের সুদের হার বৃদ্ধি পায় এবং বাজারে ঋণের পরিমাণ হ্রাস পায়। ব্যাংক হার হ্রাস পেলে বাণিজ্যিক ব্যাংকের সুদের হার হ্রাস পায় এবং বাজারে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ব্যাংক হার ও সুদের হারের মধ্যে সম্পর্ক- ধনাত্মক।
- **খোলাবাজার নীতি (Open Market Policy) :** কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলা বাজারে বিল, বন্ড, সার্টিফিকেট, সিকিউরিটিজ ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করে ঋণ নিয়ন্ত্রণের কৌশল গ্রহণ করলে তাকে খোলাবাজার নীতি বলে। খোলাবাজারে বন্ড ও সিকিউরিটিজ বিক্রয় করলে বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে চলে যায় এবং বাজারে ঋণের পরিমাণ হ্রাস পায়। খোলাবাজার হতে বন্ড ও সিকিউরিটিজ ক্রয় করলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে অর্থ বাণিজ্যিক ব্যাংকে চলে যায় এবং বাজারে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।
- **জমার হার পরিবর্তন নীতি (Reserve Ratio Changing Policy) :** বাণিজ্যিক ব্যাংককে নগদ মোট আমানতের একটি অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই হার হ্রাস-বৃদ্ধি করেও ঋণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ঋণের প্রবাহ বাড়লে তা কমানোর জন্য জমার হার বাড়ানো হয়। ঋণের প্রবাহ কমলে তা বাড়ানোর জন্য জমার হার কমানো হয়।
- **বাজারে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিসমূহের প্রভাব :**

কৌশল	সুদের হার	সঞ্চয়ের হার	অর্থপ্রবাহ/ ঋণপ্রবাহ	মূল্যস্ফীতি	আমদানি	রপ্তানি
ব্যাংক হার বাড়ালে	বাড়বে	বাড়বে	কমবে	কমবে	কমবে	বাড়বে
ব্যাংক হার কমালে	কমবে	কমবে	বাড়বে	বাড়বে	বাড়বে	কমবে
খোলাবাজারে সিকিউরিটি বিক্রয় করলে	বাড়বে	বাড়বে	কমবে	কমবে	কমবে	বাড়বে
খোলাবাজার থেকে সিকিউরিটি ক্রয় করলে	কমবে	কমবে	বাড়বে	বাড়বে	বাড়বে	কমবে
কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমার হার বাড়ালে	বাড়বে	বাড়বে	কমবে	কমবে	কমবে	বাড়বে
কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমার হার কমালে	কমবে	কমবে	বাড়বে	বাড়বে	বাড়বে	কমবে

- **গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি:**
যখন ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা হয় কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে বা অর্থনীতির কোনো বিশেষ কার্যক্রমের জন্য, তখন তাকে গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বলে। এর পদ্ধতিসমূহ নিম্নে দেওয়া হলো :

গুণগত বা নির্বাচনমূলক পদ্ধতি	মূল কথা
ঋণের বরাদ্দকরণ নীতি	কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক বিশেষ খাত চিহ্নিত করে ঐ খাতে ঋণের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করার জন্য ঋণের কোটা নির্দিষ্ট করে নীতি গ্রহণ করলে তাকে ঋণের বরাদ্দকরণ নীতি বলে।
ভোগ্য পণ্যের ঋণ নিয়ন্ত্রণ	ভোগ্য পণ্যের বিপরীতে প্রদেয় ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে এটি করা হয়।
জামানতি ঋণের প্রান্তিক হার পরিবর্তন	১০০ টাকা সিকিউরিটির বিপরীতে কখনও ৮০ টাকা কখনও ৯০ টাকা ঋণ দানের সুপারিশ।
প্রত্যক্ষ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা	ব্যাংকিং কোনো আইন অমান্য করলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরাসরি ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।
নৈতিক প্ররোচনা	বিভিন্ন উপদেশ ও পরামর্শ দিয়ে ঋণ নিয়ন্ত্রণ।
প্রচারণামূলক পদ্ধতি	বিভিন্ন অর্থনৈতিক সংস্থার সুপারিশ প্রচারের মাধ্যমে ঋণের নিয়ন্ত্রণ করা।

- **সরকারি নোট (Government Note):** একটি দেশের সরকার কর্তৃক বিহিত মুদ্রা হিসেবে যে নোটের প্রচলন হয় তাকে সরকারি নোট বলে। সরকারি নোটের আরেকটি নাম হলো আইনগত মুদ্রা। বাংলাদেশে সরকারি নোট হলো ১, ২ ও ৫ টাকার নোট (মোট ৩টি)। অর্থ মন্ত্রণালয় সরকারি নোট ইস্যু করে। সরকারি নোটে অর্থসচিবের স্বাক্ষর থাকে।
- **ব্যাংক নোট (Bank Note):** ব্যাংক নোটের আরেকটি নাম হলো বিহিত মুদ্রা/বিনিময় মুদ্রা। ব্যাংক নোট হলো ১০, ২০, ৫০, ১০০, ২০০, ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট (মোট ৭টি)। ব্যাংক নোট ইস্যু করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক/বাংলাদেশ ব্যাংক। ব্যাংক নোটে স্বাক্ষর থাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরের। বাংলাদেশে প্রথম চালুকৃত নোট- ১ ও ১০০ টাকার নোট। বাংলাদেশে প্রথম নোট চালু করা হয়- ৪ মার্চ ১৯৭২।
- **বিহিত মুদ্রা (Legal tender) :** সরকারের পক্ষে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত- নোট ও মুদ্রাকে বিহিত মুদ্রা বলে।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

Part 2 At a glance [Most Important Information]

- একটি দেশের সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে- কেন্দ্রীয় ব্যাংক।
- কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কাজ- নোট ও মুদ্রার প্রচলন।
- কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে ১৬৫৬ সালে, The Ricks Bank of Sweden প্রতিষ্ঠার পর।
- প্রথম খাঁটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক ১৬৯৪ সালে গড়ে উঠে The Bank of England প্রতিষ্ঠার পর।
- বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম- বাংলাদেশ ব্যাংক।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বনাম- State Bank of Pakistan
- বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান গভর্নর - আব্দুর রউফ তালুকদার (১২তম)।
- নিকাশ ঘর হলো এমন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহ তাদের পরস্পরের মধ্যকার দেনা-পাওনা নিষ্পত্তিকরণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনার স্মরণাপন্ন হয়।
- BACH এর পূর্ণরূপ- Bangladesh Automated Clearing House.
- BACPS এর পূর্ণরূপ- Bangladesh Automated Cheque Processing System.
- BEFTN এর পূর্ণরূপ- Bangladesh Electronic Fund Transfer Network.
- কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে হারে বাণিজ্যিক ব্যাংককে ঋণ প্রদান করে বা সিকিউরিটিজসমূহ বাট্টা করে, সেই হারকে ব্যাংক হার বলে।
- কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলা বাজারে বিল, বন্ড, সার্টিফিকেট, সিকিউরিটিজ ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করে ঋণ নিয়ন্ত্রণের কৌশল গ্রহণ করলে তাকে খোলাবাজার নীতি বলে।
- বাণিজ্যিক ব্যাংকে নগদ মোট আমানতের একটি অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে হয়।
- কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক বিশেষ খাত চিহ্নিত করে ঐ খাতে ঋণের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করার জন্য ঋণের কোটা নির্দিষ্ট করে নীতি গ্রহণ করলে তাকে ঋণের বরাদ্দকরণ নীতি বলে।

Part 3 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. ঋণ নিয়ন্ত্রণের সংখ্যাত্মক পদ্ধতি কয়টি?
Ⓐ ২টি Ⓑ ৩টি Ⓒ ৪টি Ⓓ ৫টি Ans Ⓑ

02. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ কোনটি?
Ⓐ আমানত সংগ্রহ Ⓑ মুনাফা অর্জন Ⓒ ঋণ নিয়ন্ত্রণ Ⓓ ঋণ প্রদান Ans Ⓒ

03. খোলা বাজারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিল, সিকিউরিটিজ ও ঋণপত্র বিক্রয় করলে কী ঘটতে পারে?
Ⓐ বাজারে ঋণের পরিমাণ বাড়বে
Ⓑ নগদ জমার হার হ্রাস পাবে
Ⓒ ব্যাংক হার অপরিবর্তিত থাকবে
Ⓓ বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণদান ক্ষমতা কমবে Ans Ⓓ

04. মুদ্রাবাজার নিয়ন্ত্রণ করে কোন ব্যাংক?
Ⓐ বাণিজ্যিক ব্যাংক Ⓑ বিনিয়োগ ব্যাংক Ⓒ কেন্দ্রীয় ব্যাংক Ⓓ বিশেষায়িত ব্যাংক Ans Ⓒ

05. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের সংখ্যাত্মক পদ্ধতি কোনটি?
Ⓐ খোলাবাজার নীতি Ⓑ নৈতিক প্ররোচনা Ⓒ ঋণের বরাদ্দকরণ নীতি Ⓓ জামানত ঋণের প্রান্তিক হার Ans Ⓐ

06. সরকারি নোটে কার স্বাক্ষর থাকে?
Ⓐ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরের Ⓑ পরিকল্পনা মন্ত্রীর Ⓒ অর্থ সচিবের Ⓓ অর্থমন্ত্রীর Ans Ⓒ

07. ভোগ্যপণ্য ক্রয়খাতে ঋণের পরিমাণ কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় বজায় রাখার জন্য যে ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তাকে কী বলে?
Ⓐ ঋণের বরাদ্দকরণ Ⓑ জমার হার পরিবর্তন Ⓒ ভোক্তা ঋণ নিয়ন্ত্রণ Ⓓ প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা Ans Ⓒ

08. ২০ টাকার নোটে কার স্বাক্ষর থাকে?
Ⓐ গভর্নর Ⓑ অর্থসচিব Ⓒ রাষ্ট্রপতি Ⓓ অর্থমন্ত্রী Ans Ⓐ

09. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের গুণগত পদ্ধতি কোনটি?
Ⓐ জমার হার পরিবর্তন নীতি Ⓑ প্রান্তিক হার পরিবর্তন নীতি Ⓒ ব্যাংক হার নীতি Ⓓ খোলাবাজার নীতি Ans Ⓑ

10. নিচের কোনটি ব্যাংক নোট?
Ⓐ ১ টাকা Ⓑ ২ টাকা Ⓒ ৫ টাকা Ⓓ ১০ টাকা Ans Ⓓ

11. নিচের কোনটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের সংখ্যাত্মক পদ্ধতি বহির্ভূত?
Ⓐ ব্যাংক হার নীতি Ⓑ ঋণের বরাদ্দকরণ নীতি Ⓒ খোলাবাজার নীতি Ⓓ জমার হার পরিবর্তন নীতি Ans Ⓑ

12. কখন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন পড়ে?
Ⓐ দ্রব্য মূল্য হ্রাস পেলে Ⓑ অর্থের চাহিদা হ্রাস পেলে Ⓒ মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পেলে Ⓓ অর্থের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে Ans Ⓒ

13. কোনটি সরকারি নোট?
Ⓐ ৫ টাকা Ⓑ ১০ টাকা Ⓒ ৫০ টাকা Ⓓ ১০০ টাকা Ans Ⓐ

14. নিচের কোনটির আইনগত ভিত্তি সবচেয়ে শক্তিশালী?
Ⓐ সরকারি নোট Ⓑ ব্যাংক নোট Ⓒ পে-অর্ডার Ⓓ মানি-অর্ডার Ans Ⓐ

15. ব্যাংক নোট প্রচলন করে কে?
Ⓐ অর্থ মন্ত্রণালয় Ⓑ কেন্দ্রীয় ব্যাংক Ⓒ বাণিজ্যিক ব্যাংক Ⓓ সরকার Ans Ⓑ

16. কোনটি বাংলাদেশ ব্যাংকের নোট নয়?
Ⓐ ১০০ টাকা Ⓑ ১০ টাকা Ⓒ ৫ টাকা Ⓓ ২ টাকা Ans Ⓒ

17. বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যক্রমটি ঋণ নিয়ন্ত্রণের কোন পদ্ধতির মধ্যে পড়ে?
Ⓐ খোলাবাজার Ⓑ ব্যাংক হার Ⓒ ঋণের বরাদ্দকরণ Ⓓ জমার হার পরিবর্তন Ans Ⓐ

18. বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত কার্যক্রমটির ফলে-
Ⓐ মুদ্রাবাজারে অর্থের জোগান বাড়বে
Ⓑ বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণদান ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে
Ⓒ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে
Ⓓ বাজারে ঋণের পরিমাণ কমবে Ans Ⓓ

19. ঋণ নিয়ন্ত্রণের কৌশল প্রথম কোন অর্থনীতিবিদ চালু করেন?
Ⓐ কার্ল মার্কস Ⓑ অধ্যাপক লর্ড কেয়ানর্স Ⓒ অধ্যাপক মার্শাল Ⓓ ডি. কক Ans Ⓓ

20. জমার হার নীতির প্রবর্তক কে?
Ⓐ ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম Ⓑ ব্যাংক অব ইংল্যান্ড Ⓒ সুইস ন্যাশনাল ব্যাংক Ⓓ ব্যাংক অব রশিয়া Ans Ⓐ

21. ব্যাংক রেট কী?
Ⓐ যে সুদের হারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য তালিকাভুক্ত ব্যাংকে ঋণ প্রদান করে থাকে
Ⓑ কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে হারে বাণিজ্যিক ব্যাংক এর প্রথম শ্রেণির বিনিময় বিল পূর্ণ বাট্টাকরণ করে থাকে
Ⓒ কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে হারে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে
Ⓓ A + B Ans Ⓓ

CamScanner

দ্বিতীয় পত্র
অধ্যায় ৩

বাণিজ্যিক ব্যাংক

Part 1

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

বাণিজ্যিক ব্যাংকের মৌলিক ধারণা

❑ **বাণিজ্যিক ব্যাংক (Commercial Bank) :**
যে ব্যাংক অল্প সুদে জনগণের অর্থ আমানত হিসেবে সংগ্রহ করে বেশি সুদে বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেয় এবং অন্যান্য অর্থসংক্রান্ত কাজ করে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে।

- বাণিজ্যিক ব্যাংক একটি আর্থিক মধ্যস্থ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান।
- বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য হলো- মুনাফা অর্জন।
- ঋণ আমানত সৃষ্টি করে- বাণিজ্যিক ব্যাংক।
- স্বল্পমেয়াদি ঋণের ব্যবসায়ী বলা হয়- বাণিজ্যিক ব্যাংককে। বাণিজ্যিক ব্যাংক সাধারণত দীর্ঘমেয়াদে ঋণ দেয় না।
- বাংলাদেশে ব্যাংক বিজাতীয়করণের অনুমতি দেওয়া হয় ১৯৮১ সালে এবং বাস্তবায়ন আরম্ভ হয় ১৯৮৩ সালে।
- এটি বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে জনগণের থেকে স্বল্পসুদে আমানত গ্রহণ করে অধিক সুদে তা বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করে।
- বাণিজ্যিক ব্যাংক হলো- অর্থ বাজারের মধ্যমণি।
- অর্থনীতির জীবনীশক্তি বলা হয়- বাণিজ্যিক ব্যাংককে।
- বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক- এবি ব্যাংক।

❑ **বাণিজ্যিক ব্যাংকের বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টির হাতিয়ার :**
- চেক (Cheque).
- ব্যাংকের আজ্ঞাপত্র (Bank Draft).
- প্রত্যয়পত্র (Letter of Credit).
- এ.টি.এম.কার্ড (ATM Card).
- পে-অর্ডার (Pay Order).
- ব্যাংক নিশ্চয়তা সনদ (Bank Gurantee Certificate).

❑ **বাণিজ্যিক ব্যাংকের আত্মরক্ষার হাতিয়ার :**
- নগদ অর্থ জমা রাখা (First Line of Defense)
- বাট্টাকৃত বিলসমূহ।
- উত্তম বিনিয়োগ।
- চাহিবামাত্র দেওয়া ঋণ ও স্বল্পমেয়াদি ঋণ (Second Line of Defense)
- হস্তান্তরযোগ্য জামানতের বিপরীতে দেওয়া ঋণ।

❑ **বাণিজ্যিক ব্যাংকের তহবিল সংগ্রহ:**
- নিজস্ব তহবিল
- ঋণ গ্রহণ
- সঞ্চিতি তহবিল
- পরিশোধিত মূলধন
- আমানতগ্রহণ

❑ **বাণিজ্যিক ব্যাংকের আয়ের উৎস:**
- বিনিয়োগের সুদ
- বিল বাট্টাকরণ
- লকার ভাড়া দেওয়া
- অছি হিসেবে দায়িত্ব পালন
- ঋণ মঞ্জুর
- ঋণের দলিল ইস্যু করে
- শেয়ার অবলেখন

❑ **বাণিজ্যিক ব্যাংকের পরিচালক হবার যোগ্যতা :**
- সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে আমানতকারীর কমপক্ষে ২ বছর আমানত পরিচালনা করতে হবে।
- মাস্টার্স ডিগ্রিধারী হতে হবে।
- নিজ পেশায় সুনামের অধিকারী হতে হবে।
- অর্থনীতি, ব্যবসায় প্রশাসন ডিগ্রিধারী অথবা ব্যবসায় বাণিজ্যের সুনাম রয়েছে এমন ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
- উক্ত ব্যক্তি ১% এর বেশি শেয়ার রাখতে পারবেন না।

■ **যারা পরিচালক হতে পারবেন না :**
- কোনো ব্যাংক-বিমা, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মালিক, স্টক এক্সচেঞ্জের পরিচালক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, উপদেষ্টা, আইন পরামর্শক, নিরীক্ষক।
- ঋণ খেলাপিগণ।
- কর, বিল খেলাপিগণ।
- রাজনৈতিক ব্যক্তি।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূলনীতিসমূহ ও কার্যাবলি

❑ **বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূলনীতিসমূহ-**
- তারল্য নীতি
- ঋণদান ও বিনিয়োগের নীতি
- গোপনীয়তার নীতি

❑ **বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূলনীতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য -**
- সচ্ছলতার নীতি বলতে ব্যাংকের দীর্ঘমেয়াদি দায় পরিশোধের সামর্থ্যকে বুঝায়। প্রকৃত সম্পদের পরিমাণ দায় থেকে কমে গেলে ব্যাংকের সচ্ছলতা কমে যায়।
- গ্রাহকের অর্থ চুরি-ডাকাতি ও জালিয়াতির হাত থেকে রক্ষা করে ঝুঁকিমুক্ত খাতে বিনিয়োগ করাকে নিরাপত্তার নীতি বলে।

CamScanner

- তারল্য সংরক্ষণের পর অতিরিক্ত অর্থ নিরাপদ ও লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করে অধিক মুনাফা অর্জনের নীতিকে মুনাফার নীতি বলে।
- বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে গ্রাহকের নিকট থেকে অধিক সঞ্চয় সংগ্রহ করে ব্যাংক তহবিল বাড়ানোর নীতিকে সঞ্চয় সংগ্রহের নীতি বলে।
- বাণিজ্যিক ব্যাংক এক খাতে সম্পূর্ণ অর্থ বিনিয়োগ না করে একাধিক নিরাপদ ও লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করে ঋণদান ও বিনিয়োগের নীতি অনুসারে।
- কম শ্রম ও অর্থ ব্যয়ে সুন্দর ও স্বার্থকভাবে ব্যাংকের কাজ সম্পাদন করার নীতিকে দক্ষতার নীতি বলে। এই নীতি অনুসারে ব্যাংক দক্ষ কর্মী বাহিনী গড়ে তোলে।
- গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তাদের প্রয়োজন পূরণ উপযোগী কাজ, সুবিধা বা তৃপ্তি প্রদানের নীতিকে সেবার নীতি বলে।
- গ্রাহকের হিসাব সংক্রান্ত তথ্য যেনো অন্য কেউ পেতে না পারে সেজন্য ব্যক্তিক ও প্রযুক্তিগত সকল ধরনের কার্যব্যবস্থা গ্রহণের নীতিকে গোপনীয়তার নীতি বলে।
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও পদ্ধতি ব্যবহার করে নতুন নতুন প্রোডাক্ট ও সার্ভিস চালুর মাধ্যমে প্রতিযোগীদের থেকে এগিয়ে যাওয়ার নীতিকে আধুনিকায়নের নীতি বলে।
- শিল্প ও ব্যবসায় কেন্দ্রের নিকট এবং আর্থিকভাবে সচ্ছল এলাকায় ব্যাংকের শাখা স্থাপন করা হয় অবস্থানের নীতি অনুযায়ী।
- ব্যাংক প্রদত্ত বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে ক্রেতাকে জানানো হয় প্রচারের নীতি অনুযায়ী।
- ব্যাংকিং জগতে ইতিবাচক ইমেজ সৃষ্টির নীতিকে সুনামের নীতি বলে। সুনাম ব্যাংকের প্রতি জনগণের আস্থা বৃদ্ধি করে।

Part 2 At a glance [Most Important Information]

- যে ব্যাংক অল্প সুদে জনগণের অর্থ আমানত হিসেবে সংগ্রহ করে বেশি সুদে বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেয় এবং অন্যান্য অর্থসংক্রান্ত কাজ করে - বাণিজ্যিক ব্যাংক।
- বাণিজ্যিক ব্যাংক - আর্থিক মধ্যস্থ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান।
- বাণিজ্যিক ব্যাংক - অর্থ বাজারের মধ্যমণি।
- বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য হলো- মুনাফা অর্জন।
- অর্থনীতির জীবনীশক্তি বলা হয়- বাণিজ্যিক ব্যাংককে।
- ঋণ আমানত সৃষ্টি করে- বাণিজ্যিক ব্যাংক।
- বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক- এবি ব্যাংক।
- ব্যাংকের আত্মরক্ষার প্রথম ও প্রধান হাতিয়ার হলো- নগদ অর্থ।
- বাণিজ্যিক ব্যাংকের তহবিলের প্রধান উৎস- পরিশোধিত মূলধন।
- বাণিজ্যিক ব্যাংকের তহবিলের সবচেয়ে বড় উৎস- আমানত (প্রায় ৯০% এর মাধ্যমে সংগৃহীত হয়)।
- বাণিজ্যিক ব্যাংকে তহবিলের সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়- ঋণ মঞ্জুর করতে।
- বাণিজ্যিক ব্যাংকের আয়ের প্রধান উৎস – সুদ।
- ব্যাংক ঋণদানের ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব দেয় – নিরাপত্তার নীতির ওপর।
- বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান কাজ – আমানত গ্রহণ ও ঋণদান।
- বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজ নয় – নোট ইস্যু, মুদ্রামান সংরক্ষণ, ঋণ নিয়ন্ত্রণ, ক্লিয়ারিং হাউজ, গ্রাহকের জন্য পণ্য ক্রয় ইত্যাদি।
- ব্যাংকের কাজ হিসেবে গণ্য হয় না – ঝুঁকিগ্রহণ
- গ্রাহকদের জমাকৃত অর্থ চাহিবামাত্র ফেরতদানের ক্ষমতাকে ব্যাংকের ভাষায় তারল্য বলে। গ্রাহকের চেকের অর্থ চাহিবামাত্র পরিশোধের সামর্থ্য ধরে রাখার জন্য কাম্য পরিমাণ তরল সম্পত্তি সংরক্ষণের কৌশলকেই – তারল্য নীতি বলে।
- ব্যাংকিং আইন অনুযায়ী বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিট মুনাফার শতকরা- ২০% সংরক্ষিত তহবিলে জমা রাখতে হবে।
- প্রশাসনিক বিভাগকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের – স্নায়ুকেন্দ্র বলা হয়।
- বাণিজ্যিক ব্যাংকের সবচেয়ে বড় বিভাগ হলো – আমানত বিভাগ।
- নতুন নতুন শাখা খোলা- বাণিজ্যিক ব্যাংকের – উন্নয়ন বিভাগের কাজ।
- ব্যাংকের ব্যবসায়িক দিক বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ – সচ্ছলতার নীতি।
- ব্যাংকের প্রাতিষ্ঠানিক দিক বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ – তারল্যের নীতি।
- যে পন্থায় বাণিজ্যিক ব্যাংক সরাসরি নগদে ঋণ না দিয়ে তা ঋণ গ্রহীতার আমানত হিসাবে স্থানান্তরপূর্বক পুনরায় উক্ত আমানত থেকে ঋণের সৃষ্টি করে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ আমানত সৃষ্টি বলে।
- ঋণের মাধ্যমে আমানত সৃষ্টি: (ক) তলবি ঋণ ও স্বল্পমেয়াদি ঋণ মঞ্জুর, (খ) অগ্রিম প্রদান।

Part 3 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. মুনাফা অর্জনের মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে যে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে কী বলে?
Ⓐ বাণিজ্যিক ব্যাংক Ⓑ বিশেষায়িত ব্যাংক
Ⓒ বিনিয়োগ ব্যাংক Ⓓ কেন্দ্রীয় ব্যাংক **Ans Ⓐ**

02. রূপালী ব্যাংক লি. কোন ধরনের ব্যাংক?
Ⓐ কেন্দ্রীয় ব্যাংক Ⓑ বাণিজ্যিক ব্যাংক
Ⓒ বিশেষায়িত ব্যাংক Ⓓ আঞ্চলিক ব্যাংক **Ans Ⓑ**

03. বাণিজ্যিক ব্যাংক কিভাবে তারল্য সংকট মোকাবিলা করে?
Ⓐ বিল পুনঃবাট্টা Ⓑ সুদের হার কমিয়ে
Ⓒ ঋণদান বন্ধ করে Ⓓ আমানত গ্রহণ করে **Ans Ⓐ**

04. বাণিজ্যিক ব্যাংকের আয়ের প্রধান উৎস কোনটি?
Ⓐ বিল বাট্টাকরণ Ⓑ শেয়ার অবলেখন
Ⓒ ঋণের সুদ Ⓓ বিনিয়োগের উপর সুদ **Ans Ⓒ**

05. নিচের কোনটি সরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক?
Ⓐ উত্তরা ব্যাংক Ⓑ জনতা ব্যাংক
Ⓒ পূবালী ব্যাংক Ⓓ ন্যাশনাল ব্যাংক **Ans Ⓑ**

06. ব্যাংকের নিকট কোন জামানতটি উত্তম?
Ⓐ স্থায়ী আমানত রসিদ Ⓑ শেয়ার
Ⓒ ঋণপত্র Ⓓ ব্যক্তিক গ্যারান্টি পত্র **Ans Ⓐ**

07. কোনটি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক?
Ⓐ বাংলাদেশ ব্যাংক Ⓑ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
Ⓒ সোনালী ব্যাংক Ⓓ ডাচ বাংলা ব্যাংক লিমিটেড **Ans Ⓒ**

08. বাণিজ্যিক ব্যাংক কোনটি ইস্যু করে?
Ⓐ প্রত্যয়পত্র Ⓑ ব্যাংক নোট
Ⓒ সরকারি নোট Ⓓ ট্রেজারি বিল **Ans Ⓐ**

09. বাণিজ্যিক ব্যাংক কোন মেয়াদি ঋণ প্রদান করে?
Ⓐ স্বল্পমেয়াদি Ⓑ দীর্ঘমেয়াদি Ⓒ মধ্যমেয়াদি Ⓓ A + B **Ans Ⓐ**

10. অর্থ বাজারের মধ্যমণি কে?
Ⓐ কেন্দ্রীয় ব্যাংক Ⓑ বাণিজ্যিক ব্যাংক
Ⓒ শিল্প ব্যাংক Ⓓ A+B+C **Ans Ⓑ**

11. কোনটি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক নয়?
Ⓐ ডাচ্ বাংলা Ⓑ ন্যাশনাল ব্যাংক
Ⓒ রূপালী ব্যাংক লি. Ⓓ ঢাকা ব্যাংক **Ans Ⓒ**

12. বাণিজ্যিক ব্যাংক কেবল টাকার কারবারই করে না, টাকার উৎপাদকও বটে"- উক্তিটি কার?
Ⓐ অধ্যাপক সোয়ার্স Ⓑ গ্রেস এন্ড বেকার
Ⓒ অধ্যাপক রোজার Ⓓ অধ্যাপক হার্ট **Ans Ⓐ**

13. বাণিজ্যিক ব্যাংক একটি–
Ⓐ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান Ⓑ অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান
Ⓒ জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান Ⓓ সম্পদ সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠান **Ans Ⓐ**

14. বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য কী?
Ⓐ মুনাফা অর্জন Ⓑ বিনিয়োগ
Ⓒ সঞ্চয় বৃদ্ধি Ⓓ অর্থনৈতিক **Ans Ⓐ**

CamScanner

দ্বিতীয় পত্র অধ্যায় ৪

ব্যাংক হিসাব

Part 1

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

ব্যাংক হিসাবের মৌলিক ধারণা

ব্যাংক হিসাব (Bank Account) :
যে বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যাংক তার মক্কেলদের জমাকৃত আমানতি অর্থ গ্রহণ করে এবং উত্তোলনের সুযোগ প্রদান করে এবং অন্যান্য সকল লেনদেন ও দেনা-পাওনার হিসাব সংরক্ষণ করে, তাকে ব্যাংক হিসাব বলে।

ব্যাংক হিসাব নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ :
- গ্রাহকের ধরণ (Nature of Client).
- ব্যাংকিং সেবা (Banking Services).
- ঋণ সুবিধা (Loan Facilities).
- অলস ও উদ্বৃত্ত অর্থ (Idle and Surplus Money).
- লেনদেনের প্রকৃতি ও পরিমাণ (Nature & Quantity of Transactions).
- সুদ বা মুনাফা (Interest or Profit).
- অর্থের নিরাপত্তা (Safe Custody of Money).

ব্যাংকে হিসাব খোলার পদ্ধতি:

(ক) চলতি বা সঞ্চয়ী হিসাব খোলার পদ্ধতি:
(১) হিসাব খোলার আবেদন পত্র সংগ্রহ
(২) আবেদন পত্র ও নমুনা দস্তখত কার্ড পূরণ
(৩) আবেদন পত্রের সাথে দলিত পত্রের সংযুক্তি
(৪) আবেদন পত্র জমা
(৫) প্রাথমিক আমানত জমা
(৬) চেক ও পাস বই প্রদান।

(খ) স্থায়ী হিসাব খোলার পদ্ধতি:
(১) আবেদনপত্র সংগ্রহ ও পূরণ
(২) টাকা জমার রসিদ।

নমুনা স্বাক্ষর কার্ড (Sample Signature card) :
- ব্যাংক হিসাব পরিচালনা বিশেষত অর্থ উত্তোলনের ক্ষেত্রে বা হিসাব গ্রহীতার পরিচিতির প্রয়োজনে যে উপকরণটি ব্যাংকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয় তাই নমুনা স্বাক্ষর কার্ড।
- ব্যাংকে হিসাব খোলার জন্য আবেদনপত্র সংগ্রহকালেই ব্যাংক হিসাব খুলতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে নমুনা স্বাক্ষরের ছাপানো কার্ড প্রদান করে। অবশ্যই ব্যাংক ইচ্ছা করলে হিসাব খোলার পরও এরূপ কার্ড সরবরাহ করতে পারে।
- আবেদনপত্রের ফরম পূরণ করে জমা দেয়ার সময় আবেদনপত্রে প্রদত্ত স্বাক্ষরের ন্যায় ও কার্ডেও আবেদনকারীকে স্বাক্ষর দিতে হয়।
- এই কার্ডে গ্রাহকের নাম এবং হিসাবটি যে নমুনা স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে সেই স্বাক্ষর উল্লেখ করতে হয়।
- একাধিক ব্যক্তির নামে হিসাবটি পরিচালিত হলে সেক্ষেত্রে যৌথ স্বাক্ষরকারী ব্যক্তিবর্গের প্রত্যেকের নমুনা স্বাক্ষর এতে উল্লেখ করার প্রয়োজন পড়ে।
- ব্যাংকে হিসাব খোলার জন্য তিনটি নমুনা স্বাক্ষর প্রদান করতে হয়।

ব্যাংক পাস বই:
- সঞ্চয়ী হিসাব খোলার পর ব্যাংক তার গ্রাহককে লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহের লক্ষ্যে যে ক্ষুদ্রাকৃতির বই সরবরাহ করে তাকে ব্যাংক পাস বই বলে।
- পাস বই-এর ওপরে গ্রাহকের নাম ও হিসাব নম্বর লেখা থাকে।
- ভিতরে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রারম্ভিক জের, জমা ও উত্তোলন, প্রাপ্তি ও প্রদানসহ সমাপনী জের (Balance) তারিখ অনুসারে লিপিবদ্ধ করা হয়।

ব্যাংক হিসাব বিবরণী:
- ব্যাংক হিসাব বিবরণী বর্তমানকালে পাস বইয়ের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- পাস বইয়ের অনুরূপ এতেও হিসাব গ্রহীতার নাম, হিসাব নম্বর, হিসাবের ধরন ইত্যাদি লেখা থাকে।
- সাধারণত মাসিক প্রারম্ভিক জমা, বিভিন্ন সময়ে জমাকৃত অর্থ, উত্তোলিত অর্থ এবং অন্য কোনো প্রাপ্তি বা প্রদান, যদি থাকে তার উলেওখ করে সর্বশেষ জমা (Balance)-এর পরিমাণ এতে উল্লেখ করে মাসিক বা অর্ধবার্ষিক বিবরণী (Monthly Statement) তৈরি করা হয়।

ব্যাংকের হিসাব বন্ধ করার নিয়মঃ
- মক্কেল মারা গেলে
- মক্কেলকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হলে
- ব্যাংকের হিসাব হস্তান্তর করার নোটিশ পেলে
- মক্কেলের নিকট হতে হিসাব বন্ধের নোটিশ পেলে
- মক্কেলের মস্তিষ্ক বিকৃতির খবর পাওয়া গেলে
- আদালতের নির্দেশ পেলে
- সরকারের নির্দেশ পেলে

KYC ফর্ম:
- ব্যাংকে হিসাব খোলার সময় আবেদন ফর্মের সাথে আবেদনকারীর বিভিন্ন তথ্য সম্বলিত যে ফর্ম বাধ্যতামূলকভাবে হিসাবগ্রহীতাকে পূরণ করতে হয় এবং ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে হিসাবগ্রহীতা প্রদত্ত তথ্যের বিষয়ে যাচাই করে স্বাক্ষর দিতে হয় তাকে KYC ফর্ম বলে।
- KYC শব্দসংক্ষেপের পুরো শব্দ হলো 'Know Your Customer' অর্থাৎ তোমার গ্রাহককে জানো।

ব্যাংক হিসাব খোলার জন্য যোগ্য নয় :
- দেউলিয়া পক্ষ। ■ পাগল ব্যক্তি। ■ আদালত কর্তৃক নিষিদ্ধ ব্যক্তি।

CamScanner

ব্যাংকের বিভিন্ন প্রকার হিসাব

❑ এক নজরে চলতি/সঞ্চয়ী/স্থায়ী হিসাবসমূহের বৈশিষ্ট্য:

শিরোনাম	চলতি হিসাব	সঞ্চয়ী হিসাব	স্থায়ী হিসাব/ মেয়াদী হিসাব
সংজ্ঞা	এ হিসাবে দৈনিক যতবার ইচ্ছা অর্থ জমা দেয়া এবং অর্থ উত্তোলন করা যায়।	জনগণকে সঞ্চয়ী উৎসাহ করার জন্য যে হিসাব খোলা হয়।	নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য এই হিসাব খোলা হয়।
উদ্দেশ্য	পুনঃপুনঃ অর্থ সংস্থান করা	সঞ্চয় করা	অধিক আয় অর্জন করা
হিসাব খোলার পদ্ধতি	নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হয়।	নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হয়।	ফরমে আবেদন করতে হয় না।
পরিচিতি	এই হিসাব খুলতে আবেদন পত্রে সনাক্তকরণ প্রয়োজন হয়।	এই হিসাব খুলতে আবেদন পত্রে সনাক্তকরণ প্রয়োজন হয়।	এই হিসাব খুলতে আবেদন পত্রে সনাক্তকরণ প্রয়োজন হয় না।
ন্যূনতম আমানত	ন্যূনতম প্রাথমিক জমা ৫০০ টাকা। (এই হিসাবে ব্যাংক ভেদে ন্যূনতম ১০০০ টাকা ৫০০০ টাকা। প্রাথমিক আমানত হিসাবে জমা দিতে হয়।)	প্রাথমিক জমা গ্রামাঞ্চলে মাত্র ১০ টাকা ও শহরাঞ্চলে ১০০ টাকা।	ন্যূনতম সীমা না থাকলেও কমপক্ষে ১০,০০০ টাকার নিচে এই হিসাব খোলা হয় না।
মক্কেলের প্রকৃতি	ব্যবসায়ী শ্রেণি	নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি	প্রচুর অলস অর্থধারী লোকজন এই হিসাব খুলে থাকে।
চেকের ব্যবহার	অর্থ উত্তোলনে চেকের ব্যবহার বাধ্যতামূলক	অর্থ উত্তোলনে চেকের বা উত্তোলন পিপের ব্যবহার বাধ্যতামূলক	চেক ব্যবহার করা হয় না।
সুদের হার	সুদ দেয়া হয় না	অল্প সুদ দেয়া হয়। সঞ্চয়ী হিসাব ৩০ জুন ও ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখে সুদ দেয়া হয়। (বছরে দুইবার সুদ দেওয়া হয়।)	অধিক সুদ দেয়া হয়।
তারল্য সংরক্ষণ	ব্যাংকের অধিক তারল্য সংরক্ষণ করতে হয়	তুলনামূলক কম তারল্য সংরক্ষণ করতে হয়।	তারল্য সংরক্ষণ আদৌ প্রয়োজন নেই।
পরিচালন ব্যয়	এ হিসাবের পরিচালন ব্যয় অত্যাধিক	পরিচালন ব্যয় তুলনামূলক কম	পরিচালন ব্যয় অত্যন্ত কম।
ঋণের সুযোগ	জমাতিরিক্ত ঋণের সুযোগ লাভ করে	কোনোরূপ ঋণের সুবিধা প্রদান করা হয় না।	জমাকৃত অর্থের সমপরিমাণ ঋণ হিসাবে উত্তোলন করা যায়।
পাস বইয়ের ব্যবহার	হিসাব খোলার পর ব্যাংক পাস বই প্রদান করে।	পাস বইয়ের ব্যবহার করা হয়।	এক্ষেত্রে পাস বইয়ের প্রয়োজন পড়ে না।
ব্যাংক চার্জ	অধিক	কম	নেই
ব্যবহৃত দলিলাদি	চেক বই, জমা বই, পাস বই দেয়া হয়।	চেক বই জমা বই, পাস বই দেয়া হয়	চেক বই, পাস বই দেয়া না, অর্থ উত্তোলনের জন্য একটি স্লিপ দেয়া হয়।
অর্থ উত্তোলন	ব্যাংকিং কার্য দিবসে যতবার ইচ্ছা অর্থ উত্তোলন করা যায়।	সপ্তাহে দু'বার অর্থ উত্তোলন করা যায়।	→ মেয়াদ শেষে একবারেই অর্থ উত্তোলন করা যায়। → স্থায়ী হিসাব/মেয়াদি হিসাব থেকে ১৫,০০০ টাকার অধিক উত্তোলন করলে ৭ দিনের অগ্রিম নোটিশ প্রদান করতে হয়।

Part 2 At a glance [Most Important Information]

- নাবালকের হিসাবে কোনো প্রকার জমাতিরিক্ত ঋণ ইস্যু করা হয় না।
- ব্যাংকে হিসাব খোলার সময় আবেদনপত্র ন্যূনতম – **১ জন ব্যক্তি কর্তৃক সত্যায়িত হতে হয়।**
- ৬ মাস সময়ের মধ্যে সর্বনিম্ন – **জামানত ৫০০ টাকা অপেক্ষা কম আমানত থাকলে হিসাব বন্ধ হয়ে যায়।**
- গ্রাহক ব্যাংকে অর্থ জমাদান করে এবং উত্তোলন করে – **ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমেই।**
- বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে গৃহীত আমানত ব্যাংকের নিকট – **দায়।**
- চলতি হিসাব খোলার পর ব্যাংক – **পাশ বই প্রদান করে না।**
- চলতি হিসাবে অর্থ উত্তোলনে – **চেক ব্যবহৃত হয়।**
- সাধারণত চলতি হিসাবে কোনো সুদ প্রদান করা হয় না। কিন্তু বিশেষ চলতি হিসাবে অল্প কিছু – **সুদ দেওয়া হয়।**
- চলতি হিসাবের ক্ষেত্রে ৬ মাস সময় ধরে কোনো লেনদেন না হলে হিসাবটি – **নিষ্ক্রিয় বলে গণ্য হয়।**
- সঞ্চয়ী হিসাবের গ্রাহক- স্বল্প ও মধ্যবিত্ত – **(চাকরিজীবী, ছাত্র, মহিলা) শ্রেণির মানুষ।**
- সঞ্চয়ী হিসাবের সুদ প্রদান করা হয় বছরে – **২ বার (৩০ জুন ও ৩১ ডিসেম্বর)।**
- বাণিজ্যিক ব্যাংক তার আমানতের বেশির ভাগ অর্থ সংগ্রহ করে – **সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমে।**
- নিয়ম অনুযায়ী সঞ্চয়ী হিসাব থেকে সপ্তাহে – **দুবার টাকা উঠানো যায়। তবে বর্তমানে ব্যাংকগুলো দুবারের বেশি অর্থ উত্তোলনের সুযোগ প্রদান করে।**
- স্থায়ী হিসাব খুলতে – **পরিচিতির প্রয়োজন হয় না।**
- স্থায়ী হিসাবের পরিচালন ব্যয় অত্যন্ত কম। এ হিসাবের কোনো – **ব্যাংক চার্জ নেই।**
- মেয়াদ শেষে একবারেই – **অর্থ উত্তোলন করা যায় স্থায়ী হিসাবে।**
- স্থায়ী হিসাবে জমাকৃত টাকার বিপরীতে ব্যাংক স্থায়ী আমানতের – **রসিদ (FDR) প্রদান করে।**
- স্থায়ী হিসাবের গ্রাহক তার স্থায়ী আমানতের রসিদ (FDR) জমা রেখে – **ঋণ গ্রহণ করতে পারে।**
- FDR এর পূর্ণরূপ হলো – **Fixed Deposit Receipt বা স্থায়ী আমানতি রসিদ যা হস্তান্তরযোগ্য নয়।**
- FDR ঋণের জামানত হিসাবে – **গ্রহণযোগ্য।**

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Part 3 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

1. কোনটি ব্যাংক হিসাবের পাশ বইয়ের বিকল্প হিসাবে ব্যবহৃত হয়?
Ⓐ জমা বিবরণী Ⓑ হিসাব বিবরণী
Ⓒ ব্যয় বিবরণী Ⓓ চেক বিবরণী
Ans B

2. ব্যাংক হিসাব খোলার মাধ্যমে ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে কী ধরনের সম্পর্ক গড়ে ওঠে?
Ⓐ পারিবারিক Ⓑ সামাজিক
Ⓒ রাষ্ট্রীয় Ⓓ আর্থিক
Ans D

3. রিপন একজন তরুণ শিল্পপতি। লেনদেনের স্বার্থে উত্তম ব্যাংক বাছাইয়ের ক্ষেত্রে ব্যাংকের কোন গুণকে তিনি প্রাধান্য দিবেন?
Ⓐ গ্রাহক সেবার মান Ⓑ আমানত সংগ্রহে সামর্থ্য
Ⓒ নিরাপত্তা ব্যবস্থা Ⓓ ঋণ আদায়ের সক্ষমতা
Ans A

4. ব্যাংক হিসাব খুলতে সাধারণত পরিচয়দানকারী হয়ে থাকেন কে?
Ⓐ আবেদনকারীর পিতা বা মাতা
Ⓑ ইউনিয়ন বা পৌরসভার চেয়ারম্যান
Ⓒ ব্যাংকের বিদ্যমান কোনো হিসাবধারী
Ⓓ ব্যাংকের ম্যানেজার
Ans C

5. ব্যাংক হিসাব খোলার আবেদনপত্রে নিরক্ষর ব্যক্তির বাম হাতের কোন আঙুলের ছাপ দিতে হয়?
Ⓐ তর্জনী Ⓑ কনিষ্ঠা
Ⓒ অনামিকা Ⓓ বৃদ্ধা
Ans D

6. ব্যাংক হিসাব খুললে আমানতকারীর কী বৃদ্ধি পায়?
Ⓐ নাগরিক মর্যাদা Ⓑ সামাজিক মর্যাদা
Ⓒ রাষ্ট্রীয় মর্যাদা Ⓓ গ্রাহক মর্যাদা
Ans B

7. কোন ব্যক্তির ব্যাংক হিসাব খোলার পর চেক বই দেওয়া হয় না?
Ⓐ কৃষক Ⓑ ছাত্র
Ⓒ বেকার Ⓓ নিরক্ষর
Ans D

8. একজন গ্রাহক ব্যাংক হিসাব খোলার সময় ব্যাংকে কোন বিষয়টি বিবেচনা করবে?
Ⓐ অবস্থান Ⓑ শাখার সংখ্যা
Ⓒ প্রকৃতি Ⓓ মূলধন
Ans A

9. ব্যাংক হিসাব কী?
Ⓐ সুনির্দিষ্ট লেনদেনের তালিকা
Ⓑ গ্রাহকের নামে অর্থ লেনদেনের হিসাব
Ⓒ ব্যাংকের তহবিল প্রকাশের হিসাব
Ⓓ ব্যাংক সংরক্ষিত অন্যান্য ব্যাংকের অর্থের হিসাব
Ans B

10. ব্যাংক হিসাব খোলার প্রধান সুবিধা কী?
Ⓐ নগদ লেনদেন Ⓑ অর্থের নিরাপত্তা
Ⓒ মুনাফা অর্জন Ⓓ ঋণ গ্রহণ
Ans B

11. KYC Profile কেন প্রয়োজন?
Ⓐ গ্রাহক সম্পর্কে পরিচিত হওয়া ও সম্পর্ক সৃষ্টি
Ⓑ গ্রাহকের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া
Ⓒ গ্রাহকের ব্যবসায় সম্পর্কে অবহিত হওয়া
Ⓓ অর্থ জালিয়াতি রোধ করার জন্য গ্রাহক সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা
Ans D

12. নমুনা স্বাক্ষর কার্ডে কয়টি নমুনা স্বাক্ষর দিতে হয়?
Ⓐ ১টি Ⓑ ২টি
Ⓒ ৩টি Ⓓ ৪টি
Ans C

13. ব্যাংক হিসাব খুলতে সাধারণত পরিচয়দানকারী হয়ে থাকে কে?
Ⓐ আবেদনকারীর পিতা বা মাতা Ⓑ পৌরসভার চেয়ারম্যান
Ⓒ ব্যাংকের একজন গ্রাহক Ⓓ ব্যাংকের ম্যানেজার
Ans C

14. ব্যাংক হিসাব খোলার কোন প্রতিষ্ঠানকে স্মারকলিপি, পরিমেল নিয়মাবলি ও নিবন্ধনপত্র জমা দিতে হয়?
Ⓐ এক মালিকানা Ⓑ অংশীদারি
Ⓒ কোম্পানি Ⓓ সমবায়
Ans C

15. একজন ব্যবসায়ী চলতি হিসাব খোলার কারণ কী?
Ⓐ ব্যাংক চার্জ কর্তন করা হয় না
Ⓑ দিনে যতবার খুশি টাকা জমা দেওয়া যায়
Ⓒ স্বল্পহারে সুদ পাওয়া যায়
Ⓓ জমাতিরিক্ত ঋণ পাওয়া যায়
Ans D

16. একজন ছাত্রের জন্য কোন হিসাব সবচেয়ে উপযোগী?
Ⓐ চলতি Ⓑ স্থায়ী
Ⓒ সঞ্চয়ী Ⓓ বিশেষ
Ans C

17. কোন ধরনের ব্যাংক হিসাবে আমানতকারীকে পাশ বই প্রদান করা হয়?
Ⓐ চলতি Ⓑ সঞ্চয়ী
Ⓒ স্থায়ী Ⓓ বিশেষ চলতি
Ans B

18. যে হিসাব নবায়নযোগ্য কিন্তু নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য করা হয় তাকে কী বলে?
Ⓐ স্থায়ী হিসাব Ⓑ সঞ্চয়ী হিসাব
Ⓒ চলতি হিসাব Ⓓ শ্রমিক সঞ্চয়ী হিসাব
Ans A

19. একজন ব্যবসায়ীর জন্য কোন ধরনের হিসাব উত্তম?
Ⓐ চলতি Ⓑ সঞ্চয়ী
Ⓒ স্থায়ী Ⓓ বিশেষ সঞ্চয়ী
Ans A

20. শায়লা সম্প্রতি সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। ভবিষ্য তহবিল ও আনুতোষিকের অর্থ জমা রাখার জন্য তার কোন ধরনের হিসাব খোলা প্রয়োজন?
Ⓐ চলতি হিসাব Ⓑ সঞ্চয়ী হিসাব
Ⓒ স্থায়ী হিসাব Ⓓ বিশেষ ধরনের হিসাব
Ans C

21. কোন হিসাবে ব্যাংক কোনো সুদ প্রদান করে না?
Ⓐ স্থায়ী হিসাবে Ⓑ চলতি হিসাবে
Ⓒ সঞ্চয়ী হিসাবে Ⓓ ডি. পি. এসে
Ans B

22. জাহিদ তার আমানতের বিপরীতে উপার্জন প্রত্যাশা করেন। কিন্তু তাকে প্রতি মাসে একাধিকবার অর্থ উত্তোলন করতে হয়। তার জন্য কোন হিসাব উপযুক্ত?
Ⓐ সঞ্চয়ী হিসাব Ⓑ স্থায়ী হিসাব
Ⓒ চলতি হিসাব Ⓓ ঋণ হিসাব
Ans A

23. একজন চাকরিজীবী সঞ্চয়ী হিসাব খোলেন কেনো?
Ⓐ ব্যাংক চার্জ কর্তন করা হয় না বলে
Ⓑ স্বল্পহারে সুদ পাওয়া যায় বলে
Ⓒ দিনে যতবার খুশি টাকা উত্তোলনের জন্য
Ⓓ জমাতিরিক্ত ঋণ পাওয়ার জন্য
Ans B

24. আলম একজন ছাত্র। তার বাবা হাত খরচের জন্য প্রতি মাসে তাকে কিছু টাকা দেন। সেই টাকা সে ব্যাংকে জমা রাখতে চায়। আলম কোন হিসেবে তার টাকা জমা রাখতে পারবে?
Ⓐ বিশেষ চলতি Ⓑ চলতি
Ⓒ স্থায়ী Ⓓ সঞ্চয়ী
Ans D

25. সবচেয়ে কম পরিমাণ অর্থ কোন হিসাব খোলা হয়?
Ⓐ স্থায়ী Ⓑ চলতি
Ⓒ বিশেষ চলতি Ⓓ সঞ্চয়ী
Ans D

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায় ৫

হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল

Part 1

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

হস্তান্তরযোগ্য দলিল

☐ **হস্তান্তরযোগ্য দলিল (Negotiable Instrument) :** এটি দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী হস্তান্তরযোগ্য। কিছু শর্তসাপেক্ষে যে দলিল এক পক্ষ থেকে অন্য পক্ষের নিকট হস্তান্তর করা যায়, তাকে হস্তান্তরযোগ্য দলিল বলে। বাংলাদেশে প্রচলিত হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন ১৮৮১ সালের।

☐ **হস্তান্তরযোগ্য দলিলের বৈশিষ্ট্যসমূহ :**

→ লিখিত দলিল	→ প্রাপকের নামোল্লেখ
→ যথাযথ পক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত	→ বিহিত মুদ্রায় অর্থ পরিশোধ
→ একাধিক পক্ষ	→ চাহিবামাত্র বা নির্দিষ্ট সময়ে দেয়
→ শর্তহীন প্রকৃতি	→ উপস্থাপন
→ হস্তান্তরযোগ্যতা	→ ঋণের প্রমাণ
→ নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের উল্লেখ	

☐ **হস্তান্তরযোগ্য দলিল সমূহ :**

০১. **অঙ্গীকার পত্র (Promissory Note):** সাধারণ অর্থে অঙ্গীকার পত্র বলতে এমন কোন পত্র বা দলিল বিশেষকে বুঝায়, যাতে কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের অঙ্গীকার করে থাকে। যে ব্যক্তি এরূপ অঙ্গীকার করে থাকে তাকে অঙ্গীকারকারী এবং যার অনুকূল অঙ্গীকার ঘোষণা করা হয় তাকে অঙ্গীকার গ্রহীতা বলে।

০২. **বিনিময় বিল (Bill of Exchange):** বিনিময় বিল হলো এমন এক প্রকার হস্তান্তরযোগ্য দলিল যেখানে কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের শর্তহীন নির্দেশ দিয়ে থাকে। ব্যাপক অর্থে, আদেষ্টা কর্তৃক স্বাক্ষরিত যে দলিল উক্ত ব্যক্তি বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে বা তার আদেশে কোনো ব্যক্তিকে বা দলিলের বাহককে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নির্দিষ্ট সময় পরে বা চাহিবামাত্র প্রদানের জন্য অপর কোনো ব্যক্তিকে যে শর্তহীন নির্দেশ দেয় তাকে বিনিময় বিল বলে। এই দলিলটি একই পক্ষের নিকট দুইবার উপস্থাপন করতে হয়।

০৩. **ব্যাংকের আজ্ঞাপত্র (Bank Draft):** কোন ব্যাংকের এক শাখা হতে অন্য শাখায় টাকা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে ড্রাফট ব্যবহৃত হয়। ১৮৮১ সালের হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইনের ৮৫ (ক) নং ধারা অনুসারে ড্রাফট হচ্ছে, "অর্থ পরিশোধের একটি আদেশ যা এক ব্যাংক কর্তৃক অপর ব্যাংকের উদ্দেশ্যে বা নিজ ব্যাংকের শাখায় উদ্দেশ্য দেওয়া হয়।" অর্থাৎ যখন কোনো একটি ব্যাংক তার নিজ শাখাকে বা অপর কোনো ব্যাংককে বা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বা তার আদেশে অন্য কোনো ব্যক্তিকে কিংবা ব্যাংককে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করার জন্য যে আদেশ দেয় ঐ আদেশকে ব্যাংক ড্রাফট বলে।

০৪. **ভ্রমণকারীর চেক (Traveller's Cheque):** সাধারণ অর্থে, ভ্রমণকারীর সুবিধার্থে অর্থ সংগ্রহের জন্য ব্যাংক যে বিশেষ ধরনের চেক ইস্যু করে তাকে ভ্রমণকারীর চেক বলে। অন্যভাবে বলা যায়, যখন কোনো ব্যাংক তার বিদেশে অবস্থিত শাখা বা প্রতিনিধিকে ভ্রমণকারীর সুবিধার্থে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা পরিশোধের আদেশ জারি করে যে চেক ইস্যু করে তাকে ভ্রমণকারীর চেক বলে। যে সমস্ত ব্যক্তি বিদেশে ভ্রমণ করে তারা নগদ অর্থের পরিবর্তে ভ্রমণকারীর চেক বহন করে থাকে। ভ্রমণকারীর চেকের টাকা ব্যাংক শর্তহীনভাবে পরিশোধ করতে বাধ্য থাকে।

০৫. **ব্যাংক নোট (Bank Note):** ব্যাংক নোট হচ্ছে এক ধরনের হস্তান্তরযোগ্য দলিল যা অঙ্গীকার পত্র হিসাবে পরিচিত। ব্যাংক নোট ব্যাংক কর্তৃক ইস্যু করা হয় এবং এর মূল্য বাহককে চাহিবামাত্র পরিশোধ্য। শুরুতে ব্যাংক নোট বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক ইস্যু হলেও বর্তমানে এটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত কাগজী মুদ্রা। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এর বাহককে চাহিবামাত্র মূল্য পরিশোধ করতে বাধ্য থাকে।

০৬. **ট্রেজারি বিল (Treasary Bill):** ট্রেজারি বিল হচ্ছে সরকার কর্তৃক স্বল্পমেয়াদি অঙ্গীকার পত্র যা সরকার খোলা বাজার থেকে তহবিল সংগ্রহের জন্য এবং সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ইস্যু করে থাকে। ট্রেজারি বিল সাধারণত কোনো সুদ প্রদান করে না এবং অবহারে বিক্রি হয়ে থাকে। সরকার চাহিবামাত্র বা বিলে উল্লেখিত মেয়াদান্তে এর বাহককে মূল্য পরিশোধ করতে বাধ্য থাকে।

০৭. **ঋণপত্র (Debenture):** ঋণপত্র হচ্ছে জামানতবিহীন ঋণের দলিল যা বড় বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দীর্ঘমেয়াদি ঋণ সংগ্রহ করার জন্য ইস্যু করে থাকে। ঋণপত্র ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান এর বাহককে একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ প্রদান করে থাকে। আবার, মেয়াদ শেষে ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান এর বাহককে ঋণপত্রের অভিহিত মূল্য ফেরত দিতে বাধ্য থাকে। ঋণপত্র সহজেই হস্তান্তরযোগ্য এবং এটা কোম্পানির মূলধন কাঠামোয় একটি অংশ।

০৮. **চেক (Cheque):** চেক হলো ব্যাংকের প্রতি টাকা প্রদানের শর্তহীন লিখিত ও দস্তখতকৃত আদেশ নামা, যার টাকা চাহিবামাত্র ব্যাংক প্রদানে বাধ্য থাকে।

হস্তান্তর-অযোগ্য দলিলসমূহ

☐ **হস্তান্তর-অযোগ্য দলিলসমূহ (Non Negotiable Instrument:**

০১. **পে-অর্ডার (Pay Order) :** ব্যাংক ড্রাফট এর মতো পে-অর্ডার ও টাকা স্থানান্তরের কাজে ব্যবহৃত হয়। পে-অর্ডার হচ্ছে এমন একটি দলিল যেটা একটি ব্যাংককে তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধের নির্দেশ দেয়।

০২. **পোস্টাল অর্ডার (Postal Order) :** পোস্টাল অর্ডার হচ্ছে এমন একটি আর্থিক দলিল যেটা ডাকযোগে অর্থ প্রেরণের কাজে ব্যবহৃত হয়। এটা একটি নির্দিষ্ট মূল্য সরবরাহ করে। এটি পোস্ট অফিস থেকে কিনতে হয় এবং অন্য একটি পোস্ট অফিস থেকে এর টাকা সংগ্রহ করতে হয়। পোস্টাল অর্ডার কোনো বিহিত মুদ্রা না, কিন্তু এটি একটি অঙ্গীকার পত্র।

০৩. **ফিক্সড ডিপোজিট (Fixed Deposit) :** যখন কোনো ব্যক্তি কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অর্থ জমা রাখে এবং ঐ সময়ের মধ্যে অর্থ উত্তোলন না করার অঙ্গীকার করে তখন ঐ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঐ বিনিয়োগকারীকে একটি রশিদ প্রদান করে যা ফিক্সড ডিপোজিট রশিদ (FDR) নামে পরিচিত। এটি কোনো অঙ্গীকার পত্র নয়।

CS CamScanner

০৪. **সরকারি নোট (Government Note) :** সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ও নিয়ন্ত্রণে যে কাগজী মুদ্রা ছাপানো হয় তাকে সরকারি নোট বলে। বাংলাদেশে এক টাকা ও দুই টাকার, পাঁচ টাকার নোট হলো সরকারি নোট। সরকারি নোট হলো বিহিত মুদ্রা। সরকারি নোটের পরিপূরক হিসাবে ধাতব মুদ্রাও প্রচলিত আছে।

০৫. **মানি অর্ডার (Money Order) :** মানি অর্ডার হচ্ছে পোস্ট অফিস কর্তৃক ইস্যুকৃত এক ধরনের অর্ডার যেখানে পোস্ট অফিসের এজেন্সি দ্বারা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা পরিশোধের নির্দেশ দেওয়া হয়। বাংলাদেশে একটি মানি অর্ডার সর্বোচ্চ ৫,০০০ টাকা হতে পারে।

০৬. **শেয়ার সার্টিফিকেট (Share Certificate):** কোম্পানি আইনের আওতায় গঠিত কোম্পানির শেয়ার একটি হস্তান্তর অযোগ্য দলিল। কোম্পানির অনুমোদন ব্যতীত শেয়ার সার্টিফিকেটের স্বত্ব এক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তর করা যায় না।

০৭. **প্রত্যয়পত্র (Letter of Credit) :** প্রত্যয়পত্র হলো একটি অনুরোধ পত্র যেখানে একটি ব্যাংক অপর কোনো ব্যাংককে প্রত্যয়পত্রে উল্লিখিত তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে কোনো নির্দিষ্ট অংকের অগ্রিম প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন এবং অঙ্গীকার করেন যে উক্ত অংকের টাকা অগ্রিম প্রদানকারী ব্যাংককে পুনর্পরিশোধ করবেন।

০৮. **আই ও ইউ (IOU): "I Owe to your"** অর্থাৎ আমি তোমার কাছে ঋণী। এই দলিলের মাধ্যমে একজন ঋণগ্রহীতা তার ঋণ সম্পর্কিত স্বীকৃতি প্রদান করে। এই দলিলে ঋণ গ্রহীতার নাম, স্বাক্ষর এবং ঋণদাতার ঠিকানা, ঋণের পরিমাণ ও পরিশোধের সময়সীমা উল্লেখ থাকে।

০৯. **ক্রেডিট কার্ড (Credit Card) :** এটি এক ধরনের হস্তান্তর অযোগ্য দলিল। এর মাধ্যমে গ্রাহকগণ জমার অতিরিক্ত টাকা উত্তোলনের বা ঋণ সুবিধা পায়।

Part 2 — At a glance [Most Important Information]

- সাধারণ অর্থে অঙ্গীকার পত্র বলতে এমন কোনো পত্র বা দলিল বিশেষকে বুঝায়, যাতে কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের অঙ্গীকার করে থাকে।
- বিনিময় বিল হলো এমন এক প্রকার হস্তান্তরযোগ্য দলিল যেখানে কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের শর্তহীন নির্দেশ দিয়ে থাকে।
- যখন কোনো একটি ব্যাংক তার নিজ শাখাকে বা অপর কোনো ব্যাংককে বা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বা তার আদেশে অন্য কোনো ব্যক্তিকে কিংবা ব্যাংককে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করার জন্য যে আদেশ দেয় ঐ আদেশকে ব্যাংক ড্রাফট বলে।
- ভ্রমণকারীর সুবিধার্থে অর্থ সংগ্রহের জন্য ব্যাংক যে বিশেষ ধরনের চেক ইস্যু করে তাকে ভ্রমণকারীর চেক বলে।
- ব্যাংক নোট ব্যাংক কর্তৃক ইস্যু করা হয় এবং এর মূল্য ব্যাংককে চাহিবামাত্র পরিশোধ্য
- ট্রেজারি বিল হচ্ছে সরকার কর্তৃক স্বল্পমেয়াদি অঙ্গীকার পত্র যা সরকার খোলা বাজার থেকে তহবিল সংগ্রহের জন্য এবং সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ইস্যু করে থাকে।
- ঋণপত্র হচ্ছে জামানতবিহীন ঋণের দলিল যা বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দীর্ঘমেয়াদি ঋণ সংগ্রহ করার জন্য ইস্যু করে থাকে।
- চেক হলো ব্যাংকের প্রতি টাকা প্রদানের শর্তহীন লিখিত ও দস্তখতকৃত আদেশ নামা, যার টাকা চাহিবামাত্র ব্যাংক প্রদানে বাধ্য থাকে।
- পে-অর্ডার হচ্ছে এমন একটি দলিল যেটা একটি ব্যাংককে তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধের নির্দেশ দেয়।
- পোস্টাল অর্ডার হচ্ছে এমন একটি আর্থিক দলিল যেটা ডাকযোগে অর্থ প্রেরণের কাজে ব্যবহৃত হয়। এটা একটি নির্দিষ্ট মূল্য সরবরাহ করে।
- সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ও নিয়ন্ত্রণে যে কাগজী মুদ্রা ছাপানো হয় তাকে সরকারি নোট বলে।
- বাংলাদেশে একটি মানি অর্ডার সর্বোচ্চ ৫,০০০ টাকা হতে পারে।
- I Owe to your" অর্থাৎ আমি তোমার কাছে ঋণী। এই দলিলের মাধ্যমে একজন ঋণগ্রহীতা তার ঋণ সম্পর্কিত স্বীকৃতি প্রদান করে।

Part 3 — অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. কোনটি ব্যাংকের প্রতি গ্রাহকের লিখিত নির্দেশ?
Ⓐ ব্যাংকের নিশ্চয়তা Ⓑ ব্যাংক ড্রাফট
Ⓒ পে-অর্ডার Ⓓ চেক
Ans D

02. বিনিময় বিলের প্রধানত পক্ষ কতটি?
Ⓐ ২ Ⓑ ৩ Ⓒ ৪ Ⓓ ৫
Ans C

03. বর্তমানে প্রচলিত হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইনটি কত সালের?
Ⓐ ১৮১৮ Ⓑ ১৮৭১ Ⓒ ১৮৮১ Ⓓ ১৮৯১
Ans C

04. বিনিময় বিল প্রস্তুত করে কে?
Ⓐ পাওনাদার Ⓑ ব্যাংক
Ⓒ বিমা প্রতিষ্ঠান Ⓓ দেনাদার
Ans A

05. ১৮৮১ সালের হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইনের কোন ধারায় চেক সম্পর্কে বলা হয়েছে?
Ⓐ ধারা-৪ Ⓑ ধারা-৫
Ⓒ ধারা-৬ Ⓓ ধারা-৭
Ans C

06. ব্যবসায়িক জগতে ধারা লেনদেনের ক্ষেত্রে দুটি পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিকে কী বলে?
Ⓐ বিনিময় বিল Ⓑ চেক
Ⓒ ব্যাংকের আজ্ঞাপত্র Ⓓ ঋণের দলিল
Ans D

07. ঋণের দলিল হস্তান্তর প্রক্রিয়া কোন আইন দ্বারা হয়ে থাকে?
Ⓐ আন্তর্জাতিক আইন Ⓑ দেশের প্রচলিত ব্যবসায় আইন
Ⓒ বাণিজ্যিক ব্যাংক আইন Ⓓ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আইন
Ans B

08. একটি চেক আইনগত দলিলে পরিণত হয় কখন?
Ⓐ তারিখ উল্লেখের পর Ⓑ অর্থ প্রদানের পর
Ⓒ গ্রাহক কর্তৃক স্বাক্ষরিত হওয়ার পর Ⓓ চেকটি উপস্থাপনের পর
Ans C

09. বি.কে.বি ব্যাংকের ধানমন্ডি শাখা তাদের উত্তরা শাখাকে জনাব শফিককে ৫ হাজার টাকার অর্থ প্রদানে আদেশ দিয়েছে। দলিলটিকে বলা যায় কোনটি?
Ⓐ চেক Ⓑ ব্যাংক ড্রাফট
Ⓒ অঙ্গীকারপত্র Ⓓ বিনিময় বিল
Ans B

10. অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার লাভের জন্য মাধ্যম হিসেবে কাজ করে কোনটি?
Ⓐ ব্যাংক Ⓑ চেক বই
Ⓒ ঋণের দলিল Ⓓ ব্যাংক ড্রাফট
Ans C

11. ব্যবসায়িক ধারে লেনদেন করে কেন?
Ⓐ অর্থনৈতিক কার্য সম্পাদনের জন্য
Ⓑ অর্থের অভাবে
Ⓒ অধিক অর্থ লাভের আশায়
Ⓓ ব্যবসায়কে সম্প্রসারণের জন্য
Ans A

12. আধুনিক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কোন ধরনের লেনদেন বেশি সম্পাদিত হয়?
Ⓐ নগদে Ⓑ ধারে
Ⓒ উভয়ই Ⓓ কোনোটিই নয়
Ans B

13. দায়বদ্ধ পক্ষ হতে মামলা করে অর্থ আদায়ের পূর্বে কোন ধরনের বিজ্ঞপ্তি প্রদান করতে হবে?
Ⓐ মামলা বিজ্ঞপ্তি Ⓑ প্রত্যাখ্যানের বিজ্ঞপ্তি
Ⓒ দলিলের বিজ্ঞপ্তি Ⓓ অঙ্গীকারের বিজ্ঞপ্তি
Ans B

14. হস্তান্তরযোগ্য দলিলের আইন প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?
Ⓐ ১৮৯১ সালে Ⓑ ১৮৮১ সালে
Ⓒ ১৯১৯ সালে Ⓓ ১৯৮১ সালে
Ans B

CamScanner

দ্বিতীয় পত্র
অধ্যায় ৬

চেক, বিনিময় বিল ও অঙ্গীকারপত্র

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

চেকের মৌলিক ধারণা

❑ **চেক (Cheque) :**
চেক হলো ব্যাংকের প্রতি টাকা প্রদানের শর্তহীন লিখিত ও দস্তখতকৃত আদেশ নামা, যার টাকা চাহিবামাত্র ব্যাংক প্রদানে বাধ্য থাকে। হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন ১৮৮১ সালের ৬ ধারায় চেকের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। অতীতে চেক উত্তোলন চিঠা নামে পরিচিত ছিল। উত্তোলন চিঠার প্রবর্তক হলো - স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা। আধুনিক ছাপানো চেকের ব্যবহার শুরু হয় - ইংল্যান্ডে।

❑ **চেকের বিভিন্ন পক্ষ (Different Parties of Cheque) :**

১. আদেষ্টা (Drawer) : যে ব্যক্তি চেকে স্বাক্ষর প্রদানের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তিকে বা নিজকে অর্থ প্রদানের শর্তহীন নির্দেশ প্রদান করে তাকে চেকের আদেষ্টা বলে। চেকের প্রস্তুতকারীকে আদেষ্টা বলে।

২. আদিষ্ট (Drawee) : আদেষ্টা চেক প্রস্তুত করে মূলত যার প্রতি এর অর্থ পরিশোধের নির্দেশ দেয় তাকে চেকের আদিষ্ট বলে। চেকের ক্ষেত্রে আদিষ্ট হলো আমানতকারীর ব্যাংক।

৩. প্রাপক (Payee) : চেকের আদেষ্টা অর্থ পরিশোধের নিমিত্তে যার নাম চেকের পাতায় উল্লেখ করে তাকে চেকের প্রাপক বলে। অবশ্য আদেষ্টা ইচ্ছা করলে 'নিজ' বা 'Self' শব্দ লিখে নিজেও প্রাপক হিসেবে গণ্য হতে পারে।

৪. অনুমোদন বলে প্রাপক (Indorsee) : অনুমোদন বা হস্তান্তরের মাধ্যমে চেকের স্বত্ব কেউ প্রাপ্ত হলে তাকে অনুমোদন বলে প্রাপক বলে। ধরা যাক, রাসেল চেকের প্রাপক। সে যদি তা সাজ্জাদ-এর বরাবর হস্তান্তর করে তবে সাজ্জাদকে অনুমোদন বলে প্রাপক বলা হবে।

৫. অনুমোদনকারী (Indorser) : অনুমোদন বা হস্তান্তরের দ্বারা যে ব্যক্তি চেকের অর্থ প্রাপ্তির অধিকার অন্যের নিকট হস্তান্তর করে তাকে অনুমোদনকারী বলে। অর্থাৎ রেজা, অপুকে চেক হস্তান্তর করলে রেজা অনুমোদনকারী বলে গণ্য হবে।

৬. ধারক (Holder) : চেকের ধারক বলতে চেকের প্রাপক বা অনুমোদন বলে প্রাপককে বুঝায় যার দখলে দলিলটি রয়েছে বা তার পক্ষে যে বিলটি বহন করছে।

৭. যথাকালে ধারক বা প্রকৃত ধারক (Holder in Due Course) : কোনো ধারক তিনটি শর্ত পালনসাপেক্ষে চেকের ধারক, প্রাপক বা অনুমোদন বলে প্রাপক হলে তাকে যথাকালে ধারক বলা হবে: (ক) মূল্যবান প্রতিদানের বিনিময়ে যদি সে তা প্রাপ্ত হয়, (খ) পরিশোধের তারিখ পার হওয়ার পূর্বে যদি সে এর ধারক হয়, এবং (গ) যে ব্যক্তির নিকট থেকে সে তা গ্রহণ করছে, গ্রহণকালে প্রদানকারীর স্বত্বে ত্রুটি আছে বলে বিশ্বাসের কোনো কারণ যদি লক্ষ্য না করে।

❑ **চেকের অনুমোদন (Endorsement of Cheque) :**
চেকের অনুমোদন দ্বারা চেকের মালিকানা পরিবর্তন নিশ্চিত হওয়ায় চেক হস্তান্তরে চেকের অনুমোদন গুরুত্বপূর্ণ। বাহক চেক শুধু প্রদানের মাধ্যমে অনুমোদন হলেও হুকুম চেকের উল্টো পিঠে অবশ্যই বৈধ অধিকারী দ্বারা অনুমোদিত হতে হয়। চেকের অনুমোদন অবশ্যই সম্পূর্ণ চেকের জন্য হয়ে থাকে।

❑ **চেকের অনুমোদনের প্রকারভেদ:**

১. সাধারণ বা ফাঁকা অনুমোদন (Blank Endorsement) : চেকের উল্টো পৃষ্ঠায় কিছু না লিখে শুধু স্বাক্ষর প্রদান করলে তাকে সাধারণ বা ফাঁকা অনুমোদন বলে। এরূপ অনুমোদনের ফলে হুকুম চেক বাহক চেকে রূপান্তরিত হয়।

২. বিশেষ বা পূর্ণ অনুমোদন (Special or Full Endorsement) : যাকে চেক হস্তান্তর করা হবে তার নাম উল্লেখ পূর্বক চেক অনুমোদন করা হলে তাকে বিশেষ বা পূর্ণ অনুমোদন বলে।

৩. সীমিত অনুমোদন (Restrictive Endorsement) : এ ধরনের অনুমোদনের ফলে অনুমোদন বলে প্রাপক এর মালিকানা লাভ করলেও পুনরায় তা হস্তান্তর করতে পারে না।

৪. শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন (Conditional Endorsement): চেকের অনুমোদনের সাথে কোনো ধরনের শর্ত আরোপ করা হলে তাকে শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন বলে।

❑ **কখন ব্যাংক চেক সম্মান করতে বাধ্য:**

১. গ্রাহকের পর্যাপ্ত ব্যালেন্স থাকলে
২. চেক পরিশোধে আইনগত কোনো নিষেধ না থাকলে
৩. যথাসময়ে ও যথাযথ নিয়মে চেক উপস্থাপিত হলে
৪. চেকের নির্দিষ্ট তারিখ থাকলে।

❑ **চেকের অমর্যাদা (Cheque Dishonour)**
কোনো কারণে ব্যাংক চেকের অর্থ প্রদানে অস্বীকার করলে তাকে চেকের অমর্যাদা বলে।

■ **ব্যাংক কর্তৃক চেক অমর্যাদা হওয়ার কয়েকটি কারণ :**
- আদেষ্টার নমুনা স্বাক্ষরের সাথে বর্তমান স্বাক্ষরের মিল না হলে।
- আদেষ্টার হিসাব নম্বরে বর্ণিত পরিমাণ অর্থ না থাকলে।
- চেক দাখিলের পূর্বেই আদেষ্টার মৃত্যু হলে।
- তারিখ না থাকা।
- আদেষ্টার স্বাক্ষর না থাকা।

❑ **সংযুক্ত চিঠা অথবা পুচ্ছ (Allonge) :**
অনুমোদনের উদ্দেশ্যে বার বার ধারক কর্তৃক স্বাক্ষর প্রদানের জন্য হস্তান্তরযোগ্য দলিলের বিপরীত পৃষ্ঠায় স্থান সংকুলান না হলে উক্ত দলিল পুনরায় অনুমোদন করা উদ্দেশ্যে তার সাথে পৃথক এক টুকরা কাগজ অথবা চিঠা সংযোজন করে তাতে অনুমোদনকারীগণ স্বাক্ষর প্রদান করতে থাকেন; হস্তান্তরযোগ্য ঋণ দলিলের সঙ্গে গাঁ এরূপ সংযুক্ত পৃথক কাগজের টুকরাকে "সংযুক্ত চিঠা" অথবা "পুচ্ছ" বলা হয়।

CamScanner

চেকের প্রকারভেদ

■ **বাহক চেক (Bearer Cheque) :** যেকোনো ব্যক্তি বা বাহক ব্যাংকে উপস্থাপন করে যে চেকের অর্থ সংগ্রহ করতে পারে তাকে বাহক চেক বলে। যিনি এ চেক বহন করে ব্যাংকে উপস্থাপন করবেন তাকে বাহক বলে। এই চেকের নামের শেষে 'অথবা বাহককে' শব্দদ্বয় লেখা থাকে। এরূপ চেকের কোনো লিখিত অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না। তবে এটি তুলনামূলকভাবে কম নিরাপদ।

■ **হুকুম চেক (Order Cheque) :** যে চেকের মাধ্যমে এর আদেষ্টা (প্রস্তুতকারী) কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে অথবা তার আদেশ অনুসারে অন্য কোনো ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে ব্যাংকের প্রতি শর্তহীন নির্দেশ দেয় তাকে হুকুম চেক (Order Cheque) বলে। এই চেকে প্রাপকের নামের শেষে 'অথবা আদেশানুসারে' শব্দ দুইটি অবশ্যই লিখতে হয়। এই চেক অনুমোদন দ্বারা হস্তান্তর করা যায়। প্রাপক ও অনুমোদন বলে প্রাপক ছাড়া এই চেকে অর্থ কেউ সংগ্রহ করতে পারে না।

■ **বাহক চেক ও হুকুম চেক এর পার্থক্য:**

পার্থক্যের বিষয়	বাহক চেক	হুকুম চেক
১. প্রকৃতি	বাহক চেকের অর্থ যে কোনো বাহককে ব্যাংক পরিশোধ করে।	প্রাপকের হুকুম ছাড়া অন্য কাউকে হুকুম চেকের অর্থ পরিশোধ করা হয় না।
২. হস্তান্তর	এ ধরনের চেক শুধু হাত বদলের ফলে মালিকানা হস্তান্তর হয়ে যায়।	কেবল অনুমোদন দ্বারা এ ধরনের চেকের মালিকানা হস্তান্তরিত হয়।
৩. প্রাপকের নাম	এ চেকে প্রাপকের নাম লেখা আবশ্যক না।	এ চেকে প্রাপকের নাম লেখা থাকে।
৪. নিরাপত্তা	এ চেকের নিরাপত্তা অপেক্ষাকৃত কম। কারণ যে কেউ ব্যাংকে উপস্থাপন করে চেকের অর্থ সংগ্রহ করতে পারে	এ চেকের নিরাপত্তা বেশি। কারণ প্রাপক বা তার অনুমোদন ছাড়া কেউ অর্থ উত্তোলন করতে পারে না।

■ **দাগকাটা চেক (Cross Cheque) :** বাহক চেক অথবা হুকুম চেকের বাম কোণায় আড়াআড়িভাবে দুটি সমান্তরাল সরলরেখা টানা হলে ঐ চেককে দাগকাটা চেক বলে। ক্রসড চেকের মূল বৈশিষ্ট্য বামে সমান্তরাল ২টি রেখা টানা। এরূপ চেকে দাগের মাঝে কিছু লেখা যেতে পারে আবার নাও যেতে পারে। এরূপ চেকে অর্থ সরাসরি কাউন্টার থেকে সংগ্রহ করা যায় না। প্রাপকের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে এ চেকের অর্থ সংগ্রহ করতে হয়। এ চেক অধিক নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত। দাগকাটা চেক দুই প্রকার। যথা :

১. **সাধারণ দাগকাটা চেক (Ordinary Cross Cheque) :** যদি কোনো রেখাঙ্কিত চেকের দুই দাগের মাঝে কিছু লেখা না থাকে বা লেখা থাকলেও ব্যাংক শব্দের উল্লেখ না থাকে তাকে সাধারণভাবে দাগকাটা চেক বলে। এরূপ চেক প্রাপকের যেকোনো ব্যাংক হিসাবে জমা দিয়েই অর্থ সংগ্রহ করা যায়। এ চেকের দুই মাঝে 'এন্ড কোং' (& Co), 'হস্তান্তরযোগ্য নয়' (Not negotiable), 'প্রাপকের হিসাবে পরিশোধ্য' (Payees Account only) ইত্যাদি শব্দ লেখা যেতে পারে আবার না লিখলেও সমস্যা নেই।

২. **বিশেষভাবে দাগকাটা চেক (Specially Cross Cheque) :** কোনো দাগকাটা চেকের দুই দাগের মাঝখানে কোনো ব্যাংকের নাম উল্লেখ থাকলে তাকে বিশেষভাবে দাগকাটা চেক বলে। এরূপ দাগের মাঝে উল্লিখিত ব্যাংকে বা এর শাখায় প্রাপকের হিসাবে জমা দিয়েই এ চেকের অর্থ উত্তোলন করা যায়। বিশেষভাবে দাগকাটা চেকের কতিপয় নমুনা :

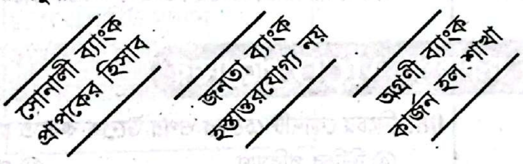

■ **দাগকাটার উদ্দেশ্য :**
- চেকের অধিক নিরাপত্তা বিধান
- চুরি, জালিয়াতি ও প্রতারণা বন্ধ করা
- বড় অঙ্কের লেনদেন নিরাপদে করা।
- প্রকৃত মালিককে টাকা প্রদান।
- চোর ও অপরাধীকে শনাক্ত করা।

■ **দাগকাটার ক্ষমতাপ্রাপ্ত পক্ষসমূহ :**
- আদেষ্টা বা চেক প্রস্তুতকারক (চেকে দাগকাটা বাতিল করতে পারে)
- ধারক (দাগহীন চেকে দাগ কাটতে পারে)
- ধারক (সাধারণ দাগকাটা চেককে বিশেষ দাগকাটা চেকে রূপান্তরিত করতে পারে)
- ব্যাংক

বিনিময় বিল ও অঙ্গীকারপত্র

❑ **বিনিময় বিল (Bill of exchange) :**
বিনিময় বিল একটি হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল। যে দলিলের মাধ্যমে প্রস্তুতকারক কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বা তার আদেশে অন্য কাউকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নির্দিষ্ট তারিখে প্রদানের শর্তহীন আদেশ দেয় তাকে বিনিময় বিল বলে। বিনিময় বিল ধারে পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। বিক্রেতা পাওনা টাকার মূল্য বাবদ একটি বিল তৈরি করে ক্রেতার নিকট পাঠিয়ে দেয়। ক্রেতা, বিক্রেতার নিকট হতে বিল পাওয়ার পর স্বীকৃতি দিয়ে পুনরায় বিক্রেতার নিকট পাঠিয়ে দেয়। বিক্রেতা মেয়াদান্তে এ বিলের অর্থ নগদে সংগ্রহ করতে পারে অথবা প্রয়োজনে তার দেনা পরিশোধের জন্য এটি ব্যবহার করতে পারে। এটি পাওনাদার তৈরি করে।

❑ **অঙ্গীকারপত্র/প্রতিশ্রুতিপত্র (Promisorry Note) :**
একজন ব্যক্তি যখন লিখিতভাবে কোনো ব্যক্তিকে অথবা তার আদেশে অন্য কাউকে অথবা বাহককে চাহিবামাত্র বা একটি নির্দিষ্ট সময়ান্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করে তাকে অঙ্গীকারপত্র বা প্রতিজ্ঞাপত্র বলে। প্রমিসরি নোট হচ্ছে একটি হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল। এটি সরাসরি অর্থ প্রদানের একটি অঙ্গীকার মাত্র। এতে দুটি পক্ষ থাকে- পাওনাদার ও দেনাদার। এটি পাওনাদারের প্রতি দেনাদারের অর্থ প্রদানে শর্তহীন আদেশনামা। এটি সাধারণত এক কপি প্রস্তুত করতে হয়। এ দলিল বাট্টাকরণের সুযোগ নেই। ফলে প্রত্যাখ্যাত হলে নোটিং ও প্রতিবাদকরণেরও প্রয়োজন নেই। এটি দেনাদার তৈরি করে।

CamScanner

❑ বিনিময় বিল ও অঙ্গীকারপত্রের মধ্যে পার্থক্য :

পার্থক্যের বিষয়বস্তু	বিনিময় বিল	অঙ্গীকারপত্র/প্রতিশ্রুতিপত্র
১. প্রস্তুতকারক (Maker)	সাধারণত পাওনাদার দেনাদারের ওপর এই দলিল প্রস্তুত করে।	দেনাদার, পাওনাদারের জন্য এটি প্রস্তুত করে।
২. নির্দেশ ও অঙ্গীকার (Order and promise)	বিনিময় বিল অর্থ প্রদানের একটি শর্তহীন নির্দেশ।	এটি অর্থ প্রদানের শর্তহীন অঙ্গীকার।
৩.স্বীকৃতির প্রয়োজনীয়তা (Necessity of acceptance)	আদিষ্ট কর্তৃক স্বীকৃতির প্রয়োজন হয়।	আদিষ্ট কেউই থাকে না ফলে স্বীকৃতির প্রয়োজনীয়তাও দেখা দেয় ন।
৪. আইনসম্মত দলিলে রূপান্তর (Conversion in legal documents)	আদিষ্ট কর্তৃক স্বীকৃতির পরই এটি আইনসম্মত দলিলে পরিণত হয়।	আদিষ্ট কেউই থাকে না ফলে স্বীকৃতির প্রয়োজনীয়তাও দেখা দেয় না।
৫. পক্ষ (Parties)	এতে সাধারণত ৪টি পক্ষ থাকে- আদেষ্টা, আদিষ্ট, প্রাপক ও স্বীকৃতিকারী।	এতে সাধারণত ২টি পক্ষ থাকে- প্রতিশ্রুতিদাতা ও প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা।

Part 2 At a glance [Most Important Information]

- চেক হলো ব্যাংকের প্রতি টাকা প্রদানের শর্তহীন লিখিত ও দস্তখতকৃত আদেশ নামা, যার টাকা চাহিবামাত্র ব্যাংক প্রদানে বাধ্য থাকে।
- যে ব্যক্তি চেকে স্বাক্ষর প্রদানের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তিকে বা নিজকে অর্থ প্রদানের শর্তহীন নির্দেশ প্রদান করে তাকে চেকের আদেষ্টা বলে।
- চেকের ধারক বলতে চেকের প্রাপক বা অনুমোদন বলে প্রাপককে বুঝায় যার দখলে দলিলটি রয়েছে বা তার পক্ষে যে বিলটি বহন করছে।
- চেকের উল্টো পৃষ্ঠায় কিছু না লিখে শুধু স্বাক্ষর প্রদান করলে তাকে সাধারণ বা ফাঁকা অনুমোদন বলে।
- কোনো কারণে ব্যাংক চেকের অর্থ প্রদানে অস্বীকার করলে তাকে চেকের অমর্যাদা বলে।
- যেকোনো ব্যক্তি বা বাহক ব্যাংকে উপস্থাপন করে যে চেকের অর্থ সংগ্রহ করতে পারে, তাকে বাহক চেক বলে। যিনি এ চেক বহন করে ব্যাংকে উপস্থাপন করবেন তাকে বাহক বলে।
- বাহক চেক অথবা হুকুম চেকের বাম কোণায় আড়াআড়িভাবে দুটি সমান্তরাল সরলরেখা টানা হলে ঐ চেককে দাগকাটা চেক বলে।
- যে চেকের মাধ্যমে এর আদেষ্টা (প্রস্তুতকারী) কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে অথবা তার আদেশ অনুসারে অন্য কোনো ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে ব্যাংকের প্রতি শর্তহীন নির্দেশ দেয় তাকে হুকুম চেক (Order Cheque) বলে।
- যদি কোনো রেখাঙ্কিত চেকের দুই দাগের মাঝে কিছু লেখা না থাকে বা লেখা থাকলেও ব্যাংক শব্দের উল্লেখ না থাকে তাকে সাধারণভাবে দাগকাটা চেক বলে।
- কোনো দাগকাটা চেকের দুই দাগের মাঝখানে কোনো ব্যাংকের নাম উল্লেখ থাকলে তাকে বিশেষভাবে দাগকাটা চেক বলে।
- বিনিময় বিল একটি হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল। যে দলিলের মাধ্যমে প্রস্তুতকারক কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বা তার আদেশে অন্য কাউকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নির্দিষ্ট তারিখে প্রদানের শর্তহীন আদেশ দেয় তাকে বিনিময় বিল বলে।
- একজন ব্যক্তি যখন লিখিতভাবে কোনো ব্যক্তিকে অথবা তার আদেশে অন্য কাউকে অথবা বাহককে চাহিবামাত্র বা একটি নির্দিষ্ট সময়ান্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করে তাকে অঙ্গীকারপত্র বা প্রতিজ্ঞাপত্র বলে।

Part 3 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. চেকের আদিষ্ট কে?
Ⓐ ব্যাংক Ⓑ ধারক
Ⓒ প্রাপক Ⓓ আমানতকারী **Ans Ⓐ**

02. চেকের প্রস্তুতকারককে কী বলে?
Ⓐ প্রাপক Ⓑ অনুমোদনকারী
Ⓒ আদেষ্টা Ⓓ আদিষ্ট **Ans Ⓒ**

03. একটি চেকের প্রধান পক্ষ কয়টি?
Ⓐ ২টি Ⓑ ৩টি
Ⓒ ৪টি Ⓓ ৫টি **Ans Ⓑ**

04. একটি চেক প্রত্যাখ্যান হওয়ার কারণ হলো-
Ⓐ পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ থাকা Ⓑ চেকে আদিষ্টের স্বাক্ষর না থাকা
Ⓒ মেয়াদ ৫০ দিনের মধ্যে Ⓓ আদেষ্টার স্বাক্ষর না থাকা **Ans Ⓓ**

05. দাগকাটা চেক কার নিরাপত্তা নিশ্চিত করে?
Ⓐ আদেষ্টা Ⓑ আদিষ্ট
Ⓒ প্রাপক Ⓓ বাহক **Ans Ⓒ**

06. হুকুম চেকের উল্টো পিঠে কী করে তা অনুমোদন করা যায়?
Ⓐ শর্ট নোটিশ লিখে Ⓑ রেখাঙ্কন করে
Ⓒ প্রাপকের নাম লিখে Ⓓ স্বাক্ষর দিয়ে **Ans Ⓓ**

07. দাগকাটা চেক কার নিরাপত্তা নিশ্চিত করে?
Ⓐ বাহক Ⓑ আদেষ্টা
Ⓒ আদিষ্ট Ⓓ প্রাপক **Ans Ⓓ**

08. নিচের কোনটি চেকের ওপর উল্লেখ করতে হয় না?
Ⓐ স্থিতির পরিমাণ Ⓑ গ্রহীতার নাম
Ⓒ দাতার নাম Ⓓ প্রস্তুতের তারিখ **Ans Ⓒ**

09. বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে নিচের কোনটি অধিক জনপ্রিয়?
Ⓐ ব্যাংক নোট Ⓑ পে-অর্ডার
Ⓒ চেক Ⓓ ব্যাংকের আজ্ঞাপত্র **Ans Ⓒ**

10. চেক হারিয়ে গেলে তাৎক্ষণিকভাবে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়?
Ⓐ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে হয়
Ⓑ থানাকে জানাতে হয়
Ⓒ ব্যাংককে জানাতে হয়
Ⓓ মামলা করতে হয় **Ans Ⓒ**

11. ব্যাংক কর্তৃক চেকের অর্থ পরিশোধ না করাকে ব্যাংকের ভাষায় কী বলে?
Ⓐ জালিয়াতি Ⓑ প্রতারণা
Ⓒ প্রত্যাহার Ⓓ প্রত্যাখ্যান **Ans Ⓓ**

12. ব্যাংক কর্তৃক চেক সম্মানের কোনটি অপরিহার্য শর্ত নয়?
Ⓐ টাকার পরিমাণ Ⓑ টাকা উত্তোলনের উদ্দেশ্য
Ⓒ আমানতকারীর স্বাক্ষর Ⓓ সবগুলো অপরিহার্য **Ans Ⓑ**

13. চেকে দাগ কাটার ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের কথা কোন আইনে বলা হয়েছে?
Ⓐ ইংল্যান্ডের বিনিময় বিল আইন ১৯৮২ এর ধারা ৭৭
Ⓑ হস্তান্তরযোগ্য দলিল ১৮৮১ এর ১২৫ ধারা
Ⓒ কোম্পানি আইন -১৯৯৪
Ⓓ A + B **Ans Ⓓ**

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায় ৭

ব্যাংক তহবিলের উৎস ও ব্যবহার

Part 1 — গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

ব্যাংক তহবিলের উৎসসমূহ

❑ **ব্যাংক তহবিল :**
ব্যবসায়িক প্রয়োজনে নিজস্ব ও বাইরের বিভিন্ন উৎস হতে ব্যাংক যে অর্থ সংগ্রহ করে তার সমষ্টিকে ব্যাংক তহবিল বলে।

❑ **অর্থ সংগ্রহের দিক থেকে ব্যাংক তহবিলের উৎস :**

- ব্যাংকের তহবিল
  - নিজস্ব তহবিল
    - পরিশোধিত শেয়ার মূলধন
    - সঞ্চিতি তহবিল
      - বিধিবদ্ধ রিজার্ভ
      - সাধারণ রিজার্ভ
      - অন্যান্য
    - বোনাস শেয়ার
    - অবণ্টিত মুনাফা
  - ঋণকৃত তহবিল
    - আমানত হিসাবে সংগৃহীত ঋণ
      - ১. স্থায়ী ২. চলতি ৩. সঞ্চয়ী
    - কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ
    - মুদ্রাবাজার থেকে ঋণ
    - ব্যাংক দলিলের মাধ্যমে ঋণ

❑ **সময়ের দিক থেকে ব্যাংক তহবিলের উৎস :**

- ব্যাংকের তহবিল
  - দীর্ঘমেয়াদি উৎস
    - ১. পরিশোধিত মূলধন
    - ২. সঞ্চিতি তহবিল
    - ৩. বিশেষ আমানত হিসাব
    - ৪. ঋণপত্র বা সিকিউরিটি বিক্রয়
  - স্বল্পমেয়াদি উৎস
    - ১. আমানত হিসাব
    - ২. কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণ
    - ৩. মুদ্রাবাজার থেকে গৃহীত ঋণ
    - ৪. অবণ্টিত মুনাফা ও অন্যান্য
    - ৫. ঋণ ক্ষতি সঞ্চিতি হিসাব

❑ **ব্যাংক তহবিলের দীর্ঘমেয়াদি উৎসসমূহ :**

■ **পরিশোধিত মূলধন (Paid-up Capital) :** ব্যাংকের নিজস্ব মূলধনের প্রথম ও প্রধান উৎস হলো- পরিশোধিত মূলধন। ব্যাংক তার শেয়ার বিক্রয় করে যে মূলধন সংগ্রহ করে তাকেই পরিশোধিত মূলধন বলে।

■ **সঞ্চিতি তহবিল (Reserve Fund) :** মুনাফার সম্পূর্ণ অংশ শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বণ্টন না করে কিছু অংশ জমা রেখে ব্যাংক এ তহবিল গড়ে তোলে। এটি ব্যাংকের তহবিলের অভ্যন্তরীণ উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। ব্যাংকের বিপদের বন্ধু বলা হয় সঞ্চিতি তহবিলকে। এরূপ তহবিলের উৎসসমূহ নিম্নরূপ :

ক. বিধিবদ্ধ রিজার্ভ (Statutory Reserve) : এরূপ তহবিল সংস্থান তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের জন্য বাধ্যতামূলক। আইনানুযায়ী এরূপ তহবিল ব্যাংকের শেয়ার মূলধনের সমান না হওয়া পর্যন্ত অর্জিত মুনাফা থেকে প্রতি বছর কমপক্ষে ২০% হারে মুনাফা ব্যাংকের এরূপ তহবিলে স্থানান্তর করতে হয়।

খ. সাধারণ রিজার্ভ (General Reserve) : ব্যাংক তার অর্জিত মুনাফার অংশবিশেষ কর্তন করে সাধারণ রিজার্ভ ফান্ড গড়ে তুলতে পারে। এরূপ তহবিলে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ বেশি হলে ব্যাংক তা থেকে শেয়ার মালিকদের স্টক ডিভিডেন্ট বা বোনাস শেয়ার ইস্যু করে।

গ. অন্যান্য সঞ্চিতি তহবিল (Other Reserve Fund) : ব্যাংক উপরিউক্ত রিজার্ভের বাইরেও লভ্যাংশ সমতাকরণ তহবিল, অদাবিকৃত লভ্যাংশ, শেয়ার প্রিমিয়াম ফান্ড ইত্যাদি মিলিয়ে অন্যান্য সঞ্চিতি তহবিল গড়ে তোলে। গুপ্ত তহবিলও এ ধরনের সঞ্চিতির আওতায় আসে।

■ **বিশেষ আমানত হিসাব (Special Deposit Account) :** বর্তমানকালে ব্যাংকসমূহ বিভিন্ন ধরনের বিশেষ আমানত হিসাব খুলে জনসাধারণের নিকট থেকে দীর্ঘমেয়াদে অর্থ সংগ্রহ করে। যা তহবিল সংগ্রহের দীর্ঘমেয়াদি উৎস হিসেবে গণ্য হয়। এরূপ হিসাবসমূহ নিম্নরূপ :

ক. মাসিক সঞ্চয় প্রকল্প (Monthly Savings Account) : এই প্রকল্প অনুযায়ী আমানতকারী প্রতি মাসে একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা এরূপ সঞ্চয় প্রকল্পে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জমা করে। মেয়াদান্তে সুদ বা লাভসহ একটা বড় অঙ্কের টাকা আমানতকারী ফেরত পায়। একে ডিপোজিট পেনশন স্কিমও বলা হয়।

খ. মাসিক আয় সুবিধা প্রকল্প (Monthly Benefit Scheme) : যাদের হাতে একবারে বেশ কিছু টাকা আসলেও তা বিনিয়োগ করার বা কাজে লাগানোর সামর্থ্য থাকে না, তাদের জন্য এরূপ প্রকল্প খুবই সুবিধাজনক। এক্ষেত্রে এক সাথে নির্দিষ্ট বড় অঙ্কের অর্থ টাকা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য জমা রাখা হয়। এক্ষেত্রে ব্যাংক পূর্বঘোষিত হারে ঐ নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত প্রতি মাসে অথবা নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে আমানতকৃত পুরো অর্থ কোনো সুদ বা লাভ ছাড়া একত্রে আমানতকারীকে ফেরত দেয়।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

০২. নৈর্ব্যক্তিক বা অব্যক্তিক জামানত (Non-Personal Security):

ব্যাংক যখন ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে জমি, দালানকোঠা, পণ্যদ্রব্য ইত্যাদি স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি জামানত রেখে ঋণ মঞ্জুর করে তখন ঐ জামানতকে নৈর্ব্যক্তিক বা অব্যক্তিক জামানত বলে। নৈর্ব্যক্তিক জামানত ব্যাংকের জন্য অধিকতর নিরাপদ। ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধ না করলে প্রয়োজনে নৈর্ব্যক্তিক জামানত বিক্রয় করে ব্যাংক ঋণের অর্থ আদায় করতে পারে। এরূপ জামানত নিম্নোক্ত ধরনের হতে পারে।

(ক) পূর্বস্বত্ব (Lien) : ঋণের ক্ষেত্রে প্রদত্ত জামানত, ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত যদি ব্যাংক আটক রাখতে পারে এবং ঋণ চুক্তির শর্ত পূরণসাপেক্ষে বা আইনানুগ শর্ত পূরণ করে ক্ষেত্রবিশেষে তা বিক্রয় করতে পারে তাহলে পূর্বস্বত্ব বলে। পূর্বস্বত্ব মূলত সম্পত্তির মালিকানার দলিল (Instrument) সম্পর্কিত। পূর্বস্বত্ব নিম্নোক্ত দু'ধরনের হয়ে থাকে:

i) সাধারণ পূর্বস্বত্ব (General Lien): এক্ষেত্রে ব্যাংক ঋণের অর্থ ফেরত না পাওয়া পর্যন্ত জামানতকৃত সম্পত্তি আটক রাখতে পারে কিন্তু তা বিক্রয় করতে পারে না। সেভিংস সার্টিফিকেট বন্ধক রেখে ঋণ দেওয়া হলে তা সাধারণ পূর্বস্বত্বের আওতায় পড়ে।

ii) বিশেষ বা নির্দিষ্ট পূর্বস্বত্ব (Special or Particular Lien): বিশেষ কোনো ঋণের জন্য বিশেষ সম্পত্তির দলিল প্রদত্ত হলে এবং ঋণের অর্থ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত ব্যাংক উক্ত দলিল শুধু আটক রাখাই নয়, প্রয়োজনে আদালতের অনুমতিসাপেক্ষে বা চুক্তির শর্ত পূরণসাপেক্ষে তা বিক্রয় করতে পারবে তাকে বিশেষ বা নির্দিষ্ট পূর্বস্বত্ব বলে।

(খ) পণ্যবন্ধক (Pledge): ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করার সময় ঋণগ্রহীতা জামানত হিসেবে ব্যাংকের নিকট পণ্যবন্ধক রাখলে তা পণ্যবন্ধক নামে অভিহিত হয়। সোজা কথায়, দেনাদার পাওনাদারের দখলে বন্ধকী পণ্য ছেড়ে দিলে তাকে পণ্যবন্ধক বলে। ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে তার বিরুদ্ধে ব্যাংকার মামলা দায়ের করতে পারে এবং বন্ধকী পণ্য অতিরিক্ত জামানত হিসেবে নিজের দখলে রেখে দিতে পারে। আইন অনুযায়ী উপযুক্ত নোটিস প্রদান করে ব্যাংক বন্ধকী পণ্য বিক্রয় করেও নিজ পাওনা আদায় করতে পারে। এক্ষেত্রে জামানতকৃত সম্পত্তি মূলত ব্যাংকের গুদামে রাখা হয় অথবা ঋণ গ্রাহকের গুদামের চাবি ও এর নিরাপত্তার দায়িত্ব ব্যাংকের হেফাজতে ন্যস্ত হয়।

(গ) বন্ধক বা স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক (Mortgage): ব্যাংক ঋণের জামানত হিসেবে ঋণগ্রহীতা কোনো স্থাবর সম্পত্তির সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক অধিকার ব্যাংকের নিকট অর্পণ করলে উক্ত জামানতকে স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক (সংক্ষেপে বন্ধক) বলে। ঋণগ্রহীতা সময়মতো ঋণ পরিশোধ না করলে ব্যাংক আইনানুগ উপায়ে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করে ঋণের অর্থ আদায় করতে পারে। এরূপ বন্ধক কয়েক ধরনের হয়ে থাকে :

i) সাধারণ বন্ধক (Simple Mortgage) : এ ধরনের বন্ধক সাধারণ্যে প্রচলিত হলেও ব্যাংক সাধারণত এ ধরনের বন্ধক গ্রহণ করে না। এক্ষেত্রে ঋণের অর্থ পরিশোধিত না হলে ব্যাংক গ্রাহকের বিরুদ্ধে অর্থ আদায়ের জন্য মামলা করতে পারে অথবা বন্ধককৃত স্থাবর সম্পত্তি গ্রাহকের সম্মতিক্রমে নির্ধারিত মূল্যে নিজে ক্রয় করে নিতে পারে। তবে অন্যত্র বিক্রয় করতে পারে না।

ii) শর্তাধীন বন্ধক (Conditional Mortgage) : এক্ষেত্রে ঋণের অর্থ পরিশোধিত না হলে ব্যাংক বন্ধককৃত সম্পত্তি কোন্ কোন্ শর্তে বিক্রয়, করতে পারবে তার উল্লেখ থাকে। ঋণ পরিশোধের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার কতদিন পরে বিক্রয় করা যাবে, এক্ষেত্রে নোটিশ কতবার এবং কিভাবে দেওয়া হবে ইত্যাদি শর্ত লেখা থাকে।

iii) স্থায়ী বন্ধক (Fixed Mortgage): ঋণগ্রহীতা যদি কোনো স্থাবর সম্পত্তি নিবন্ধন করে ব্যাংককে প্রদান করে এবং ঋণের অর্থ পরিশোধিত না হলে ব্যাংক ঐ সম্পত্তির আইনানুগ দখল লাভের অধিকারী হয় তবে তাকে স্থায়ী বন্ধক বলে। সেক্ষেত্রে ব্যাংক তা নিজ মালিকানায় রেখে দেবে না বিক্রয় করবে তা ব্যাংকের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। অবশ্য মেয়াদের মধ্যে ঋণের অর্থ পরিশোধিত হলে ঐ সম্পত্তি পুনরায় ঋণগ্রাহকের নামে নিবন্ধন করে দিতে হয়। এরূপ দু'বার নিবন্ধনের ফলে খরচের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ফলে ঋণগ্রাহকের ওপর তা অধিক চাপ সৃষ্টি করে।

iv) ভাসমান বন্ধক (Floating Mortgage) : যদি ঋণগ্রাহক ঋণ বা অগ্রিম গ্রহণকালে তার স্থাবর সম্পত্তির মালিকানার দলিল শুধুমাত্র ব্যাংকের নিকট বন্ধক রাখে তাকে ভাসমান বন্ধক বলে। এক্ষেত্রে স্থায়ী বন্ধকের মতো সম্পত্তি নিবন্ধন করে তার মালিকানা ব্যাংকের নিকট হস্তান্তর করা হয় না। উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট ঋণের বিপক্ষে বা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এরূপ দলিলাদি হস্তান্তর করা হয় না। বরং ঋণের আদান-প্রদান যতদিন চলতে থাকে ততদিনের জন্য এরূপ দলিলাদি ব্যাংকের নিকট জামানত হিসেবে গচ্ছিত থাকে।

v) সমতা বন্ধক (Equitable Mortgage) : এরূপ বন্ধক অনেকটা ভাসমান বন্ধকের অনুরূপ। এক্ষেত্রে সম্পত্তির মালিকানা ও দখল ঋণ বা অগ্রিমগ্রহীতার অধিকারে থাকলেও সম্পত্তির স্বত্বের দলিলপত্রাদি ব্যাংকের নিকট জমা থাকে। তবে পার্থক্য হলো এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ঋণের বিপক্ষে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এরূপ দলিলপত্রাদি বন্ধক রাখা হয়। ফলে ঐ সময়ের মধ্যে ঋণ বা অগ্রিমের অর্থ পরিশোধিত না হলে ব্যাংক নোটিশ প্রদানপূর্বক আদালতের অনুমতিক্রমে ঐ সম্পত্তির ওপর নিজ মালিকানা দাবি করতে পারে।

vi) নিবন্ধিত সমতা বন্ধক (Registered Equitable Mortgage) : এটি সমতা বন্ধকের অনুরূপ। তবে এক্ষেত্রে শুধু স্থাবর সম্পত্তির মালিকানার দলিলই ব্যাংকের নিকট অর্পণ করা হয় না। এর সাথে বন্ধক নিবন্ধন (*Mortgage* Registration) করে তা ব্যাংককে অর্পণ করা হয়। ফলে ব্যাংকের ঋণ বা অগ্রিমের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পায়।

vii) ভোগ বন্ধক (Possession Mortgage) : এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ঋণের বিপক্ষে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সম্পত্তির ভোগ-দখলের অধিকার ঋণদাতার নিকট অর্পণ করা হয় বিধায় একে ভোগ বন্ধক বলে। এক্ষেত্রে ঋণের অর্থ পরিশোধিত হয়ে গেলে আর ঋণদাতার তা ভোগের অধিকার থাকে না। ব্যাংক সাধারণত ধরনের বন্ধক রাখে না।

(ঘ) দখলহীন বন্ধক (Hypothecation) : ঋণগ্রহীতা যদি কোনো স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি ব্যাংকের নিকট এমনভাবে বন্ধক দেয় যে সম্পত্তির দখল ঋণগ্রহীতার নিজের দখলেই থাকে, তখন তা দখলহীন বন্ধক নামে পরিচিত হয়। এরূপ বন্ধকের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা সম্পত্তির দখল নিজের কাছে রাখে কিন্তু ব্যাংককে দলিলপত্র সম্পাদন করে উক্ত সম্পত্তি জামানত হিসেবে প্রদান করে। ব্যাংক সম্পত্তির আইনগত স্বত্ব পায় বটে কিন্তু ঋণগ্রহীতার নিকট তার দখল থেকে যায়। ঋণের অর্থ পরিশোধিত না হলে প্রয়োজনে ব্যাংক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে উক্ত সম্পত্তির ওপর নিজ দখল প্রয়োগ করতে পারে।

০৩. অতিরিক্ত জামানত (Colloteral Securities) :

ব্যাংক যদি কোনো নির্দিষ্ট ঋণের বিপক্ষে স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি মূল জামানত রাখা ছাড়াও অতিরিক্ত কোনো সম্পদ বা দলিলপত্র সহযোগী জামানত হিসেবে গ্রহণ করে তবে তাকে অতিরিক্ত জামানত বলে। মূল সম্পত্তি সাথে অতিরিক্ত সম্পত্তি বা গুরুত্বপূর্ণ দলিল এক্ষেত্রে জামানত হিসেবে যুক্ত হওয়ায় প্রদত্ত ঋণ ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা বৃদ্ধি পায়। কারণ মূল জামানত বিক্রয় করে সম্পূর্ণ অর্থ আদায় সম্ভব না হলে ব্যাংক অতিরিক্ত জামানত থেকে অর্থ আদায়ের চেষ্টা করে। উল্লেখ্য, অতিরিক্ত বা সহযোগী জামানত অব্যক্তিক প্রকৃতির অর্থাৎ স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি বলে, সিকিউরিটিজ ইত্যাদি হতে পারে। যার অবশ্যই একটা বিক্রয় মূল্য থাকে।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

Part 2 At a glance [Most Important Information]

- ব্যবসায়িক প্রয়োজনে নিজস্ব ও বাইরের বিভিন্ন উৎস হতে ব্যাংক যে অর্থ সংগ্রহ করে তার সমষ্টিকে ব্যাংক তহবিল বলে।
- ব্যাংক তার শেয়ার বিক্রয় করে যে মূলধন সংগ্রহ করে তাকেই পরিশোধিত মূলধন বলে।
- ব্যাংকের বিপদের বন্ধু বলা হয় সঞ্চিতি তহবিলকে।
- বাণিজ্যিক ব্যাংক তহবিলের প্রধান উৎস হলো প্রাপ্ত আমানত।
- কেন্দ্রীয় ব্যাংক সকল দেশেই তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহের ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে গণ্য হয়।
- ব্যাংক তার অর্জিত মুনাফার অংশবিশেষ লভ্যাংশ হিসেবে শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বণ্টন করে।
- শ্রেণিকৃত ঋণের বেলায় অর্জিত মুনাফা থেকে প্রভিশন বা সঞ্চিতি সৃষ্টি বাধ্যতামূলক।
- ব্যাংক তার নগদ অর্থ এবং দলিলের মাধ্যমে সুনাম, বিশ্বাস ও সেবা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ধার দিয়ে গ্রাহকদের যে সহযোগিতা প্রদান করে তাকে ব্যাংক ঋণ বলে।
- ব্যাংকের ঋণদান বলতে সাধারণত নগদ অর্থের ঋণদানকেই বুঝায়।
- ব্যাংক তার সুনামের বিপরীতে গ্রাহকের পক্ষে তৃতীয় পক্ষ বরাবর কোনো দলিল ইস্যুর মাধ্যমে ঋণ প্রদান করে। উদাহরণ : প্রত্যয়পত্র, ব্যাংক গ্যারান্টিপত্র।
- বিভিন্ন প্রকার দলিলপত্র ইস্যুর মাধ্যমে ব্যাংক গ্রাহকদের যে ঋণ দেয় তাকে দলিল ঋণ বলে।
- কমপক্ষে ৫ বছর থেকে অধিক মেয়াদের জন্য ব্যাংক যে ঋণ মঞ্জুর করে তাকে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ বলে।
- ঋণ গ্রহণের সময় ঋণগ্রহীতা কোনো প্রকার সম্পত্তি বন্ধক না দিয়ে যদি শুধু নিজস্ব গ্যারান্টি বা নিশ্চয়তা প্রদান করে অথবা তৃতীয় কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত নিশ্চয়তার ব্যবস্থা করে দেয়, তাহলে উক্ত গ্যারান্টি বা নিশ্চয়তাকে ব্যক্তিক বা ব্যক্তিগত জামানত বলে।
- ব্যাংক যখন ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে জমি, দালানকোঠা, পণ্যদ্রব্য ইত্যাদি স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি জামানত রেখে ঋণ মঞ্জুর করে তখন ঐ জামানতকে নৈর্ব্যক্তিক বা অব্যক্তিক জামানত বলে।
- ব্যাংক যদি কোনো নির্দিষ্ট ঋণের বিপক্ষে স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি মূল জামানত রাখা ছাড়াও অতিরিক্ত কোনো সম্পদ বা দলিলপত্র সহযোগী জামানত হিসেবে গ্রহণ করে তবে তাকে অতিরিক্ত জামানত বলে।

Part 3 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সাধারণ শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে যে তহবিল সংগ্রহ করে তাকে কী বলে?
Ⓐ সংরক্ষিত মূলধন Ⓑ পরিশোধিত মূলধন
Ⓒ আমানতকৃত মূলধন Ⓓ অনুমোদিত মূলধন **Ans B**

02. ব্যাংক তহবিলের সর্ববৃহৎ উৎস কোনটি?
Ⓐ আমানত Ⓑ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ
Ⓒ সঞ্চিতি তহবিল Ⓓ শেয়ার মূলধন **Ans A**

03. ব্যাংকের নিজস্ব মূলধনের প্রথম ও প্রধান উৎস কোনটি?
Ⓐ বিধিবদ্ধ রিজার্ভ Ⓑ কেন্দ্রীয় ব্যাংক
Ⓒ পরিশোধিত মূলধন Ⓓ সাধারণ সঞ্চিতি তহবিল **Ans C**

04. ব্যাংকের দায় নিচের কোনটি?
Ⓐ গৃহীত আমানত Ⓑ প্রদত্ত ঋণ
Ⓒ বিনিয়োগকৃত তহবিল Ⓓ জমাতিরিক্ত ঋণ **Ans A**

05. কোনটি স্বল্পমেয়াদি তহবিলের উৎস?
Ⓐ পরিশোধিত মূলধন Ⓑ সঞ্চিতি তহবিল
Ⓒ শেয়ার বিক্রয় Ⓓ ঋণপত্র বিক্রয় **Ans D**

06. কোনটি ব্যাংকের নিজস্ব তহবিলের উৎস নয়?
Ⓐ আমানত Ⓑ সাধারণ সঞ্চিতি
Ⓒ বিধিবদ্ধ সঞ্চিতি Ⓓ পরিশোধিত মূলধন **Ans A**

07. কোনটি ব্যাংকের ঋণকৃত তহবিল?
Ⓐ পরিশোধিত মূলধন Ⓑ সাধারণ সঞ্চিতি
Ⓒ বিধিবদ্ধ সঞ্চিতি Ⓓ গ্রাহক আমানত **Ans D**

08. বাণিজ্যিক ব্যাংকের দীর্ঘমেয়াদি তহবিলের উৎস কোনটি?
Ⓐ সঞ্চিতি তহবিল Ⓑ আমানতকৃত তহবিল
Ⓒ কেন্দ্রীয় ব্যাংক হতে ঋণ Ⓓ মুদ্রাবাজার ঋণ **Ans A**

09. নিম্নের কোনটি ব্যাংক তহবিল গঠনের উৎস?
Ⓐ আদায়কৃত মূলধন Ⓑ আমানত হিসাবে সংগৃহীত অর্থ
Ⓒ লাভ লোকসান হিসাবের উদ্বৃত্ত Ⓓ উপরের সবকটি **Ans D**

10. ব্যাংক তার শেয়ার বিক্রয় করে যে মূলধন সংগ্রহ করে তাকে বলে-
Ⓐ পরিশোধিত মূলধন Ⓑ সঞ্চিতি তহবিল
Ⓒ বিধিবদ্ধ রিজার্ভ Ⓓ সাধারণ রিজার্ভ **Ans A**

11. নিম্নের কোনটি ব্যাংকের নিজস্ব মূলধনের প্রথম ও প্রধান উৎস-
Ⓐ পরিশোধিত মূলধন Ⓑ তলবকৃত মূলধন
Ⓒ আদায়কৃত মূলধন Ⓓ সঞ্চিতি তহবিল **Ans A**

12. বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ বিবিধ রিজার্ভ সংরক্ষণ এ ঋণদান ছাড়া সাধারণত অন্য কোনো খাতে তাদের তহবিল ব্যবহার করে থাকে?
Ⓐ পণ্যসামগ্রী ক্রয় বিক্রয়ের কাজে ব্যবহার করে
Ⓑ দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে পাইকারি কারবারিতে বিনিয়োগ করে
Ⓒ বৈদেশিক বাজারের বিভিন্ন খাতে ব্যবহার করে থাকে
Ⓓ উপরের সবগুলো **Ans D**

13. দীর্ঘমেয়াদি তহবিলের অভ্যন্তরীণ উৎস কোনটি?
Ⓐ বিধিবদ্ধ রিজার্ভ Ⓑ সাধারণ শেয়ার
Ⓒ বোনাস শেয়ার Ⓓ অগ্রাধিকার শেয়ার **Ans A**

14. ব্যাংকের প্রয়োজনে বিভিন্ন উৎস হতে পুঁজি সরবরাহ করাকে কী বলে?
Ⓐ কোষাগার Ⓑ ব্যাংক তহবিল
Ⓒ ব্যাংক সঞ্চিতি Ⓓ ধনভান্ডার **Ans B**

15. স্বল্পমেয়াদি তহবিলের প্রধান উৎস কী?
Ⓐ পরিশোধিত মূলধন Ⓑ অবণ্টিত মুনাফা
Ⓒ সঞ্চিতি তহবিল Ⓓ আমানত **Ans D**

16. ব্যাংকের দীর্ঘমেয়াদি তহবিলের অন্যতম প্রধান উৎস কোনটি?
Ⓐ কেন্দ্রীয় বাজার হতে সংগৃহীত ঋণ Ⓑ মুদ্রাবাজার হতে সংগৃহীত ঋণ
Ⓒ আমানত হিসেবে সংগৃহীত ঋণ Ⓓ মালিকের নিজস্ব তহবিল **Ans D**

17. নিচের কোনটি অবাণিজ্যিক দলিলি ঋণ?
Ⓐ ভ্রাম্যমাণ নোট Ⓑ প্রত্যয়পত্র
Ⓒ ব্যাংক গ্যারান্টি Ⓓ পে-অর্ডার **Ans A**

18. স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখে ঋণ হিসাবের বিপক্ষে ব্যাংক যে ঋণ মঞ্জুর করে তাকে কী বলে?
Ⓐ জমাতিরিক্ত ঋণ Ⓑ নগদ ঋণ
Ⓒ বাণিজ্যিক ঋণ Ⓓ ধার ঋণ **Ans D**

19. নিচের কোনটি ব্যাংক তহবিল থেকে প্রদত্ত ঋণ?
Ⓐ প্রত্যয়পত্র ইস্যু Ⓑ ব্যাংক গ্যারান্টিপত্র
Ⓒ ভ্রমণকারীর চেক Ⓓ জমাতিরিক্ত ঋণ মঞ্জুর **Ans D**

20. মধ্যমেয়াদি ঋণের মেয়াদ কোনটি?
Ⓐ ৬ মাস থেকে ১ বছর Ⓑ ৬ মাস থেকে ২ বছর
Ⓒ ১ বছর থেকে ৫ বছর Ⓓ ৫ বছর থেকে ৭ বছর **Ans C**

CamScanner

Part 3 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. বিনিময় হার নির্ধারণের আধুনিক পদ্ধতি কোনটি?
Ⓐ স্বর্ণমান Ⓑ ক্রয়ক্ষমতার সমতা তত্ত্ব
Ⓒ চাহিদা ও জোগান তত্ত্ব Ⓓ স্থির বিনিময় Ans Ⓒ

02. ব্যবসা বাণিজ্যে বিদেশে অর্থ প্রেরণের সবচেয়ে দ্রুততর উপায় কোনটি?
Ⓐ ডাকযোগে অর্থ প্রেরণ Ⓑ ব্যাংকের আজ্ঞাপত্র
Ⓒ তারযোগে অর্থ প্রেরণ Ⓓ বৈদেশিক বিনিময় বিল Ans Ⓒ

03. কখন একটি দেশের মুদ্রার মূল্য ও বিনিময় হার বৃদ্ধি পায়?
Ⓐ রপ্তানি বৃদ্ধি পেলে Ⓑ আমদানি বৃদ্ধি পেলে
Ⓒ বৈদেশিক বিনিয়োগ হ্রাস Ⓓ বৈদেশিক সাহায্য হ্রাস Ans Ⓐ

04. মিস. সুহানা কাপড় কিনতে ঢাকা হতে কুমিল্লা যাবেন। ব্যাংক হতে তিনি ৫ লক্ষ টাকার দলিল সংগ্রহ করেছেন, যা দলিলে উল্লিখিত ব্যাংক শাখায় নিয়ে ভাঙাবেন। মিস. সুহানা ব্যাংক হতে কোন ধরনের দলিল সংগ্রহ করেছেন?
Ⓐ পে-অর্ডার Ⓑ ব্যাংক নোট
Ⓒ চেক Ⓓ ব্যাংকের আজ্ঞাপত্র Ans Ⓓ

05. বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় কোনটি?
Ⓐ পে-অর্ডার Ⓑ ব্যাংকের সনদ Ⓒ বিনিময় বিল Ⓓ চেক Ans Ⓒ

06. কীসের ওপর মুদ্রার লেনদেন নির্ভর করে?
Ⓐ বিনিময় হার Ⓑ অগ্রিম হার
Ⓒ নগদ হার Ⓓ মেয়াদি হার Ans Ⓐ

07. আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি বেশি হলে ঘটবে?
Ⓐ দেশীয় মুদ্রার চাহিদা বিদেশে বৃদ্ধি পাবে
Ⓑ বিনিময় হার প্রতিকূল হবে
Ⓒ দেশীয় মুদ্রার চাহিদা বিদেশে হ্রাস পাবে
Ⓓ মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে Ans Ⓐ

08. রপ্তানিকারক কর্তৃক পণ্যের উৎপত্তিস্থল সম্পর্কে ঘোষণাপত্রকে কী বলে?
Ⓐ প্রভবলেখ Ⓑ জাহাজি দলিল
Ⓒ চলমান Ⓓ চালানি রসিদ Ans Ⓐ

09. বৈদেশিক বিনিময় হার দ্বারা বোঝানো হয়–
Ⓐ বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারকে Ⓑ বিদেশে অর্থ প্রেরণকে
Ⓒ বৈদেশিক মুদ্রাকে
Ⓓ অর্জিত মোট বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণকে Ans Ⓐ

10. বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব–
Ⓐ বৈদেশিক ব্যাংকের Ⓑ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের
Ⓒ বাণিজ্যিক ব্যাংকের Ⓓ সরকারের Ans Ⓑ

11. পাকিস্তানের ১ রুপি যে পরিমাণ স্বর্ণের প্রতিনিধিত্ব করে বাংলাদেশে ৩ টাকা যদি সে পরিমাণ স্বর্ণের প্রতিনিধিত্ব করে তবে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের বিনিময় হার হবে–
Ⓐ ১ : ২ Ⓑ ৩ : ১
Ⓒ ২ : ৩ Ⓓ ২ : ৪ Ans Ⓑ

12. কোনো দেশের মুদ্রা বিনিময় হার বৃদ্ধি পেয়ে স্বর্ণমানের ওপরে চলে গেলে কী হতো?
Ⓐ পাওনাদারগণ কোনো অর্থ না নিয়ে চুক্তি বাতিল করে দিত
Ⓑ সে দেশের পাওনাদারগণ পাওনা অর্থ স্বর্ণে রূপান্তর করে নিজ দেশে আনতো
Ⓒ বৈদেশিক মুদ্রার পরিবর্তে পাওনাদারদের দেশে স্বর্ণ পাঠিয়ে দেওয়া হতো
Ⓓ বৈদেশিক দায়ের সৃষ্টি হতো Ans Ⓑ

13. ক্রয়ক্ষমতার সমতা তত্ত্বটির প্রবক্তা হলেন–
Ⓐ জে.এম. কিনস Ⓑ স্যামুয়েলসন
Ⓒ ফ্রান্সের গুস্তাভ কামেল Ⓓ সুইডেনের গুস্তাভ ক্যাসেল Ans Ⓓ

14. ডলারকে বিনিময়ের নির্ধারক মুদ্রা হিসেবে বাংলাদেশে গ্রহণ করা হয়?
Ⓐ ১৯৮৩ সালে Ⓑ ১৯৮৫ সালে
Ⓒ ১৯৮১ সালে Ⓓ ১৯৭৩ সালে Ans Ⓐ

15. প্রত্যয়পত্রের পক্ষ সংখ্যা-
Ⓐ চার Ⓑ এক Ⓒ তিন Ⓓ পাঁচ Ans Ⓒ

16. বাংলাদেশে কোন সালে ভাসমান বিনিময় হার পদ্ধতি প্রবর্তন হয়?
Ⓐ ১৯৯৯ সালে Ⓑ ২০০০ সালে
Ⓒ ২০০৩ সালে Ⓓ ২০০২ সালে Ans Ⓒ

17. গুস্তাভ ক্যাসেল কোন দেশের অধিবাসী?
Ⓐ আমেরিকা Ⓑ কানাডা
Ⓒ সুইডেন Ⓓ অস্ট্রেলিয়া Ans Ⓒ

18. কীসের ওপর মুদ্রার লেনদেন নির্ভর করে?
Ⓐ বিনিময় হার Ⓑ অগ্রিম হার
Ⓒ পণ্যমূলক হার Ⓓ মেয়াদি হার Ans Ⓐ

19. বৈদেশিক বিনিময়ের মূল উদ্দেশ্য কী?
Ⓐ বিদেশি দেনা-পাওনার পরিমাণ নির্ধারণ
Ⓑ দেশীয় মুদ্রার সাথে বিদেশি মুদ্রার বিনিময়
Ⓒ দুই দেশের বাণিজ্যের পরিমাণ নির্ধারণ
Ⓓ এক দেশের অর্থ অন্য দেশে প্রেরণ Ans Ⓑ

20. প্রত্যয়পত্র সম্পর্কে নিচে কোন তথ্যটি ভুল?
Ⓐ এটি একটি হস্তান্তরযোগ্য জাহাজি দলিল
Ⓑ এটি একটি অপ্রত্যাহারযোগ্য ঋণের দলিল
Ⓒ প্রত্যয়পত্রের ক্ষেত্রে বাট্টায় বিল ক্রয় করে নেগোসিয়েটিং ব্যাংক
Ⓓ ক্রেতা-বিক্রেতার সম্মতিক্রমে বিনিময় বিলে উল্লিখিত দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি হলে সেটিও প্রত্যয়পত্র Ans Ⓐ

21. ই-মেইলে অর্থ পাঠালে কখন প্রাপক কোনোরূপ প্রমাণ দেওয়া থেকে বিরত থাকে?
Ⓐ নিজে অর্থ উত্তোলন করলে Ⓑ প্রতিনিধির মাধ্যমে অর্থ উত্তোলন করলে
Ⓒ ব্যাংক হিসাবে অর্থ স্থানান্তর করা হলে
Ⓓ ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করলে Ans Ⓒ

22. মি. আলী হোসেন ব্যবসায়ের প্রয়োজনে কাঁচামাল আমদানি করার জন্যে ৭,০০,০০০ টাকা অগ্রণী ব্যাংকে জমা দিয়ে ১০,০০০ ডলার নিয়ে মূল্য পরিশোধ করে। মি. আলী হোসেন কী হারে বৈদেশিক বিনিময় করেছেন?
Ⓐ $ 1 = BDT 70 Ⓑ $ 1 = BDT 72
Ⓒ $ 1 = BDT 82 Ⓓ $ 1 = BDT 84 Ans Ⓐ

23. ক্রয়ক্ষমতার সমতা তত্ত্বে বিনিময় হার নির্ধারণের কোন কলাকৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে?
Ⓐ পরিবর্তনযোগ্য কাগজি মুদ্রা ব্যবস্থার
Ⓑ অপরিবর্তনযোগ্য কাগজি মুদ্রা ব্যবস্থার
Ⓒ পরিবর্তনযোগ্য ধাতব মুদ্রা ব্যবস্থার
Ⓓ অপরিবর্তনযোগ্য ধাতব মুদ্রা ব্যবস্থার Ans Ⓑ

24. ব্যাংক হার বৃদ্ধি করলে কী ধরনের প্রভাব পড়ে?
Ⓐ সুদের হার হ্রাস পায় Ⓑ বিদেশ থেকে মূলধনের আগমন ঘটে
Ⓒ বিনিময়ের হার অনুকূলে আসে Ⓓ দেশীয় মুদ্রার চাহিদা কমে Ans Ⓑ

25. কোন ধরনের শর্তযুক্ত বিনিময় দলিল অগ্রিম হারে ক্রয়-বিক্রয় হয়?
Ⓐ সরবরাহের সাথে সাথে পরিশোধের শর্তযুক্ত
Ⓑ ভবিষ্যতের সরবরাহের শর্তযুক্ত
Ⓒ আদিষ্টকে দেখানো মাত্র পরিশোধের শর্তযুক্ত
Ⓓ নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে পরিশোধের শর্তযুক্ত Ans Ⓑ

26. বাংলাদেশ ব্যাংক এ বছর দেশের মুদ্রা প্রচলনের বিপরীতে সমপরিমাণ স্বর্ণ জমা রাখার চিন্তা করল। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণে কোন পদ্ধতি ব্যবহার করবে?
Ⓐ স্বর্ণমান পদ্ধতি Ⓑ অপরিবর্তনীয় কাগজি মুদ্রা পদ্ধতি
Ⓒ পরিশোধ ভারসাম্য পদ্ধতি Ⓓ ক্রয়ক্ষমতার সমতা পদ্ধতি Ans Ⓐ

27. বৈদেশিক বিনিময় কী?
Ⓐ এক দেশের সাথে অন্য দেশের মুদ্রার বিনিয়োগ
Ⓑ এক দেশের মুদ্রার সাথে অন্য দেশের মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ
Ⓒ এক দেশের সাথে অন্য দেশের আর্থিক দেনা-পাওনার নিষ্পত্তি
Ⓓ এক দেশের মুদ্রাকে অন্য দেশের মুদ্রামানে রূপান্তর করে লেনদেন নিষ্পত্তির কৌশল Ans Ⓓ

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

দ্বিতীয় পত্র অধ্যায় ৯

ইলেকট্রনিক ও আধুনিক ব্যাংকিং

Part 1

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং

ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং:

ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্য সম্পাদন করাকে বলা হয় ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং। ATM (Automated Teller Machine) এর প্রচলনের ফলে বিশ্বে ই-ব্যাংকিং এর ধারণা প্রবর্তিত হয়। e-banking বলতে বুঝায়- Electronic banking.

ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং এর সুবিধাসমূহ:

- **ওয়ান স্টপ সার্ভিস (One stop service) :** একজন ব্যাংক কর্মকর্তার কাছে গিয়ে গ্রাহক কর্তৃক তার প্রয়োজনীয় সেবা লাভকে ওয়ান স্টপ সার্ভিস বলে।
- **স্বয়ংক্রিয় গণনাকারী যন্ত্র (Automated Teller Machine - ATM) :** চেকের আধুনিক বিকল্প হলো এটিএম কার্ড। ATM হচ্ছে এমন একটি যন্ত্র যা যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রাহককে কোনো প্রকার মানুষের সাহায্য ছাড়াই নিজে নিজে আর্থিক লেনদেন সম্পাদন করতে সাহায্য করে। ATM ব্যবহার করে একজন গ্রাহক তার নিজের সুবিধামতো যেকোনো সময় টাকা উত্তোলন, জমা, অন্য একাউন্টে প্রেরণ, ব্যালেন্স জানা ও বিল পরিশোধ করতে পারেন।
- **মোবাইল ব্যাংকিং (Mobile Banking) :** এটি এমন একটি প্রযুক্তি যার মাধ্যমে গ্রাহক তার মোবাইল ফোন ব্যবহার করে যাবতীয় ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পাদন করতে সক্ষম হয়। গ্রাহক মোবাইল ফোন ব্যবহার করে তার একাউন্ট এর ব্যালেন্স জানতে, টাকা উত্তোলন, জমা, অন্য একাউন্টে প্রেরণ, মোবাইল ফ্লেক্সিলোড, বিল পরিশোধ ও টিকেট ক্রয় করতে পারেন। বাংলাদেশে মোবাইল ব্যাংকিং চালু করে ডাচ বাংলা ব্যাংক, ২০১১ সালে।
- **ইন্টারনেট ব্যাংকিং (Internet Banking) :** ইন্টারনেট ব্যাংকিং হচ্ছে এমন একটি প্রযুক্তি যার মাধ্যমে গ্রাহকগণ নিরাপদ ওয়েবসাইট ব্যবহার করে আর্থিক লেনদেন করতে পারে। ইন্টারনেট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে গ্রাহক মূলত একাউন্ট ব্যালেন্স দেখতে, অন্য একাউন্টে টাকা স্থানান্তর করতে, বিল পরিশোধ করতে ও হিসাব বিবরণী ডাউন-লোড করতে পারে।
- **এসএমএস ব্যাংকিং (SMS Banking) :** এসএমএস ব্যাংকিং এমন একটি প্রযুক্তি যার মাধ্যমে গ্রাহক মোবাইল থেকে এসএমএস প্রেরণ করে তার ব্যাংক একাউন্ট এর ব্যালেন্স জানা থেকে শুরু করে টাকা অন্য একাউন্টে স্থানান্তর ও বিল পরিশোধের মতো যাবতীয় ব্যাংকিং কাজ সম্পাদন করতে পারে।
- **ফোন ব্যাংকিং (Phone Banking) :** ফোন ব্যাংকিং হচ্ছে এমন একটি প্রযুক্তি যার মাধ্যমে গ্রাহকগণ ব্যাংকের শাখায় না গিয়ে টেলিফোনের মাধ্যমে গোপন কোন কোড ব্যবহার করে আর্থিক লেনদেন সম্পাদন করতে পারে। বর্তমানে ফোন ব্যাংকিং এর সাথে কল সেন্টার সংযুক্ত থাকে। ফলে গ্রাহক প্রয়োজন হলে কল সেন্টার প্রতিনিধির সাথেও কথা বলতে পারে।
- **ডেবিট কার্ড (Debit Card) :** ১৯৭০ সালে কানাডায় সর্বপ্রথম ডেবিট কার্ডের প্রচলন ঘটে। ডেবিট কার্ড সাধারণত ব্যাংক কার্ড অথবা চেক কার্ড নামে পরিচিত। ডেবিট কার্ডে যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের হিসাবে টাকা থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত টাকা উত্তোলন করা যাবে। টাকা শেষ হয়ে গেলে উত্তোলন করার সুযোগ থাকবে না। ডেবিট কার্ড ব্যবহার করে গ্রাহকের একাউন্ট থেকে জমাকৃত টাকা উত্তোলন ছাড়াও পণ্য ক্রয় করা যায়।
- **ক্রেডিট কার্ড (Credit Card) :** ক্রেডিট কার্ডের সুবিধা এবং ডেবিট কার্ডের সুবিধা প্রায়ই এক। তবে ক্রেডিট কার্ড হোল্ডারকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ঋণ দেওয়া। ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে টিকেট ক্রয়, শপিং, হোটেল ভাড়া ইত্যাদি কাজ অনেক সহজেই করা যায়।
- **বিক্রয় বিন্দু সেবা (Point of Sale : POS) :** ইলেকট্রনিক বিক্রয় বিন্দুর মাধ্যমে পণ্যের বিক্রেতা একটি EPOS টার্মিনাল ব্যবহার করে গ্রাহকের কাছ থেকে ডেবিট অথবা ক্রেডিট কার্ড অথবা যাচাইযোগ্য চেকের মাধ্যমে পণ্যের মূল্য গ্রহণ করে থাকে। এই পদ্ধতিতে ক্রেতার একাউন্ট থেকে টাকা বিক্রেতার একাউন্টে প্রেরিত হয় ও লেনদেন সম্পন্ন হয়।
- **স্বয়ংক্রিয় নিকাশঘর (Automated Clearing House : ACH) :** এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত লেনদেনগুলো একটি নির্দিষ্ট সময়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পাদন করা হয়। এ-পদ্ধতিতে ইলেকট্রনিক উপায়ে ব্যাংকগুলোর মধ্যে মেশিনের সাহায্যে কাগজবিহীন লেনদেন হয়। এক্ষেত্রে মেশিনের সাহায্যে কাগজি চেকের বিকল্প হিসেবে ও কাগজি লেনদেনগুলো রেকর্ডভুক্ত হয়। এক্ষেত্রে একটি একাউন্টকে ডেবিট এবং অন্য একাউন্টকে ক্রেডিট করে আন্তঃব্যাংকিং লেনদেন শেষ করা হয়। এভাবেই স্বয়ংক্রিয় নিকাশ ঘরের কাজ হয়।
- **ঘরোয়া ব্যাংকিং (Home Banking) :** টেলিফোন অথবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে ঘরে বসে ব্যাংকিং লেনদেন সম্পন্ন করার পদ্ধতিকে ঘরোয়া ব্যাংকিং বলে। ঘরোয়া ব্যাংকিং চালুর ফলে গ্রাহক তার মূল্যবান সময় বাঁচাতে সক্ষম হয়।
- **আন্তঃব্যাংক ক্লিয়ারিং হাউজ পরিশোধ পদ্ধতি (Clearing house interbank payment system) :** যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৭০ সালে এটি চালু হয়। এটি প্রথম গঠন করা হয় ১০০টি ব্যাংক নিয়ে।
- **এজেন্ট ব্যাংকিং :** ব্যাংকিং হলো এজেন্টের মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানে টাকা পাঠানোর জন্য ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করা। সম্প্রতি বাংলাদেশে এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক আনুষ্ঠানিকভাবে এই পদ্ধতির অনুমোদন দিয়েছেন। এর উদ্দেশ্যগুলো হলো :
  - সুবিধা বঞ্চিতদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থা।
  - টাকা এবং রেমিটেন্স সংগ্রহ।
  - মূল ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথে যুক্ত হওয়া।
  - Loan, Utility Bill, Cash Payment Program ইত্যাদি সুবিধা প্রদান করা।
  - অগ্রণী ব্যাংক আনুষ্ঠানিকভাবে এই সেবা প্রদান শুরু করেছে। তবে সম্প্রতি ডাচ্ বাংলা ব্যাংক লিঃ ও এই সুবিধা প্রদান শুরু করেছে।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

২. নির্দিষ্ট ঝুঁকি (Particular Risk) : যে ঝুঁকি ব্যক্তিগত, প্রাতিষ্ঠানিক বা কোনো কারণে উদ্ভূত হয় এবং ফলাফলও কোনো বিশেষ ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ বা প্রতিষ্ঠানের ওপর আপতিত হয় তাকে নির্দিষ্ট ঝুঁকি বলে। আগুন লাগা, চুরি, ডাকাতি, ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা, যানবাহন দুর্ঘটনা ইত্যাদি নির্দিষ্ট ঝুঁকির উদাহরণ। এ ধরনের ঝুঁকি সবসময়ই বিমাযোগ্য।

ঘ) বিমাযোগ্যতার বিচারে (On the Basis of Considering Insurability):

১. বিমাযোগ্য ঝুঁকি (Insurable Risk): যে ঝুঁকির বিপক্ষে বিমা করে আর্থিক প্রতিরক্ষার সুযোগ নেওয়া যায় তাকে বিমাযোগ্য ঝুঁকি বলে। মানুষের জীবন ও সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ঝুঁকি বিমাযোগ্য। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা দৈব দুর্বিপাক (Act of God), দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অর্থনৈতিক মন্দা, যুদ্ধ, সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ইত্যাদির ঝুঁকি বাদ দিলে অবশিষ্ট সকল ঝুঁকিই বিমাযোগ্য বিবেচিত হয়ে থাকে। গ্রহণযোগ্যতার বিচারে এরূপ ঝুঁকি নিম্নোক্ত ধরনের হতে পারে:

i) উত্তম আদর্শিক ঝুঁকি (Super-Standard Risk) : যে ঝুঁকির ক্ষেত্রে ক্ষতির আশঙ্কা স্বাভাবিকের চেয়ে কম তাকে উত্তম আদর্শিক ঝুঁকি বলে। বিমা কোম্পানির পোর্টফলিওতে যদি এ ধরনের ঝুঁকির বিপক্ষে বিমা পলিসির সংখ্যা বেশি হয় তবে তা বিমা কোম্পানির কম ঝুঁকির নির্দেশ করে।

ii) আদর্শিক ঝুঁকি (Standard Risk): স্বাভাবিক বা গ্রহণযোগ্য মাত্রার ঝুঁকিকে আদর্শিক ঝুঁকি বলে। এ ধরনের ঝুঁকি গ্রহণে বিমা কোম্পানিকে বেশি দুশ্চিন্তায় পড়তে হয় না। কোনো বিশেষ অস্বাভাবিক অবস্থা না ঘটলে এ ধরনের ঝুঁকি কোম্পানির সহ্যসীমার মধ্যে থাকে। ± ২৫ ধরে ৭৫ থেকে ১২৫ মাত্রার ঝুঁকিকে আদর্শিক ঝুঁকি বলে।

iii) উপ-আদর্শিক ঝুঁকি (Sub-Standard Risk) : স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে অধিক ঝুঁকি সম্বলিত ঝুঁকিকে উপ-আদর্শিক ঝুঁকি বলে। বিভিন্ন দিক বিবেচনায় পয়েন্ট বিচারে ঝুঁকির মাত্রা ১০০ কে স্বাভাবিক গণ্য করা হয়। এখন (+-) ২৫ ধরে ৭৫ থেকে ১২৫ মাত্রার ঝুঁকির উপরে কিন্তু ৫০০ এর নিচের ঝুঁকিকে উপ-আদর্শিক ঝুঁকি গণ্য করা হয়। এর অধিক মাত্রার ঝুঁকি বিমাযোগ্য হলেও তা বিমা করা বিমা কোম্পানির পক্ষে উচিত নয়।

২. অবিমাযোগ্য ঝুঁকি (Uninsurable Risk) : যে ঝুঁকির বিপক্ষে বিমা সুবিধা লাভ করা যায় না তাকে অ-বিমাযোগ্য ঝুঁকি বলে। যে ঝুঁকির ফলাফল সাধারণ এবং এর উপর মানুষের কোনো কর্তৃত্ব বা নিয়ন্ত্রণ নেই তা সাধারণভাবে অবিমাযোগ্য ঝুঁকি হিসেবে গণ্য। ভূমিকম্প, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ, অর্থনৈতিক মন্দা, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি ঝুঁকির অধিকাংশই অ-বিমাযোগ্য ঝুঁকির মধ্যে পড়ে।

❑ বিমা ব্যবসায়ের মুলনীতি:

বিমা একটি জটিল হিসাব-নিকাশ সম্বলিত পৃথক ধরনের বৃহদায়তন প্রকৃতির ব্যবসায় সংগঠন। এরূপ ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট কতিপয় মুলনীতি বা কার্য নির্দেশনা রয়েছে যা এর কার্যক্রম পরিচালনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়ে থাকে। নিম্নে এর সাধারণ মুলনীতিসমূহ আলোচনা করা হলো:

০১. বিমাযোগ্য স্বার্থের নীতি: বিমাকৃত বিষয়বস্তুতে বিমাগ্রহীতার আর্থিক স্বার্থকেই বিমাযোগ্য স্বার্থ বলে। এরূপ স্বার্থ না থাকলে বিমা চুক্তি করা যায় না।

০২. সদ্বিশ্বাসের সম্পর্কের নীতি: বিমা চুক্তিতে বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতার মধ্যে সদ্বিশ্বাসের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। বিমায় সদ্বিশ্বাসের সম্পর্ক বলতে বিমা সম্পর্কিত সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সঠিকভাবে উপস্থাপনে উভয়পক্ষের বাধ্যবাধকতা বুঝায়।

০৩. আর্থিক ক্ষতিপূরণের নীতি: বিমা হলো সম্ভাব্য ক্ষতি বা আর্থিক দুরবস্থার বিপক্ষে আর্থিক ক্ষতিপূরণের একটি ব্যবস্থা। এরূপ নীতির ফলে চুক্তিতে উল্লেখ কোনো কারণে বিমাকৃত সম্পত্তির ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ করে। আজীবন ও সাময়িক জীবন বিমার ক্ষেত্রে ব্যক্তি মারা গেলে এবং মেয়াদি বিমার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে ব্যক্তি মারা গেলে বা মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে বিমা কোম্পানি বিমাদাবি পরিশোধ করে। এরূপ ক্ষতিপূরণের বা অর্থ প্রদানের নিশ্চয়তা প্রদান করার জন্যই মানুষ তার সম্পত্তি ও জীবনের ঝুঁকি বিমা প্রতিষ্ঠানের ওপর অর্পণ করে।

০৪. প্রত্যক্ষ কারণের নীতি: এরূপ নীতির মূলকথা হলো বিমা চুক্তিতে উল্লেখ করণের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত এমন কিছুর ফলে জীবন বা সম্পত্তির হানি হলেই বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ করে। তাই ক্ষতি হলে চুক্তিতে উল্লিখিত কোন কারণের প্রত্যেক প্রভাবে ক্ষতি হয়েছে কিনা বিমা কোম্পানি তা যাচাই করে। একটি জাহাজ ধাক্কা বা সংঘর্ষজনিত ক্ষতির কারণে বিমা করা হয়। জাহজ অন্য জাহাজের সাথে ধাক্কা খায় এবং এর ফলে চড়ায় আটকে যায়। ক'দিন আটকা থাকায় এর বাহিত কমলালেবু পচে নষ্ট হয়। ধার্য হয় প্রত্যক্ষ কারণে নয়, পরোক্ষ কারণে ক্ষতি হয়েছে। তাই বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণে বাধ্য নয়।

০৫. আনুপাতিক অংশগ্রহণের নীতি: এরূপ নীতির মূলকথা হলো কোনো সম্পত্তি একাধিক বিমা কোম্পানির নিকট বিমা করা হলে এবং তার আংশিক ক্ষতির ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে সকল বিমা কোম্পানি তাদের বিমাকৃত অঙ্কের আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণে বাধ্য থাকে। (ক) তার সম্পত্তি দু'টি কোম্পানির নিকট সমান অঙ্কে মোট ১০ লক্ষ টাকায় বিমা করে। এখন যদি সম্পত্তির ২ লাখ টাকার ক্ষতি হয় এবং (খ) একটা কোম্পানির নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করে তবে সে অন্য কোম্পানি থেকে আনুপাতিক অংশ অর্থাৎ ১ লাখ টাকা পাবে। এরূপ নীতি সম্পত্তি বিমার ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র প্রযোজ্য।

০৬. বিপুল সংখ্যায় পলিসি সংগ্রহের নীতি: বিমা ব্যবসায় সফলতার আরেকটি মুলনীতি হলো বিপুল সংখ্যায় পলিসি সংগ্রহের নীতি। বিমাকে ঝুঁকি বণ্টনের ব্যবস্থা ধরা হলে ঝুঁকি বা পলিসির সংখ্যা যত বেশি হয় ততই বিমা ব্যবসায়ের ঝুঁকি হ্রাস পায়। এতে প্রিমিয়ারের হার কমে এবং বিমাগ্রহীতাদের দাবি পূরণ সহজ হয়। এতে দেশের সামগ্রিক ঝুঁকির পরিমাণ হ্রাস পায় ও বিমা ব্যবসায়ের উন্নয়ন ঘটে।

০৭. সম্ভাব্যতার নীতি: বিমা ব্যবসায়ের কার্যক্রম পরিচালনায় যে নীতির বিশেষ অনুসরণ করা হয় তা হলো সম্ভাব্যতার নীতি। কোনো ঝুঁকির ক্ষেত্রে দায় উদ্ভূত হওয়ার সম্ভাবনা কতটা বিমা কোম্পানি তা তার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের আলোকে বিশেষভাবে মূল্যায়ন করে। এর ভিত্তিতেই প্রিমিয়ামের হার নির্ধারণ এবং কোনো ঝুঁকি গ্রহণ করা হবে কি হবে না তার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। দায় মূল্যায়নের ক্ষেত্রে একচুয়ারিদের সহযোগিতা নেয়া হয়। যারা সম্ভাবনার নীতিকে বিবেচনায় নিয়েই তা করে থাকে।

০৮. সামর্থ্যমাফিক ঝুঁকি গ্রহণের নীতি: বিমা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বিমা কোম্পানিকে এতটা পরিমাণ ঝুঁকি গ্রহণ করা উচিত যাতে বিমা ব্যবসায়ের অস্তিত্ব ঝুঁকির সম্মুখীন না হয়। এজন্য অধিক ঝুঁকিসম্পন্ন সম্পত্তি বা জীবন বিমা করা উচিত নয়। বিমা কোনো জুয়া খেলা নয়-এ সত্য বাক্যকে মনে রেখে সামর্থ্যমাফিক সহজ ও স্বাভাবিক ঝুঁকি গ্রহণ করা আবশ্যক। কখনও অধিক পরিমাণে ঝুঁকি গ্রহণ করা হলেও বিমা প্রতিষ্ঠানের কর্তব্য হলো পুনর্বীমা করে ঝুঁকির পরিমাণকে সামর্থ্যের মধ্যে ধরে রাখা।

০৯. দ্রুত সাড়া দানের নীতি: বিমাকৃত সম্পদ বা জীবনের যখন হানি বা ক্ষতি হয় তখন যত দ্রুত সম্ভব ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানো এবং ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা বিমা ব্যবসায়ের আরেকটি মূলনীতি। কোনো ব্যক্তি তার সম্ভাব্য বিপদের ঝুঁকির জন্যই বিমা করে। তাই বাস্তবে সে যখন বিপদগ্রস্ত হয় তখন সে দ্রুত বিমা দাবি প্রাপ্তির প্রত্যাশা করে। এক্ষেত্রে বিমা কোম্পানি যদি দ্রুত সাড়া না দেয় বা অন্যায় টালবাহানার আশ্রয় নেয় তবে বিমাগ্রহীতা আরো অসহায় হয়ে পড়ে। যা বিমা ব্যবসায়ের সুনামকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

১০. স্থলাভিষিক্তকরণ বা উত্তমর্ণের নীতি: সম্পত্তি বিমার ক্ষেত্রে সামগ্রিক ক্ষতিতে বিমা কোম্পানি বিমাগ্রহীতাকে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ করে। কিন্তু সেক্ষেত্রে উক্ত সম্পত্তির ভগ্নাবশেষ বা এতদসংক্রান্ত দাবি বহাল থাকতে পারে। এই ভগ্নাংবশেষের বা এতদসংক্রান্ত দাবির মালিকানা বিমাগ্রহীতার স্থলে বিমাকারীর নিকট ন্যস্ত হওয়ার নীতি বা বিধানকেই স্থলাভিষিক্তকরণ বা উত্তমর্ণের নীতি বলে। যদি একটি জাহাজ সমুদ্রে ডুবে যায় তবে উক্ত বিমাদাবি সম্পূর্ণ পরিশোধের পর ডুবন্ত জাহাজটির মালিক হয় বিমা কোম্পানি। একেই স্থলাভিষিক্তকরণ বা উত্তমর্ণের নীতি বলা হয়ে থাকে।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

Part 2 At a glance [Most Important Information]

- বাংলাদেশে সরকারি বিমা কর্পোরেশন ২টি হলো : সাধারণ বিমা কর্পোরেশন ও জীবন বিমা কর্পোরেশন। নৌ-বিমা, অগ্নি বিমা, সম্পদের দুর্ঘটনা বিমাসহ সকল সম্পত্তির বিমা নিয়ে কাজ করে সাধারণ বিমা কর্পোরেশন এবং জীবনের ঝুঁকির নিরাপত্তা বিধানের নিশ্চয়তা নিয়ে কাজ করে জীবন বিমা কর্পোরেশন।
- সাধারণ বিমা কর্পোরেশন ও জীবন বিমা কর্পোরেশন উভয়ই প্রতিষ্ঠিত হয় – **১৯৭৩ সালে।**
- জীবনবিমায় নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে বা দুর্ঘটনা সংঘটিত হলে বিমা কোম্পানি বিমাগ্রহীতাকে – **আর্থিক সুবিধা প্রদান করে।**
- সাধারণ বিমায় নির্দিষ্ট ঘটনায় সংঘটিত ক্ষতি – **বিমাকারী পরিশোধ করে।**
- বাংলাদেশে কার্যরত বিদেশি বিমা কোম্পানি – **Metlife Alico.**
- Metlife Alico বাংলাদেশে কাজ শুরু করে – **১৯৭৪ সালে।**
- বিমা প্রক্রিয়ার ধাপ – **পাঁচটি। যথা :**
  ১. প্রাথমিক আনুষ্ঠানিকতা, ২. প্রস্তাব দান, ৩. প্রস্তাব পর্যালোচনা, ৪. প্রস্তাব গ্রহণ এবং ৫. বিমাপত্র প্রদান।
- Causa Proxima অর্থ – **নিকটতম কারণ।**
- বিমা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য প্রচলিত রেটিং পদ্ধতি হলো – **CARAMEL.**
- যে পত্রে চুক্তির বিস্তারিত উল্লেখ করা হয় তাকে – **বিমাপত্র (Insurance policy) বলে।**
- ১ম সুনির্দিষ্ট ও সুসংঘবদ্ধ বিমা সংগঠন হচ্ছে – **ASPA (Amicable Society for Perpetual Assurance).**
- বাংলাদেশ জাতীয় বিমা কর্পোরেশন, কর্ণফুলি বিমা কর্পোরেশন এবং তিস্তা বিমা কর্পোরেশন মিলে – **সাধারণ বিমা কর্পোরেশন গঠন করা হয়।**
- সুরমা জীবনবিমা কর্পোরেশন ও রূপসা জীবনবিমা কর্পোরেশন মিলে – **জীবন বিমা কর্পোরেশন গঠন করা হয়।**
- বিমা কোম্পানিকে বলা হয় – **বিমাকারী বা Insurer.**
- যে ব্যক্তি বিমা কোম্পানির নিকট ঝুঁকি হস্তান্তর করে তাকে – **বিমাগ্রহীতা বা Insured or Policy holder বলা হয়।**
- বিমা চুক্তির উপাদান নয় – **অনিশ্চয়তা, অনির্দিষ্টতা।**
- কোনো বিপদজনক বা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা, কার্যক্রম বা দুর্ঘটনা থেকে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের যে আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা লক্ষ্য করা যায় তাকে আর্থিক ঝুঁকি বলে।
- যে সকল সম্ভাব্য বিপদজনক বা ঝুঁকিগত অবস্থায় অথবা কোনো দুর্ঘটনায় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিশ্চিতভাবেই ক্ষতির সম্মুখীন হয় তাকে বিশুদ্ধ ঝুঁকি বলে।
- যে ঝুঁকি ব্যক্তিগত, প্রাতিষ্ঠানিক বা কোনো কারণে উদ্ভূত হয় এবং ফলাফলও কোনো বিশেষ ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ বা প্রতিষ্ঠানের ওপর আপতিত হয় তাকে নির্দিষ্ট ঝুঁকি বলে।
- স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে অধিক ঝুঁকি সম্বলিত ঝুঁকিকে উপ-আদর্শিক ঝুঁকি বলে।
- বিমায় সদ্বিশ্বাসের সম্পর্ক বলতে বিমা সম্পর্কিত সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সঠিকভাবে উপস্থাপনে উভয়পক্ষের বাধ্যবাধকতা বুঝায়।
- বিমাকৃত বিষয়বস্তুতে বিমাগ্রহীতার আর্থিক স্বার্থকেই বিমাযোগ্য স্বার্থ বলে।

Part 3 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. বাংলাদেশ বিমা ব্যবসায়ের নিয়ন্ত্রক সংস্থা কোনটি?
Ⓐ BIA Ⓑ BIDA
Ⓒ BIDC Ⓓ IDRA **Ans Ⓓ**

02. বাংলাদেশ ইন্সুরেন্স একাডেমি কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
Ⓐ ১৯৭১ Ⓑ ১৯৭২
Ⓒ ১৯৭৩ Ⓓ ১৯৭৪ **Ans Ⓒ**

03. বর্তমানে বাংলাদেশের বিমা আইন কত সালের?
Ⓐ ১৯৭২ Ⓑ ১৯৮৫
Ⓒ ১৯৯৪ Ⓓ ২০১০ **Ans Ⓓ**

04. নিচের কোনটি বিমাচুক্তির বিশেষ উপাদান?
Ⓐ প্রস্তাব ও স্বীকৃতি Ⓑ বিমাযোগ্য স্বার্থ
Ⓒ আইনসম্মত প্রতিদান Ⓓ নিশ্চয়তা **Ans Ⓑ**

05. বিমা পলিসিতে ঝুঁকি গ্রহণের বিনিময় মূল্যকে কী বলে?
Ⓐ বোনাস Ⓑ প্রিমিয়াম
Ⓒ সুদ Ⓓ সমর্পণ মূল্য **Ans Ⓑ**

06. কোনটির অবর্তমানে কোনো বিমাচুক্তি সম্পাদিত হতে পারে না?
Ⓐ চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাস Ⓑ বিমাযোগ্য স্বার্থ
Ⓒ ক্ষতিপূরণ Ⓓ কিস্তি **Ans Ⓑ**

07. বিমা পলিসিতে ঝুঁকি গ্রহণের বিনিময় মূল্যকে কী বলে?
Ⓐ বোনাস Ⓑ প্রিমিয়াম
Ⓒ সমর্পণ মূল্য Ⓓ সুদ **Ans Ⓑ**

08. বিমা বিষয়ে সূচনা হয় কোন বিমার মাধ্যমে?
Ⓐ দুর্ঘটনাবিমা Ⓑ অগ্নিবিমা
Ⓒ নৌবিমা Ⓓ জীবনবিমা **Ans Ⓒ**

09. বাংলাদেশে বিমা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক সংস্থা কোনটি?
Ⓐ DIAC Ⓑ BIDC
Ⓒ BIDA Ⓓ IDRA **Ans Ⓓ**

10. যে সকল জীবনবিমা প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যানযোগ্য নয়, আরো ডাক্তার পরীক্ষা ও খোঁজখবর নেওয়া প্রয়োজন, তাকে কোন শ্রেণির জীবনবিমা বলা হয়?
Ⓐ ১ম শ্রেণি Ⓑ ২য় শ্রেণি
Ⓒ ৩য় শ্রেণি Ⓓ ৪র্থ শ্রেণি **Ans Ⓒ**

11. অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যবসায়ের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে-
Ⓐ প্রাচীন যুগে Ⓑ শিল্প বিপ্লবের পরে
Ⓒ শিল্প বিপ্লবের আগে Ⓓ মধ্যযুগে **Ans Ⓑ**

12. নিচের কোনটি বিমা ব্যবসায়ের বিশেষ উপাদান?
Ⓐ দুটি পক্ষ Ⓑ স্বেচ্ছাসায়
Ⓒ নির্দিষ্টতা Ⓓ বিমাযোগ্য স্বার্থ **Ans Ⓓ**

13. দ্বৈত বিমার উদ্দেশ্য কোনটি?
Ⓐ মূলধন গঠন Ⓑ ঝুঁকি হ্রাস
Ⓒ মুনাফা বৃদ্ধি Ⓓ গ্রাহকের সন্তুষ্টি **Ans Ⓑ**

14. বিমা চুক্তির সাধারণ উপাদান কোনটি?
Ⓐ বিমাযোগ্য স্বার্থ Ⓑ বৈধ প্রতিদান
Ⓒ পরম সদ্বিশ্বাস Ⓓ প্রত্যক্ষ কারণ **Ans Ⓑ**

15. পণ্য সামগ্রীর ক্ষতি হলে বিমা দাবি আদায়ের জন্য কোন দলিলটির গুরুত্ব অনেক?
Ⓐ চার্টার পার্টি
Ⓑ জরিপকারীর প্রতিবেদন
Ⓒ চালানি রসিদ
Ⓓ প্রতিবাদপত্র **Ans Ⓒ**

16. কোন বিমার ক্ষেত্রে বিমাগ্রহীতাকে দাবি হিসাবে অর্থ পরিশোধ করা হয় না?
Ⓐ স্বাস্থ্য Ⓑ জীবন
Ⓒ অক্ষমতা Ⓓ শস্য **Ans Ⓒ**

17. বিমা কোম্পানি কর্তৃক অন্যের ঝুঁকি নিজের কাঁধে নেওয়ার বিনিময় মূল্যকে কী বলে?
Ⓐ প্রিমিয়াম Ⓑ বাট্টা
Ⓒ সুদ Ⓓ ভাতা **Ans Ⓐ**

(iv) বিমাদাবি পরিশোধের পদ্ধতির ভিত্তিতে

১. **এককালীন বা থোক বিমাপত্র:** এককালীন বা থোক বিমাপত্রের বেলায় বিমাদাবি পরিশোধের ক্ষেত্রে একবারে বা একই সময়ে দাবির সমস্ত অর্থ পরিশোধ করা হয়। সাধারণভাবে জীবন বিমাপত্র বলতে এ ধরনের বিমাপত্রকেই বুঝায়। মেয়াদি বিমার ক্ষেত্রে ব্যক্তির মৃত্যুতে বা মেয়াদ পূর্তিতে এবং আজীবন ও সাময়িক বিমাপত্রে ব্যক্তির মৃত্যুর পর একত্রে বিমাদাবির অর্থ পরিশোধ করা হয়ে থাকে।

২. **বৃত্তি বা কিস্তি বিমাপত্র:** এরূপ বিমাপত্রের মাধ্যমে বিমাদাবি বা বিমাকৃত অঙ্ক একবারে পরিশোধ করা হয় না। বিমাপত্রে উল্লিখিত নিয়মানুযায়ী দাবি উত্থাপিত হওয়ার পর নির্দিষ্ট সময় পরে কিস্তিতে বা বৃত্তি হিসেবে এরূপ অর্থ বিমাকারী পরিশোধ করে। অবসরজনিত বা বার্ধক্যজনিত অসহায়ত্ব থেকে রক্ষার এরূপ বিমাপত্র কার্যকর সুবিধা প্রদান করে।

জীবন বিমা চুক্তি সম্পাদন প্রক্রিয়া ও দাবি আদায়

❑ জীবন বিমা চুক্তির সম্পাদন প্রক্রিয়া:

জীবন বিমা চুক্তির মাধ্যমে বিমাকারী, বিমাগ্রহীতার জীবনের ঝুঁকি গ্রহণ করে। এরূপ গ্রহণ বা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে বিমা প্রতিষ্ঠানকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বিভিন্ন বিষয় বিবেচনার প্রয়োজন পড়ে। এরূপ চুক্তির গঠন প্রক্রিয়া কতিপয় ধারাবাহিক কর্মের সমষ্টি। নিম্নে এরূপ প্রক্রিয়ার পদক্ষেপগুলো আলোচনা করা হলো:

১. **প্রস্তাব প্রদান:** কেউ জীবন বিমা করতে আগ্রহী হলে তাকে বিমা কোম্পানির অফিস থেকে বা বিমা প্রতিনিধির নিকট হতে সর্বাগ্রে ছাপানো বিমা প্রস্তাব ফরম সংগ্রহ করতে হয়। এরূপ বিমা ফরম নিম্নোক্ত দু'ধরনের হয়ে থাকে।

(ক) ডাক্তারি পরীক্ষাযুক্ত প্রস্তাব ফরম (বড় অঙ্কের প্রস্তাবের জন্য) ও

(খ) ডাক্তারি পরীক্ষাবিহীন প্রস্তাব ফরম (ছোট অঙ্কের বা সাধারণ প্রস্তাবের জন্য)।

অতঃপর এই ফরম যথাযথভাবে পূরণ করে বিমা কোম্পানিতে জমা দিলে তা প্রস্তাব হিসেবে গণ্য হয়। এরূপ ফরমে বিমাপত্র গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তির পরিচয়, বয়স, পেশা, শারীরিক সুস্থতা, বিমাপত্রের ধরন, বিমাকৃত অঙ্কের পরিমাণ এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বলিত প্রশ্নমালা সন্নিবেশিত থাকে। এর ওপর ভিত্তি করেই বিমা প্রস্তাব গ্রহণ, প্রিমিয়াম নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয় নির্ধারিত হয় বিধায় এতে মিথ্যাবর্ণনা বা প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করা কোন ক্রমেই উচিত নয়। এর সাথে বিমাকৃত ও মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের ছবি জমা দিতে হয়।

২. **প্রস্তাব বিবেচনা:** প্রস্তাব পাওয়ার পর বিমা কোম্পানি তা বিশেষভাবে পর্যালোচনা করে। এক্ষেত্রে প্রস্তাবকারীর পেশা, বয়স, স্বাস্থ্যগত বর্ণনা, পরিবারের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ইতিহাস ইত্যাদি বিশেষভাবে বিবেচনায় আনা হয়। প্রস্তাবকারীর পেশা ঝুঁকিপূর্ণ হলে, বয়স বেশি হলে, শারীরিক অসুস্থতা বা অস্বাভাবিকতা থাকলে তা বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়। অতঃপর ঝুঁকি বহনযোগ্য মনে হলে পরবর্তী পদক্ষেপ গৃহীত হয়।

৩. **ডাক্তারি পরীক্ষা রিপোর্ট সংগ্রহ:** ডাক্তারি পরীক্ষাযুক্ত ফরমে আবেদনকারী ব্যক্তিকে এ পর্যায়ে জীবন বিমা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ডাক্তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। ডাক্তার এ পর্যায়ে বিমাপত্র গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিকে লিখিত প্রশ্ন করে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে জেনে নেয়ার চেষ্টা করেন এবং বিমাগ্রহীতার বুক, হৃৎপিন্ড, ফুসফুস, রক্ত, ওজন, উচ্চতা ইত্যাদি পরীক্ষা করে রিপোর্ট প্রদান করেন।

৪. **বিমা প্রতিনিধির রিপোর্ট সংগ্রহ:** জীবন বিমার চুক্তিতে কোম্পানির পক্ষে বিমা প্রতিনিধির একটা মুখ্য ভূমিকা থাকে। তাই এ পর্যায়ে প্রস্তাবিত ব্যক্তি সম্পর্কে বিমা প্রতিনিধির রিপোর্ট সংগ্রহ করা হয়। এরূপ রিপোর্ট যদিও সাধারণভাবে বিমা প্রস্তাবকের পক্ষে যায় তথাপিও এটা নেয়ার অর্থ হলো বিমা প্রতিনিধিকে চুক্তির সাথে সম্পৃক্ত করা এবং তাকে চুক্তির জন্য দায়বদ্ধ করা।

৫. **প্রয়োজনে অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহ:** বিমা চুক্তিতে বিমা প্রস্তাবক প্রদত্ত তথ্যাবলি সম্পর্কে অধিক নিশ্চিত হওয়ার জন্য বিমা কোম্পানি প্রয়োজনে আরো কোনো সূত্র থেকে প্রস্তাবক সম্পর্কে জানার চেষ্টা চালায়। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত দু'টি উৎস গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়। (ক) বিমাপত্র গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তির ব্যক্তিগত ডাক্তার ও (খ) তার ঘনিষ্ঠ কোনো বন্ধু।

৬. **বয়সের প্রমাণ:** জীবন বিমার প্রস্তাব বিবেচনার ক্ষেত্রে পলিসি গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তির জন্ম তারিখ ও বয়স খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বয়সের সাথে প্রিমিয়ামের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকে। তাই উল্লিখিত জন্ম তারিখের সত্যতা প্রমাণের জন্য তাকে প্রমাণপত্র জমা দিতে হয়। নিম্নোক্ত যে কোন বিষয় এক্ষেত্রে প্রমাণপত্র বিবেচিত হতে পারে:

(ক) শিক্ষা সনদপত্র

(খ) পাসপোর্টের কপি

(গ) স্থানীয় সংস্থা প্রদত্ত বার্থ সার্টিফিকেট

(ঘ) জন্মের সময় তৈরি কোষ্ঠীনামা

(ঙ) ব্যাপ্টিজম সার্টিফিকেট ইত্যাদি।

এরূপ প্রমাণপত্র চুক্তি করার সময় দাখিল না করে দাবি আদায়ের পূর্বেও করা যায়।

৭. **প্রস্তাব নির্বাচন:** আবেদনপত্রের ফরম, ডাক্তারি রিপোর্ট ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পাওয়ার পর বিমা প্রতিষ্ঠান পর্যালোচনাপূর্বক আবেদনপত্রসমূহকে নিম্নোক্ত চারটি ভাগে ভাগ করে:

শ্রেণি	অবস্থা
১ম শ্রেণি	যে সকল বিমা প্রস্তাব প্রস্তাবিত বিমা হারেই গ্রহণযোগ্য।
২য় শ্রেণি	যে সকল বিমা প্রস্তাব বাড়তি প্রিমিয়াম ধার্য করে বা কোনো শর্তসাপেক্ষে গ্রহণযোগ্য।
৩য় শ্রেণি	যে সকল বিমা প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যানযোগ্য নয়, আরো ডাক্তারি পরীক্ষা ও খোঁজখবর নেয়া প্রয়োজন।
৪র্থ শ্রেণি	যে সকল বিমা প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয়।

৮. **প্রস্তাব গ্রহণ বা স্বীকৃতি:** প্রস্তাব নির্বাচনের পর প্রথম শ্রেণির প্রস্তাবকারীদের প্রস্তাব গ্রহণপূর্বক স্বীকৃতিপত্র বা সম্মতিপত্র ইস্যু করা হয়। এর সাথে প্রথম প্রিমিয়ামের পরিমাণ এবং তা পরিশোধের সময় ও স্থান জানানো হয়। এরূপ প্রিমিয়াম জমা হওয়ার পর এবং রসিদ ইস্যু করা হলেই প্রস্তাবিত জীবন বিমা চুক্তির সম্পাদিত হয়।

৯. **বিমাপত্র প্রদান:** প্রস্তাবক বা বিমাগ্রহীতার নিকট হতে প্রথম কিস্তির টাকা জমা পাওয়ার পর যত দ্রুত সম্ভব বিমা কোম্পানি বিমাপত্র তৈরি করে তা বিমাগ্রহীতাকে প্রদানের ব্যবস্থা করে। এরূপ জীবন বিমাপত্রে বিমাগ্রহীতার নাম, পিতার নাম, ঠিকানা, পেশা, বয়স, বিমাকৃত টাকার পরিমাণ, বিমাপত্রের ধরন, মেয়াদ, প্রিমিয়ামের হার, মনোনীত ব্যক্তির নাম ইত্যাদি সকল প্রয়োজনীয় বিষয় লেখা থাকে। এরূপ দলিল বিমার প্রমাণপত্র হিসেবে বিবেচিত হয়।

CamScanner

Part 2 At a glance [Most Important Information]

- জীবনবিমার বিষয়বস্তু হলো – মানুষের জীবন।
- জীবনবিমায় – ক্ষতিপূরণের নীতি কার্যকর হয় না।
- স্থলাভিষিক্ততার নীতি প্রযোজ্য নয় – জীবনবিমায়।
- জীবনবিমা কর্পোরেশন – ১৯৭৩ সালের আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়।
- সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জনকারী বিমা হচ্ছে – জীবনবিমা।
- বিমাগ্রহীতার ঝুঁকি নিজে বহনের প্রতিশ্রুতিতে বিমাকারী প্রিমিয়ামের – অর্থ পায়।
- বোনাস হলো জীবনবিমা ব্যবসায়ের ফান্ড সৃষ্টিতে বিমাপত্রধারীদের – অবদানের স্বীকৃতি।
- জীবনবিমা চুক্তি সম্পাদনের প্রথম প্রক্রিয়া হলো প্রস্তাব দান এবং শেষটি হলো – বিমাপত্র প্রদান।
- Alliance Insurance Company গঠিত হয় – ১৮২৪ সালে।
- Equitable Assurance Society হলো একটি জীবনবিমা প্রতিষ্ঠান। এটি – আধুনিক পদ্ধতিতে জীবনবিমা শুরু করে।
- বাংলাদেশে জীবনবিমা চালু হয় – ১৯৭২ সালে।
- ১৯৫৮ সালে বাঙালি উদ্যোক্তাদের দ্বারা স্থাপিত হয় – হোমল্যান্ড ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি।
- স্বল্পকালীন সাময়িক বিমাপত্র ইস্যু করা হয় – ২ বছরের জন্য।
- ভারতে ডাক জীবনবিমা চালু হয় – ১৮৮৪ সালে।
- যে বিমাপত্রে সাধারণত বার্ষিক, ষাণ্মাসিক, ত্রৈমাসিক বা মাসিকভিত্তিক সমান কতগুলো কিস্তিতে বিমা প্রিমিয়াম দেওয়া হয় তাকে – সাধারণ কিস্তি বিমাপত্র বলা হয়।
- যে বিমাপত্রে যে কোনো একজন ব্যক্তির জীবন বিমা করা হয় তাকে – একক জীবন বিমাপত্র বলে।
- যে বিমাপত্রে এক সাথে একাধিক ব্যক্তির জীবন বিমা করা হয় তাকে – যৌথজীবন বিমাপত্র বলে।
- যে বিমাপত্রে বিমাকৃত ঘটনা সংঘটনের সময় বিমাকৃত অর্থ এককালীন পরিশোধিত হয় তাকে – এককালীন বিমাপত্র বলা হয়।
- যে বিমাপত্র একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য করা হয়, তাকে – মেয়াদি বিমাপত্র বলে।
- যে বিমা ব্যবস্থায় একটি বিশেষ গোষ্ঠীর সবার জীবনকে একক বিমাপত্রের অধীনে বিমা করা হয় তাকে – গোষ্ঠী বিমা বলে।
- একজন ব্যক্তি ৭ বছরের বেশি নিখোঁজ থাকলে তাকে – মৃত বলে গণ্য করা হয়।
- জীবনবিমা হলো এমন একটি চুক্তি যেখানে নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময় শেষে অথবা – বিমাকারীর মৃত্যুতে দাবি পরিশোধ করে।

Part 3 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. বিমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পর দাবি পরিশোধ করা হয় কোন বিমায়?
Ⓐ জীবন বিমায় Ⓑ গোষ্ঠী বিমায়
Ⓒ সাময়িক বিমায় Ⓓ আজীবন বিমাপত্রে **Ans D**

02. কোন ধরনের বিমায় মৃত্যু পর্যন্ত প্রিমিয়াম জমা দিতে হয়?
Ⓐ আজীবন Ⓑ সাময়িক Ⓒ মেয়াদি Ⓓ পুনর্বিমা **Ans A**

03. সর্বপ্রথম কে জীবনবিমা সম্পাদন করেন?
Ⓐ এম. এন মিশ্র Ⓑ উইলিয়াম গিবস
Ⓒ রিচার্ড মার্টিন Ⓓ অধ্যাপক মার্শাল **Ans C**

04. কোন ক্ষেত্রে দ্বৈত বিমা করা যায় না?
Ⓐ অগ্নি বিমা Ⓑ জীবনবিমা Ⓒ নৌ-বিমা Ⓓ শস্য বিমা **Ans B**

05. বিমাগ্রহীতার ভিত্তিতে জীবনবিমা কত প্রকার?
Ⓐ দুই প্রকার Ⓑ তিন প্রকার
Ⓒ চার প্রকার Ⓓ পাঁচ প্রকার **Ans A**

06. রফিক একটি বিমাপত্র ক্রয় করেছেন যে বিমাপত্রে বিমার অন্যতম প্রধান নীতি স্থলাভিষিক্ততার নীতি অনুপস্থিত আছে। রফিক কোন ধরনের বিমাপত্র ক্রয় করেছেন?
Ⓐ অগ্নি Ⓑ নৌ Ⓒ জীবন Ⓓ দায় **Ans C**

07. জীবনবিমা চুক্তিতে বয়স প্রমাণ গুরুত্বপূর্ণ কেন?
Ⓐ মৃত্যুহার নির্ণয় করার জন্য Ⓑ বিমা দাবি নির্ণয় করার জন্য
Ⓒ বয়সের সাথে প্রিমিয়ামের প্রত্যক্ষ সম্পর্কের জন্য
Ⓓ বিমাপত্র প্রদান করার জন্য **Ans C**

08. কোন ধরনের জীবনবিমাপত্রে প্রিমিয়ামের হার বেশি হয়?
Ⓐ মেয়াদি বিমাপত্রে Ⓑ সাময়িক বিমাপত্রে
Ⓒ আজীবন বিমাপত্রে Ⓓ গ্রুপ বিমাপত্রে **Ans A**

09. বিমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পর বিমা দাবি পরিশোধ করা হয় কোন বিমায়?
Ⓐ জীবনবিমা Ⓑ আজীবন বিমাপত্র
Ⓒ সাময়িক বিমাপত্র Ⓓ গোষ্ঠী বিমা **Ans B**

10. কোন ধরনের জীবনবিমাপত্রের মৃত্যু ও মেয়াদপূর্তি উভয়ক্ষেত্রেই বিমা দাবি পরিশোধিত হয়?
Ⓐ সাময়িক Ⓑ মেয়াদি Ⓒ আজীবন Ⓓ বিশুদ্ধ মেয়াদি **Ans B**

11. জীবনবিমা চুক্তির অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে-
Ⓐ মানব জীবনের সাথে সংশ্লিষ্টতা Ⓑ বস্তুগত বিমাযোগ্যস্বার্থ
Ⓒ মনোনয়নযোগ্য Ⓓ হস্তান্তরযোগ্য **Ans A**

12. নিচের কোনটি নিশ্চয়তার চুক্তি?
Ⓐ সম্পত্তি বিমাচুক্তি Ⓑ জীবন বিমাচুক্তি
Ⓒ দুর্ঘটনা বিমাচুক্তি Ⓓ দায় বিমাচুক্তি **Ans B**

13. জীবন জীবিকার ক্ষেত্রে বিদ্যমান ঝুঁকির সম্ভাব্য ক্ষতির বিরুদ্ধে আর্থিক প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থাকে কী বলে?
Ⓐ নৌ-বিমা Ⓑ জীবনবিমা
Ⓒ অগ্নি বিমা Ⓓ সম্পত্তি বিমা **Ans B**

14. কমপক্ষে কত বছর প্রিমিয়াম জমা দেওয়ার পর যেকোনো সময় ডাক্তারি পরীক্ষা ছাড়াই সীমিত কিস্তি সম্পন্ন আজীবন বিমাপত্রকে মেয়াদি বিমাপত্রে রূপান্তর করা যায়?
Ⓐ ১ Ⓑ ২ Ⓒ ৪ Ⓓ ৫ **Ans B**

15. নিচের কোনটি সাময়িক বিমাপত্রের মেয়াদ?
Ⓐ ২ মাস থেকে ৭ বছর Ⓑ ১ মাস থেকে ২০ বছর
Ⓒ ২ মাস থেকে ৩০ বছর Ⓓ ৭ বছর থেকে ৩০ বছর **Ans A**

16. নিচের কোনটি সাময়িক বিমার উপ শ্রেণি?
Ⓐ স্বল্পকালীন Ⓑ নবায়নযোগ্য
Ⓒ পরিবর্তনযোগ্য Ⓓ সবগুলো **Ans D**

17. নিচের কোনটি মেয়াদি বিমাপত্র?
Ⓐ বিশুদ্ধ Ⓑ সাধারণ
Ⓒ শিক্ষাবৃত্তি বিমাপত্র Ⓓ সবগুলো **Ans D**

18. জীবনবিমার মধ্যে কোনটি থাকা আবশ্যকীয় নয়?
Ⓐ নির্দিষ্ট সময়সীমা Ⓑ বিমাযোগ্য স্বার্থ
Ⓒ চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাস Ⓓ বার্ষিক প্রিমিয়াম **Ans A**

19. ব্যক্তিগত জীবনে বিমার প্রয়োজন কেন?
Ⓐ ব্যক্তিগত সঞ্চয় সৃষ্টি Ⓑ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে
Ⓒ ব্যক্তিগত সম্পদ সংরক্ষণ Ⓓ সবগুলো **Ans D**

20. নিশ্চয়তার চুক্তি-
Ⓐ সামাজিক বিমা Ⓑ অগ্নি বিমা
Ⓒ নৌ-বিমা Ⓓ জীবনবিমা **Ans D**

21. যে বিমা চুক্তি দ্বারা বিমাকারী প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বিমাগ্রহীতাকে বা মনোনীতকে আর্থিক সহায়তা করে তাকে কী বলে?
Ⓐ নৌ-বিমা Ⓑ দায় বিমা Ⓒ দুর্ঘটনা বিমা Ⓓ জীবনবিমা **Ans D**

22. বিমাযোগ্য স্বার্থ বলতে কী বোঝায়?
Ⓐ বিমাগ্রহীতার আর্থিক লাভ-ক্ষতি Ⓑ বিমাগ্রহীতার শর্তসাপেক্ষ চুক্তি
Ⓒ বিমাগ্রহীতার সঞ্চয় ও বিনিয়োগের উদ্দেশ্য
Ⓓ বিমাগ্রহীতার নিশ্চয়তার চুক্তি **Ans A**

23. জীবনবিমা চুক্তিতে অতি প্রয়োজনীয় উপাদান কোনটি?
Ⓐ প্রতিদান Ⓑ চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাস
Ⓒ বিমাযোগ্য অর্থ Ⓓ সমর্পণ মূল্য **Ans C**

CS CamScanner

দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায় ১২

নৌ-বিমা

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

নৌ বিমার মৌলিক ধারনা

❑ **নৌ-বিমা :**

নৌ-বিমা হচ্ছে ক্ষতিপূরণের চুক্তি যেখানে নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বিমাকারী নৌযাত্রায় ব্যবহৃত জাহাজ বা জাহাজে রক্ষিত পণ্যসামগ্রীর কোনো ক্ষতি হলে বিমাগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণের অঙ্গীকার করে। নৌ-বিমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি। নদী পথে বাহিত পণ্য ও এর সংশ্লিষ্ট জাহাজই এর প্রধান উপজীব্য। বিমা ব্যবস্থার মধ্যে নৌ-বিমার উৎপত্তি ঘটে সবার আগে।

- নির্ধারিত প্রিমিয়ামের বিনিময়ে নৌ পথে চলাচলকারী জাহাজ ও জাহাজস্থিত পণ্যসামগ্রী বিমাকৃত ঝুঁকি দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে বিমাচুক্তি করা হয় তাকে নৌ বিমা বলে।
- ক্ষতি আংশিক বা সম্পূর্ণ যাই হোক না কেনো বিমাকারী তা পূরণ করে।
- জাহাজ, জাহাজস্থ পণ্য ও মাশুল প্রধানত এর অন্তর্ভুক্ত

❑ **নৌ-বিমার অপরিহার্য উপাদান বা বৈশিষ্ট্য :**

নৌ-বিমা চুক্তির প্রয়োজনীয় উপাদান ও শর্তাবলি

আইনগত উপাদানসমূহ
০১. দু'টি পক্ষ
০২. বৈধ উদ্দেশ্য
০৩. উভয়পক্ষের যোগ্যতা
০৪. নির্দিষ্টতা
০৫. লিখিত চুক্তি

অন্যান্য উপাদানসমূহ
০১. বিমাযোগ্য স্বার্থ
০২. চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাস
০৩. ক্ষতি নিষ্কৃতি
০৪. প্রত্যক্ষ কারণের জন্য ক্ষতিপূরণ
০৫. আনুপাতিক অংশগ্রহণ
০৬. স্থলাভিষিক্তকরণ
০৭. শর্তাবলি

❑ **নৌ বিমা চুক্তির অত্যাবশ্যকীয় শর্তাবলি :**

ব্যক্ত/প্রকাশিত শর্তাবলি	অব্যক্ত/অপ্রকাশিত শর্তাবলি
→ যাত্রার নিরাপদ সময়	→ জাহাজের সমুদ্র চলাচলযোগ্যতা
→ যাত্রার সুনির্দিষ্ট তারিখ	→ যাত্রার বৈধতা
→ রক্ষীবহর সঙ্গে রাখা	→ নির্দিষ্ট সময়ে যাত্রা
→ বিমাকৃত সম্পদের নিরপেক্ষতা ঘোষণা	→ যাত্রাপথ পরিবর্তন না করা
→ নির্দিষ্ট সীমারেখা	→ বিপক্ষে গমন না করা

❑ **নৌ বিমার প্রকারভেদ :**

জাহাজ বিমা (Hull Insurance)	নৌ-বিপদের কারণে জাহাজের সম্পূর্ণ বা আংশিক ক্ষতি আর্থিকভাবে মোকাবিলার জন্য যে বিমা করা হয় তাকে জাহাজ বিমা বলে।
পণ্য বিমা (Cargo Insurance)	নৌ-বিপদের কারণে জাহাজস্থ মালামালের সম্পূর্ণ বা আংশিক ক্ষতি আর্থিকভাবে মোকাবিলার জন্য যে বিমা করা হয় তাকে পণ্য বিমা বলে।
ভাড়া বিমা (Freight Insurance)	জাহাজের ভাড়ার নিরাপত্তা বিধানের জন্য যে বিমা করা হয় তাকে ভাড়া বা মাশুল বিমা বলে।
দায় বিমা (Liability Insurance)	কর্মচারীদের শারীরিক ক্ষতি, কর্মচারীদের অসতর্কতার কারণে আর্থিক ক্ষতি, জাহাজ চলাচলে বা বন্দরে ভিড়ানোর ক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষতি হলে তা থেকে রক্ষার জন্য এই বিমা করা হয়।

❑ **নৌ বিমাপত্রের প্রকারভেদ :**

- **যাত্রার বিমাপত্র [Voyage Policy] :** যে বিমাপত্রের নির্দিষ্ট যাত্রাপথের উল্লেখ থাকে এবং উল্লিখিত নির্দিষ্ট যাত্রাপথে চলার সময় জাহাজ বা জাহাজের পণ্য ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় তাকে যাত্রার বিমাপত্র বলে।
- **সময় বিমাপত্র [Time Policy] :** যে বিমাপত্রের মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে জাহাজ, পণ্য বা মাশুলের ক্ষতির জন্য নৌ বিমা করা হয় তাকে সময় বিমাপত্র বলে। সাধারণত ১২ মাসের বেশি সময়ের জন্য এ ধরনের বিমা করা হয় না।
- **মিশ্র বিমাপত্র [Mixed Policy] :** যে বিমাপত্রে সুনির্দিষ্ট যাত্রার কথা উল্লেখের পাশাপাশি সময়েরও উল্লেখ থাকে তাকে মিশ্র বিমাপত্র বলে।

CamScanner

- **মূল্যায়িত বিমাপত্র [Valued Policy] :** যে নৌ-বিমাপত্রে বিমাগ্রহীতার বিমাকৃত বিষয়বস্তুর মূল্য নির্ধারণ করে সেই পরিমাণ অর্থ বিমাপত্রে বিমাকৃত অঙ্ক হিসেবে উল্লেখ করা হয় তাকে মূল্যায়িত বিমাপত্র বলে। বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ক্ষতি হলে বিমাকারী ঐ সর্বোচ্চ নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্য পর্যন্ত বিমাগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকে।
- **অমূল্যায়িত বিমাপত্র [Unvalued Policy] :** বিমাকৃত বিষয়বস্তুর মূল্য বিমাকারী পূর্ব হতে নির্ধারণ না করে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর মূল্য নির্ধারণ করে।
- **ভাসমান বিমাপত্র [Floating Policy] :** একই মালিক বা প্রতিষ্ঠানের একাধিক জাহাজ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একই বিমাপত্রের আওতায় বিমা করা হলে তাকে ভাসমান বিমাপত্র বলে। তবে এর অসুবিধা হলো আগাম প্রিমিয়ামের পরিমাণ নির্ধারণ এক্ষেত্রে বেশ জটিল।

নৌ-বিপদ ও সামুদ্রিক ক্ষতি

❑ **নৌ-বিপদ:**
সমুদ্রপথে যে সকল বিপদের কারণে জাহাজ, জাহাজস্থ পণ্য ও মাশুলের ক্ষতি হয় তাকে নৌবিপদ বলে। এরূপ বিপদের ফলে উদ্ভূত ক্ষতির হাত থেকে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে রক্ষার জন্য নৌবিমার উৎপত্তি হয়েছে। নৌবিপদ হলো অনিশ্চিত ও পূর্বে অনিরূপণযোগ্য কোনো বিপদ।

❑ **সমুদ্র পথে সংঘটিত বিপদসমূহ এর প্রকারভেদ:**

প্রাকৃতিক বিপদ	→ সমুদ্র পথে প্রাকৃতিক কারণে যে সকল বিপদ বা দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়, তাকে প্রাকৃতিক বিপদ বলে। → উদাহরণ : সামুদ্রিক ঝড়, সমুদ্রে জাহাজ নিমজ্জিত হওয়া, ভাসমান বরফ খণ্ডে ধাক্কা লাগা ইত্যাদি।
অপ্রাকৃতিক বিপদ	→ সমুদ্র পথে মানুষ সৃষ্ট কারণে যে সকল বিপদ বা দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়, তাকে অপ্রাকৃতিক বিপদ বলে। → উদাহরণ : জলদস্যু, চোর-ডাকাত, বহিঃশত্রু, আটক, জাহাজের কাপ্তান ও কর্মচারীদের প্রতারণা, পণ্য নিক্ষেপ, আগুন, যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি, হরতাল, বিস্ফোরণ ইত্যাদি।

❑ **সামুদ্রিক ক্ষতি:**
সামুদ্রিক জাহাজ বা নৌযান সমুদ্রপথে মালামাল নিয়ে চলাচলের সময় প্রাকৃতিক বা অপ্রাকৃতিক বিপদসমূহের কারণে যে ক্ষতির সম্মুখীন হয় তাকে সামুদ্রিক ক্ষতি বলে।
সমন্বিত আনুপাতিক ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয়ের সূত্র হলো :

$$\text{সমন্বিত আনুপাতিক ক্ষতি} = \frac{\text{ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির বিমাকৃত মূল্য}}{\text{ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির বাজার মূল্য}} \times \text{ক্ষতির পরিমাণ।}$$

❑ **সামুদ্রিক ক্ষতির প্রকারভেদ :**

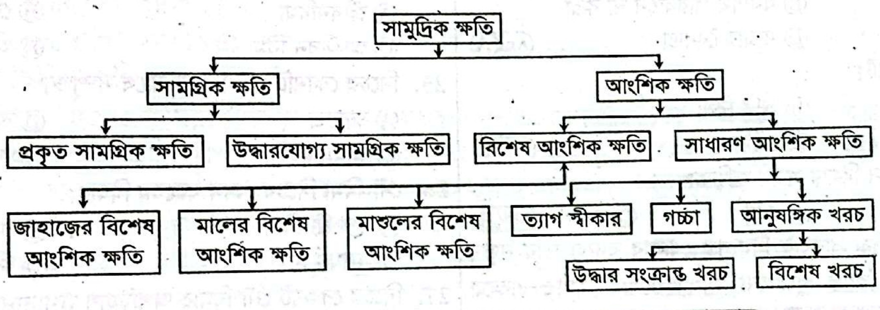

Part 2 At a glance [Most Important Information]

- নৌ-বিমার প্রচলনে সর্বাধিক ভূমিকা পালন করে – **ইতালি।**
- বাংলাদেশে নৌ-বিমা আইন – **১৯০৬ (ব্রিটিশ) সালের।**
- আধুনিক নৌ-বিমার জনক – **Edward Lloyd.**
- Edward Lloyd – **যুক্তরাজ্যের অধিবাসী।**
- Llyod's আইন পাশ হয় – **১৮৭১ সালে।**
- বাংলাদেশে নৌ-বিমা সংক্রান্ত কার্যাবলি পরিচালনা করছে – **সাধারণ বিমা কর্পোরেশন।**
- **লয়েডস্ :** এডওয়ার্ড লয়েডস্ ছিলেন একজন - বৃটিশ নাগরিক। তিনি নৌ বিমার বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচিত। তৎকালীন জাহাজের লোকজন নৌ-বিমা সম্পর্কে ওনার কাছ থেকে খোঁজ খবর নিতেন।
- **বর্জন নোটিশ :** নৌ-বিমায় উদ্ধারযোগ্য সামুদ্রিক ক্ষতির দাবি প্রত্যাখ্যান করে যে নোটিশ প্রদান করা হয় তাকে - বর্জন নোটিশ বলে।
- **প্রতিবাদ নোটিশ :** কোনো কারণে জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হলে জাহাজের ক্যাপ্টেন জাহাজ ও পণ্যের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল এ মর্মে যে নোটিশ প্রদান করে তাকে - প্রতিবাদ নোটিশ বলে।
- বিমার বিষয়বস্তুতে জাহাজ, পণ্য ও মাশুল যদি সম্পূর্ণটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে তাকে সামগ্রিক বা মোট ক্ষতি বলে।
- বিমাকৃত বিষয়বস্তু এমনভাবে ক্ষতি হলে যেটা আর উদ্ধার করা সম্ভব নয় তাকে প্রকৃত সামগ্রিক ক্ষতি বলে। যেমন: জাহাজের সম্পূর্ণ পণ্য সমুদ্রতলে এরূপভাবে ডুবে যাওয়া, যা উদ্ধার অসম্ভব।
- যে ক্ষেত্রে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর আংশিক ক্ষতি সাধিত হয় তাকে আংশিক ক্ষতি বলে।
- সামুদ্রিক বিপদের কারণে বিমাকৃত কোনো নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর আংশিক ক্ষতি হলে তাকে বিশেষ আংশিক ক্ষতি বলে। এ ক্ষতি তিন ধরনের হতে পারে। যথা: জাহাজের, মালের এবং মাশুলের।
- বিপদের সময় সমুদ্রপথে সমুদ্রযাত্রা সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের স্বার্থরক্ষা করার জন্য স্বেচ্ছায় ও যুক্তিসঙ্গতভাবে যে ত্যাগ স্বীকার করা হয় তাকে সাধারণ আংশিক ক্ষতি বলে। সাধারণ আংশিক ক্ষতি যেহেতু নৈতিক, তাই এটি - ৩টি পক্ষের মধ্যে বণ্টন করা হয়। যথা : ১. জাহাজ মালিক, ২. পণ্য মালিক, ৩. মাশুল গ্রহণকারী।
- জাহাজ হালকা করার জন্য পণ্য স্বেচ্ছায় সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হলে তাকে - ত্যাগ স্বীকার বলে।
- সামুদ্রিক বিপদের সময় জাহাজকে হালকা করার জন্য কিছু পরিমাণ সামগ্রী অন্য জাহাজে তুলে দেওয়া বাবদ খরচ অথবা অন্য কোনো জাহাজ কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজটিকে নিরাপদ গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দেওয়া বাবদ খরচ হয় তাকে - গচ্ছা বলে।
- বিমাকৃত বিষয়বস্তুর নিরাপত্তা বিধান অথবা স্বার্থ রক্ষার্থে বিমাগ্রহণকারীর পক্ষে যে ব্যয় হয় তাই - বিশেষ চার্জেজ।
- নৌ-সমুদ্র পথে সম্পত্তি উদ্ধারকারী বা উদ্ধারকাজে সাহায্যকারীকে প্রদত্ত - পুরস্কার বোঝায়।
- জাহাজকে বড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বাহিত পণ্যের অংশবিশেষ সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হলে তাকে পণ্য নিক্ষেপণ বলে। আর নিক্ষেপিত পণ্যকে বলে- Jetsum

CamScanner

Part 3 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. কোনটি নৌ-বিমার ব্যক্ত শর্ত?
Ⓐ বিমাকৃত সম্পত্তির বৈধতা Ⓑ ভিন্ন পথে গমন না করা
Ⓒ নির্দিষ্ট সময়ে যাত্রা Ⓓ সমুদ্র যাত্রার বৈধতা **Ans Ⓐ**

02. নৌবিমাপত্র কোনটি?
Ⓐ মেয়াদি বিমাপত্র Ⓑ যাত্রা বিমাপত্র
Ⓒ গড় বিমাপত্র Ⓓ সমকিস্তি বিমাপত্র **Ans Ⓑ**

03. চালানি রসিদ কী?
Ⓐ জাহাজ ব্যবহারের লিখিত চুক্তিপত্র Ⓑ পণ্য খালাসের নিশ্চয়তা পত্র
Ⓒ মালামালের বিবরণ সংবলিত পত্র
Ⓓ জাহাজ আংশিক ব্যবহারের চুক্তিপত্র **Ans Ⓒ**

04. নৌ-বিমার বহনপত্র প্রদান করে কে?
Ⓐ বিমাকারী Ⓑ বিমাগ্রহীতা
Ⓒ জাহাজ কর্তৃপক্ষ Ⓓ আমদানিকারক **Ans Ⓒ**

05. নৌ-বিমার অব্যক্ত শর্ত হলো-
Ⓐ সমুদ্র যাত্রার তারিখ Ⓑ রক্ষী বহর থাকা
Ⓒ জাহাজের সমুদ্র চলাচলযোগ্যতা Ⓓ নিরপেক্ষতা ঘোষণা **Ans Ⓒ**

06. কোন বিমার মাধ্যমে বিমা ব্যবসায়ের যাত্রা শুরু হয়?
Ⓐ জীবনবিমা Ⓑ নৌবিমা
Ⓒ অগ্নি বিমা Ⓓ দুর্ঘটনা বিমা **Ans Ⓑ**

07. নিচের কোনটি নৌ-বিমা চুক্তির ব্যক্ত শর্তের মধ্যে পড়ে?
Ⓐ সমুদ্র যাত্রার তারিখ Ⓑ যথাযথ পরিবর্তন না করা
Ⓒ নির্দিষ্ট সময়ে যাত্রা Ⓓ যাত্রার বৈধতা **Ans Ⓐ**

08. সর্বপ্রথম কোন বিমার প্রচলন ঘটে?
Ⓐ জীবনবিমা Ⓑ অগ্নি বিমা
Ⓒ স্বাস্থ্য বিমা Ⓓ নৌবিমা **Ans Ⓓ**

09. জেটিসন ও লয়েডস শব্দদ্বয় কোন বিমার সাথে জড়িত?
Ⓐ জীবন Ⓑ নৌ Ⓒ অগ্নি Ⓓ শস্য **Ans Ⓑ**

10. 'সোনার বাংলা' প্রতিষ্ঠানের মালিক বারবার বিমাপত্র খোলার বদলে তার নতুন জাহাজগুলোর সাথে গড়পড়তা হারে পুরোনো জাহাজগুলোর বিমাও একত্রে করেন। তিনি যে বিমাপত্র গ্রহণ করেন সেটি হলো-
Ⓐ ছাউনি Ⓑ বহু জাহাজি
Ⓒ নামিক Ⓓ বন্দর ঝুঁকি **Ans Ⓑ**

11. নৌ-বিমা চুক্তির মুখ্য বিষয়বহির্ভূত কোনটি?
Ⓐ জাহাজ Ⓑ মালামাল Ⓒ মাশুল Ⓓ ক্রু **Ans Ⓓ**

12. কোন বিমার ফলে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের উন্নয়ন ঘটে?
Ⓐ জীবন Ⓑ নৌ Ⓒ শস্য Ⓓ অগ্নি **Ans Ⓑ**

13. নৌ-বিমার প্রচলন ঘটে সর্বপ্রথম কোথায়?
Ⓐ ইতালিতে Ⓑ ইংল্যান্ডে Ⓒ ফ্রান্সে Ⓓ ভারতে **Ans Ⓐ**

14. নিচের কোন প্রকারের বিমা ক্ষতিপূরণের বিমা?
Ⓐ জীবন Ⓑ নৌ
Ⓒ ব্যক্তিগত Ⓓ আজীবন **Ans Ⓑ**

15. 'লয়েডস' শব্দটির সাথে কোন বিমা জড়িত?
Ⓐ জীবন Ⓑ নৌ Ⓒ অগ্নি Ⓓ দায় **Ans Ⓑ**

16. রপ্তানিকারক মাল পাঠানোর সময় কোন ধরনের বিমা করেন?
Ⓐ জাহাজ বিমা Ⓑ দুর্ঘটনা বিমা
Ⓒ নৌবিমা Ⓓ রপ্তানি বিমা **Ans Ⓒ**

17. নৌ-বিমা চুক্তির অপ্রত্যাশিত শর্ত কোনটি?
Ⓐ যাত্রার বৈধতা Ⓑ সম্পদের নিরপেক্ষতা ঘোষণা
Ⓒ নাবিকের সংখ্যা Ⓓ সমুদ্র যাত্রার তারিখ **Ans Ⓐ**

18. মেরিন ইন্স্যুরেন্স আইন কত সালের?
Ⓐ ১৯০৫ Ⓑ ১৯০৬ Ⓒ ১৯০৮ Ⓓ ১৯০৯ **Ans Ⓑ**

19. নৌ-বিমা চুক্তির অব্যক্ত শর্ত কোনটি-
Ⓐ নির্দিষ্ট সময়ে যাত্রা Ⓑ রক্ষীবহর সাথে রাখা
Ⓒ বিমাকৃত মালামালের বৈধতা Ⓓ সমুদ্রযাত্রার তারিখ **Ans Ⓐ**

20. যে নৌ-বিমা পত্রের বিষয়বস্তুতে একটি নির্দিষ্ট সময় এবং সমুদ্রপথের বিস্তারিত বিবরণ থাকে তাকে বলা হয়-
Ⓐ মূল্যায়িত বিমাপত্র Ⓑ সুদ বিমাপত্র
Ⓒ মিশ্রবিমাপত্র Ⓓ ভাসমান বিমাপত্র **Ans Ⓒ**

21. কোনটি নৌ-বিমার গুরুত্ব বলে বিবেচিত হবে না?
Ⓐ ঋণের ব্যবস্থা Ⓑ বৈদেশিক বাণিজ্য
Ⓒ নিরাপত্তা Ⓓ বাণিজ্য প্রসার **Ans Ⓐ**

22. ব্যবসা- বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম বিস্তার লাভ করে কোন বিমা ব্যবস্থা?
Ⓐ জীবনবিমা Ⓑ নৌবিমা
Ⓒ অগ্নি বিমা Ⓓ সাধারণ বিমা **Ans Ⓑ**

23. কোনটি নৌ-বিমা চুক্তির ব্যক্ত শর্তাবলি নয়?
Ⓐ যাত্রার বৈধতা
Ⓑ বিমাকৃত সম্পদের নিরপেক্ষতা ঘোষণা
Ⓒ যাত্রার নিরাপদ সময়
Ⓓ সবগুলোই **Ans Ⓐ**

24. যে বিমাব্যবস্থা দ্বারা সমুদ্র যাত্রার ক্ষয়ক্ষতির জন্যে ক্ষতিপূরণ করার যে প্রতিশ্রুতি বিমাগ্রহীতাকে দেয়, তাকে কী বলে।
Ⓐ জীবনবিমা Ⓑ নৌবিমা
Ⓒ আজীবন বিমা Ⓓ অগ্নি বিমা **Ans Ⓑ**

25. নিচের কোনটি নৌ-বিমার সাথে সম্পৃক্ত?
Ⓐ জাহাজ Ⓑ জাহাজি পণ্য
Ⓒ জাহাজের ভাড়া Ⓓ সবগুলোই **Ans Ⓓ**

26. নৌ-বিমা নিচের কোন ধরনের বিমা?
Ⓐ সম্পত্তি বিমা Ⓑ দায় বিমা
Ⓒ মূলধন বিমা Ⓓ বিশ্বস্ততা বিমা **Ans Ⓐ**

27. নিচের কোনটি নৌ বিমার অপরিহার্য উপাদান?
Ⓐ চুক্তি Ⓑ বিমাযোগ্য স্বার্থ
Ⓒ চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাস Ⓓ সবকটি **Ans Ⓓ**

28. কোনটি নৌ-বিমা চুক্তির প্রকাশিত শর্ত?
Ⓐ সমুদ্রযাত্রার তারিখ Ⓑ জাহাজের সমুদ্র চলাচল যোগ্যতা
Ⓒ যাত্রার বৈধতা Ⓓ নির্দিষ্ট সময়ে যাত্রা **Ans Ⓐ**

29. ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম বিস্তার লাভ করে কোন বিমা ব্যবস্থা?
Ⓐ জীবনবিমা Ⓑ নৌবিমা
Ⓒ অগ্নি বিমা Ⓓ সাধারণ বিমা **Ans Ⓑ**

30. নৌ-বিমার প্রথম প্রচলন ঘটে কোথায়?
Ⓐ ইংল্যান্ডে Ⓑ ইতালিতে
Ⓒ কানাডায় Ⓓ আমেরিকায় **Ans Ⓑ**

31. নৌ-বিমা চুক্তির অপ্রকাশিত শর্ত কোনটি?
Ⓐ সমুদ্র যাত্রায় তারিখ
Ⓑ বিমাকৃত সম্পদের বৈধতা
Ⓒ রক্ষীবহর সাথে রাখা
Ⓓ জাহাজের সমুদ্র চলাচলযোগ্যতা **Ans Ⓓ**

32. জাহাজ ভাড়ার ক্ষতিপূরণ রক্ষার্থে যে বিমা করা হয় তাকে কী বলে?
Ⓐ মাশুল বিমা Ⓑ নৌ-দায়বিমা
Ⓒ পণ্য বিমা Ⓓ জাহাজ বিমা **Ans Ⓐ**

33. সমুদ্রযাত্রার ধারায় বিমাপত্রে প্রধান বিষয়বস্তু কোনটি?
Ⓐ যাত্রা পথ Ⓑ যাত্রার সরঞ্জাম
Ⓒ যাত্রারদিক Ⓓ যাত্রার সময় **Ans Ⓐ**

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায় ১৩ অগ্নি বিমা

Part 1

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

অগ্নি বিমা

❑ **অগ্নি বিমা:**

- অগ্নি বিমা হলো অগ্নিজনিত বিপদের ঝুঁকি মোকাবিলার একটি আর্থিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।
- নির্দিষ্ট সম্পত্তিতে ও নির্দিষ্ট মেয়াদে অগ্নিজনিত বিপদের কারণে উদ্ভূত ক্ষতির বিপক্ষে একটি সর্বোচ্চ নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতার মধ্যে যে চুক্তি হয় তাকে অগ্নি বিমা বলে।
- অগ্নি বিমার বিষয়বস্তু হলো স্থাবর ও অস্থাবর উভয় ধরনের সম্পত্তি ও এর সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক ক্ষতিসমূহ।
- অগ্নি বিমা হলো দু'টি পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি।
- অগ্নি বিমার উদ্দেশ্য হলো অগ্নিজনিত ঝুঁকির হাত থেকে বিমাগ্রহীতাকে রক্ষা করা।
- অগ্নিজনিত ক্ষতির বিপক্ষে বিমাকারী এক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা প্রদান করে।
- এক্ষেত্রে বিমাকৃত সম্পত্তি এবং চুক্তির মেয়াদ অবশ্যই নির্দিষ্ট হতে হয়।
- এটি ক্ষতিপূরণের চুক্তি।
- জার্মানিতে অগ্নি বিমার প্রচলন ঘটে- ১৬০৯ সালে।
- অগ্নি বিমার জনক বলা হয়- ড. নিকোলাস বারবান কে।
- ড. নিকোলাস বারবান একক বিমা কোম্পানির প্রচলন করেন- ১৬৮০ সালে।
- অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে Sun Fire Office বিমা কোম্পানি স্থাপিত হয়- ১৭১০ সালে।
- Sun Fire Office বিমাতে অংশীদার ছিল- ২৪ জন।
- ইংল্যান্ডে Fire Insurance Office স্থাপিত হয়- ১৮৬১ সালে।

❑ **অগ্নি বিমা বা অগ্নিবিমাপত্রের শ্রেণিবিভাগ:**

০১. **মূল্যায়িত বিমাপত্র:** যে বিমাচুক্তিতে বিমাকৃত সম্পত্তির মূল্য পূর্ব থেকে উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে নির্ধারণপূর্বক বিমাপত্রে উল্লেখ করা হয় তাকে মূল্যায়িত বিমাপত্র বলে। এরূপ বিমাপত্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো বিমাপত্রে বর্ণিত কোনো দুর্ঘটনার কারণে উদ্ভব হলে সেক্ষেত্রে নতুন করে ক্ষতি মূল্যায়নের বা এ জন্য নতুন করে প্রমাণপত্র হাজির করার প্রয়োজন পড়ে না। এক্ষেত্রে সম্পত্তির কত অংশের ক্ষতি হয়েছে তা নির্ধারণ করে বিমাকৃত মূল্যের বিচারে আংশিক ক্ষতি নিরূপিত হয়। তবে এরূপ নিরূপণ করা সম্ভব না হলে উক্ত ক্ষতিকে সামগ্রিক ক্ষতি বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

০২. **অমূল্যায়িত বিমাপত্র:** যে অগ্নিবিমা চুক্তিতে বা অগ্নিবিমাপত্রে পূর্ব থেকে বিমাকৃত সম্পত্তির মুল্যায়ন করা হয় না এবং মুল্যায়নের কাজ পরবর্তী সময়ে করার ব্যবস্থা থাকে তাকে অমূল্যায়িত বিমাপত্র বলে। এ ধরনের বিমাপত্রে অগ্নিবিমার বিষয়বস্তু পূর্ব থেকে একবারে সুনির্দিষ্ট করা হতে পারে আবার একজন বিমাগ্রহীতার যে সকল সম্পত্তি অগ্নিবিমাযোগ্য সেগুলোকে টার্গেট করেও এ ধরনের বিমাপত্র খোলা হতে পারে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বিমার বিষয়বস্তু এবং এর মূল্য পরে নির্ধারণ করা হয়। এজন্য একে খোলা অগ্নিবিমাপত্রও বলা হয়ে থাকে।

০৩. **নির্দিষ্ট বিমাপত্র:** যে অগ্নিবিমাপত্রে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পত্তির বিপক্ষে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্যের কথা উল্লেখ থাকে বিমা কোম্পানি বিমাপত্রে উল্লিখিত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে বাধ্য থাকে তাকে নির্দিষ্ট বিমাপত্র বলে। ধরা যাক, একটা ১০ টাকার সম্পত্তি ৬ হাজার টাকার জন্য বিমা করা হয়েছে। এখন যদি ৫ হাজার টাকার ক্ষতি হয়, তাহলেও বিমাগ্রহীতা ৬ হাজার টাকা পাবে। যদি ৮ হাজার টাকার ক্ষতি হয় সেক্ষেত্রেও বিমাগ্রহীতা ৬ হাজার টাকাই পাবে। অর্থাৎ ক্ষতি যাই ঘটুক তা সামগ্রিক ক্ষতি হিসেবে গণ্য হবে এবং প্রতিস্থাপনের নীতি কার্যকর হবে। তাই এক্ষেত্রে সাধারণত বিমাকৃত মূল্য কেউ কম দেখায় না।

০৪. **গড়পড়তা বিমাপত্র:** এরূপ বিমাপত্র নির্দিষ্ট বিমাপত্রের বিপরীত। যে বিমাপত্রের বেলায় ক্ষতির উদ্ভব হলো বিমাপত্রে উল্লেখিত পরিমাণ দাবি পরিশোধ না করে গড়পড়তা হারে তা নির্ণয় করা হয় তাকে গড়পড়তা বিমাপত্র বলে। কোনো বিমাগ্রহীতা সম্পত্তির মুল্য বেশি দেখিয়ে অধিক পরিমাণ অর্থ বিমা প্রতিষ্ঠান থেকে যাতে নিতে পারে সেজন্যই এরূপ বিমাপত্রের উদ্ভব। এক্ষেত্রে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর প্রকৃত মুল্য ও বিমাকৃত অঙ্কের অনুপাত বের করে প্রকৃত ক্ষতির পরিমাণ দিয়ে তাকে গুণ করে গড়পড়তা হারে ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় এবং তাই বিমাদাবি হিসেবে গণ্য হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে নিম্নের সমীকরণ ব্যবহার করে বিমাদাবির পরিমাণ নির্ণীত হয়:

$$\text{বিমাদাবি} = \frac{\text{বিমাপত্রের মূল্য বা বিমাকৃত অঙ্ক}}{\text{দুর্ঘটনাকালে সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য}} \times \text{ক্ষতির পরিমাণ}$$

০৫. **ভাসমান বিমাপত্র:** একই প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি যদি বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত বা মজুত থাকে এবং একই বিমাপত্রের আওতায় উক্ত বিক্ষিপ্ত সকল সম্পত্তি বিমা করা হয় তবে তাকে ভাসমান বিমাপত্র বলে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, বড় বড় ব্যবসায়ী বা উৎপাদনকারীদের বিভিন্ন স্থানে স্থাপনা ও সহায়-সম্পদ থাকে। পণ্যদ্রব্যের বেলায়ও কিছু পণ্য শিল্পগুদামে, কিছু আঞ্চলিক গুদামে, কিছু বন্দরের সংরক্ষিত গুদামে জমা থাকে এবং এভাবে আগমন-নির্গমন চলতে থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত সম্পদ বা পণ্যের জন্য আলাদা-আলাদা বিমাপত্র না খুলে ভাসমান বিমাপত্র খোলা হয় এবং প্রত্যেক স্থানে রক্ষিত সম্পত্তি বা পণ্যের জন্য আলাদা-আলাদা প্রিমিয়াম নির্ধারণ করে তার গড় থেকে প্রিমিয়ামের পরিমাণ নির্ণীত হয়।

০৬. **বাড়তি বিমাপত্র:** যে সকল গুদামে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মালামাল সংরক্ষিত করা হয় না বরং আগমন-নির্গমন সবসময়ই ঘটে, সেই সকল গুদামে রক্ষিত পণ্যের অগ্নিবিমার ক্ষেত্রে মূল বিমাপত্রের সাথে অতিরিক্তি বিমাপত্র ইস্যু করা হলে তাকে বাড়তি বিমাপত্র বলে। এক্ষেত্রে বিমাগ্রহীতা তার কাছে ন্যূনপক্ষে যে পরিমাণ মজুত সব সময়ই থাকে তার জন্য একটি সাধারণ অগ্নিবিমাপত্র এবং বাড়তি মজুদ মালামালের জন্য আরেকটি বিমাপত্র সংগ্রহ করে। বাড়তি মজুত পণ্যের প্রকৃত মূল্য প্রতি মাসে ঘোষণা করতে হয় এবং পরে সকল ঘোষণার গড় বের করে তার ওপর প্রিমিয়াম ধার্য করা হয়। এক্ষেত্রে প্রথমে গৃহীত বিমাপত্রে প্রিমিয়ামের হার কম হয় এবং বাড়তি পণ্যের জন্য গৃহীত বিমাপত্রে প্রিমিয়ামের হার বেশি হয়।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

০৭. **ঘোষণাযুক্ত বিমাপত্র:** যে বিমাপত্রে বিমাগ্রহীতা একটি নির্দিষ্ট সময়ে তার কাছে সর্বোচ্চ যে পরিমাণ পণ্য মজুত থাকতে পারে সেই পরিমাণ পণ্যের মূল্য উল্লেখ করে ও ঐ অঙ্কের ওপর সাধারণত ৭৫% নগদে প্রিমিয়াম পরিশোধ করে বিমাপত্র সংগ্রহ করে এবং নির্দিষ্ট সময় পরপর প্রকৃত পরিমাণ পণ্যের ঘোষণা দিয়ে বছর শেষে বিমা প্রিমিয়াম সমন্বয় করে তাকে ঘোষণাযুক্ত বিমাপত্র বলে। নির্দিষ্ট সময় বলতে সাধারণত মাস শেষকে বুঝায়। বিমাপত্রে উল্লেখিত মেয়াদের মধ্যে যতগুলো এরূপ ঘোষণা দেয়া হয়েছে তার গড়ের ভিত্তিতে প্রিমিয়ামের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। বাড়তি বিমাপত্রের ক্ষেত্রে দু'টি পৃথক বিমাপত্র সংগ্রহের যে ঝামেলা রয়েছে তা দূর করার জন্য ঘোষণাযুক্ত বিমাপত্রের উদ্ভব ঘটেছে।

০৮. **সমন্বয়যোগ্য বিমাপত্র:** যে বিমাপত্রে পলিসি গ্রহণকালে প্রকৃত মজুত হিসাবে লিখে প্রিমিয়াম ধার্য করা হয় এবং পরবর্তীতে মজুতের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে বিমাকারীকে জানিয়ে প্রিমিয়ামে সমন্বয় এবং মেয়াদ শেষে প্রিমিয়াম হিসাব চূড়ান্ত করা হয় তাকে সমন্বয়যোগ্য বিমাপত্র বলে। ঘোষণাযুক্ত বিমাপত্রে অসাধু বিমাগ্রহীতা প্রিমিয়াম কম দেয়ার যে অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করতে পারে অথবা বিমাকৃত অঙ্ক বেশি দেখিয়ে অধিক পরিমাণ ক্ষতিপূরণ আদায়ের সুযোগ পায় তা হতে বিমাকারীকে রক্ষার জন্য এরূপ বিমাপত্র ব্যবহার করা হয়।

০৯. **বাট্টাকৃত সর্বোচ্চ মূল্যের বিমাপত্র:** যে বিমাপত্রে সমগ্র বছরের জন্য মজুত পণ্যের সর্বোচ্চ পরিমাণ ও মূল্য যা হতে পারে তা ঠিক করে লেখা হয় ও তার ভিত্তিতে প্রিমিয়াম প্রদান করা হয় এবং বছর শেষে মজুত পণ্যের পরিমাণ ও মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণে প্রাপ্ত প্রিমিয়ামের এক-তৃতীয়াংশ বিমাকারী বিমাগ্রহীতাকে ফেরত দেয় তাকে বাট্টাযুক্ত সর্বোচ্চ মূল্যের বিমাপত্র বলে। ঘোষণাযুক্ত বিমাপত্র ও সমন্বয়যোগ্য বিমাপত্রের বেলায় যেভাবে মজুত পণ্যের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধিতে ঘোষণাপত্র দাখিল করতে হয়-এ ঝামেলা এড়ানোর জন্যই বাট্টাযুক্ত সর্বোচ্চ মূল্যের বিমাপত্রের উদ্ভব হয়েছে।

১০. **পুনঃস্থাপন বিমাপত্র:** যে বিমাপত্রের ক্ষেত্রে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর হানি হলে বিমাগ্রহীতাকে আর্থিকভাবে ক্ষতিপূরণ না করে সম্পত্তি পুনঃস্থাপন করে দিতে বিমাকারী সম্মত হয় তাকে পুনঃস্থাপন বিমাপত্র বলা হয়। এ ধরনের বিমাপত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হতে চালু হয়েছে। বিমাকৃত অর্থ এবং তা পুনঃস্থাপনের ব্যয়ের মধ্যে ব্যবধান লক্ষ করেই বিমা কোম্পানিগুলো এরূপ পুনঃস্থাপন বিমাপত্রের প্রচলন ঘটিয়েছে। এ ধরনের বিমাপত্রের ক্ষেত্রে বিমাগ্রহীতা পুরনোর পরিবর্তে নতুন সম্পত্তি লাভ করে বলে একে পুরনো প্রদীপের বদলে নতুন প্রদীপ বিমাপত্র বলা হয়ে থাকে। এ ধরনের বিমাপত্র সাধারণত যন্ত্রপাতি ও দালান-কোঠার বিপক্ষে ইস্যু করা হয়।

❑ অগ্নিজনিত ক্ষতি বা অপচয়:

- অগ্নিকাণ্ডের ফলে সহায়-সম্পত্তির যে ক্ষতি হয় তাকে অগ্নিজনিত ক্ষতি বা অপচয় বলে।
- অগ্নিকাণ্ড থেকে সৃষ্ট দুরাবস্থাকেই অগ্নিজনিত ক্ষতি বলা হয়ে থাকে।
- অগ্নিজনিত বিপদ বা ঝুঁকি থেকে অগ্নিজনিত ক্ষতি বা অপচয়ের সৃষ্টি হয়ে থাকে।
- এরূপ অগ্নিজনিত বিপদ বা ঝুঁকি নানান কারণেই সৃষ্ট হয়।
- এর মধ্যে অবহেলা ও অসাবধানতাজনিত কারণই হলো মুখ্য।
- কিছু কারণকে অগ্নি সংঘটনের প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে এবং কিছু কারণকে পরোক্ষ কারণ হিসেবে গণ্য করা যায়।
- অগ্নিজনিত ঝুঁকি বলতে অগ্নিকাণ্ডের ফলে সৃষ্ট বিপদ বা ক্ষতিকে বুঝায়।
- এরূপ বিপদ বা ঝুঁকি হতে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে আর্থিকভাবে রক্ষার ব্যবস্থাই হলো অগ্নিবিমা।

অগ্নিজনিত বিপদ বা ক্ষতি নানান কারণেই ঘটতে পারে।

অগ্নিজনিত ঝুঁকি বা বিপদ

- প্রাকৃতিক ঝুঁকি বা পরোক্ষ কারণ
  1. সম্পত্তি বা বস্তুর অতি দাহ্য প্রকৃতি
  2. ত্রুটিপূর্ণ নির্মাণ কাঠামো
  3. ত্রুটিপূর্ণ তাপ ব্যবস্থা
  4. বিপজ্জনক প্রক্রিয়া ব্যবহার
  5. প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি
  6. ত্রুটিপূর্ণ শাখা বিন্যাস
  7. অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রপাতির অভাব
- নৈতিক ঝুঁকি বা প্রত্যক্ষ কারণ
  1. স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অগ্নিসংযোগ
  2. অবহেলা ও অসতর্কতা
  3. শত্রুর দ্বারা অগ্নিসংযোগ

Part 2 At a glance [Most Important Information]

- বিমা আইনের ২৬ (৬ক) ধারায়– **অগ্নি বিমা সম্পর্কে বলা হয়েছে।**
- "Fire is a good servent but a bad master" বলেছেন– **লর্ড ক্রক।**
- ১৬৮৪ সালে– **Friendly Society নামে অগ্নি বিমা কোম্পানি গঠিত হয়।**
- ১৭০৮ সালে পণ্যদ্রব্যের জন্যে অগ্নি বিমা প্রচলন করেন– **Charles Varry নামক একজন ব্যবসায়ী।**
- অগ্নি বিমার ক্ষেত্রে– **Castellan বনাম Dreston মোকদ্দমার নজিরটি উল্লেখযোগ্য।**
- ১৯২২ সালে অগ্নি বিমা প্রতিষ্ঠান সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়।
- অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে Sun Fire Office বিমা কোম্পানি স্থাপিত হয়– **১৭১০ সালে।**
- Sun Fire Office বিমাতে অংশীদার ছিল– **২৪ জন।**
- ইংল্যান্ডে Fire Insurance Office স্থাপিত হয়– **১৮৬১ সালে।**
- **মফস্বল বাট্টা :** বিমা কোম্পানিগুলো মফস্বলের কোনো সম্পত্তি বিমা করার সময় প্রিমিয়াম এর ব্যাপারে বিমাগ্রহীতাকে যে সুবিধা প্রদান করে তাই – **মফস্বল বাট্টা।**
- অগ্নিবিমার মূল ভিত্তি হলো – **অগ্নি বিমাপত্র।**
- অমূল্যায়িত বিমাপত্রের আরেক নাম হলো – **'খোলা বিমাপত্র'।**
- অগ্নিকাণ্ডের ফলে সম্পদ-সম্পত্তির যে ক্ষতি হয় তাকে – **অগ্নি ক্ষতি বা অপচয় বলে।**
- প্রতিরোধ প্রচেষ্টা বলতে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার – **ঝুঁকিসমূহ কমানোকে বোঝায়।**
- অগ্নিকাণ্ডের কারণ – **দুই প্রকার। যথা : ১. প্রত্যক্ষ কারণ এবং ২. পরোক্ষ কারণ।**

CS CamScanner

Part 3 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. নিচের কোনটি অগ্নিজনিত ক্ষতির নৈতিক ঝুঁকির অন্তর্ভুক্ত নহে?
Ⓐ ত্রুটিপূর্ণ নির্মাণ কাঠামো Ⓑ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অগ্নিসংযোগ
Ⓒ ইচ্ছাকৃত অবহেলা Ⓓ শত্রুর দ্বারা অগ্নিসংযোগ **Ans Ⓐ**

02. অগ্নিবিমায় একটিমাত্র বিমাপত্রের অধীনে একাধিক সম্পত্তির বিমা করা হলে তাকে কী বলে?
Ⓐ ছাউনি বিমাপত্র Ⓑ পুনঃস্থাপন বিমাপত্র
Ⓒ গড়পড়তা বিমাপত্র Ⓓ অতিরিক্ত বিমাপত্র **Ans Ⓐ**

03. কোন ধরনের বিমাতে নৈতিক ঝুঁকি বেশি?
Ⓐ জীবনবিমা Ⓑ নৌ-বিমা Ⓒ অগ্নিবিমা Ⓓ দায়বিমা **Ans Ⓒ**

04. অগ্নিবিমা কোন ধরনের চুক্তি?
Ⓐ ক্ষতিপূরণের চুক্তি Ⓑ নিশ্চয়তার চুক্তি
Ⓒ ঘটনা সাপেক্ষ চুক্তি Ⓓ আজীবন চুক্তি **Ans Ⓐ**

05. গড়পড়তা অগ্নি বিমাপত্র উত্তম কারণ-
Ⓐ বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতা উভয়ের ক্ষতির সম্ভাবনা কম
Ⓑ প্রিমিয়ামের হার বেশি থাকে
Ⓒ সম্পত্তির মূল্য পূর্ব হতে মূল্যায়িত থাকে
Ⓓ প্রিমিয়ামের হার কম থাকে **Ans Ⓐ**

06. অগ্নিজনিত ক্ষতির প্রত্যক্ষ কারণ-
Ⓐ অবহেলা Ⓑ ফায়ার সার্ভিস না থাকা
Ⓒ ব্যবসায়িক অসততা Ⓓ ত্রুটিপূর্ণ নির্ণয় **Ans Ⓐ**

07. নিচের কোন অগ্নি বিমাপত্রে বিষয়বস্তুর মূল্য বিমা চুক্তির পূর্বেই নির্ধারণ করা হয়?
Ⓐ মূল্যায়িত বিমাপত্র Ⓑ অমূল্যায়িত বিমাপত্র
Ⓒ ভাসমান বিমাপত্র Ⓓ নির্দিষ্ট বিমাপত্র **Ans Ⓐ**

08. কোন অগ্নি বিমাপত্রে ক্ষতিপূরণের পরিমাপ নির্ধারিত থাকে?
Ⓐ মূল্যায়িত Ⓑ নির্দিষ্ট
Ⓒ অমূল্যায়িত Ⓓ ঘোষণাযুক্ত **Ans Ⓑ**

09. বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে লাগা আগুন কোন ঝুঁকির আওতাধীন?
Ⓐ দুর্ঘটনা বিমা Ⓑ ব্যক্তিগত ঝুঁকি
Ⓒ অগ্নি ঝুঁকি Ⓓ সামাজিক ঝুঁকি **Ans Ⓒ**

10. অগ্নিজনিত ক্ষতি সংঘটনের প্রত্যক্ষ কারণ কোনটি?
Ⓐ স্থাপনার লাগোয়া অবস্থান Ⓑ অবহেলা ও অজ্ঞতা
Ⓒ ত্রুটিপূর্ণ নির্মাণ কাঠামো Ⓓ নিম্নমানের উপকরণের ব্যবহার **Ans Ⓑ**

11. অগ্নি বিমা বিমাগ্রহীতাকে কী সহায়তা দেয়?
Ⓐ সম্পদকে অগ্নি থেকে রক্ষা করে
Ⓑ অগ্নি থেকে রক্ষায় গ্রাহকদের সচেতন করে
Ⓒ আর্থিক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে
Ⓓ সম্পদ পুনরায় প্রতিস্থাপন করে দেয় **Ans Ⓒ**

12. অগ্নি বিমার অপরিহার্য বিশেষ উপাদান কোনটি?
Ⓐ প্রত্যক্ষ কারণ Ⓑ স্বেচ্ছায় সায়
Ⓒ নির্দিষ্টতা Ⓓ প্রস্তাব মূল্যায়ন **Ans Ⓐ**

13. নৌ-বিমায় একটি সম্পত্তির বিমাকৃত মূল্য ৫০,০০০ টাকা। ক্ষতির পরিমাণ ২০,০০০ টাকা। ক্ষতি সংঘটনকালে সম্পত্তির বাজার মূল্য ১,০০,০০০ টাকা হলে জাহাজটির সমন্বিত ক্ষতি কত হবে?
Ⓐ ১০,০০০ টাকা Ⓑ ২০,০০০ টাকা
Ⓒ ৩০,০০০ টাকা Ⓓ ৪০,০০০ টাকা **Ans Ⓐ**

14. ৬০,০০০ টাকা মূল্যের বাড়িটা একটা গড়পড়তা বিমাপত্রের অধীনে ৪০,০০০ টাকায় বিমা করা হয়। বাড়িটা আগুনে নষ্ট হয়ে যায় এবং প্রকৃত ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২৪,০০০ টাকা। বিমাগ্রহীতা এ ক্ষতির জন্য বিমাকারীর নিকট থেকে কত টাকা আদায় করতে পারবে?
Ⓐ ১০,০০০ টাকা Ⓑ ১৬,০০০ টাকা
Ⓒ ২০,০০০ টাকা Ⓓ ৩৬,০০০ টাকা **Ans Ⓑ**

15. কত সালে সর্বপ্রথম অগ্নিবিমার প্রচলন ঘটে?
Ⓐ ১৬০৭ Ⓑ ১৬০৮ Ⓒ ১৬০৯ Ⓓ ১৬১৪ **Ans Ⓒ**

16. কোন দেশে প্রথম অগ্নিবিমা চালু হয়েছিল?
Ⓐ ইতালি Ⓑ ফ্রান্স Ⓒ যুক্তরাজ্য Ⓓ যুক্তরাষ্ট্র **Ans Ⓒ**

17. অপ্রাকৃতিক নৌ বিপদ কোনটি?
Ⓐ সামুদ্রিক ঝড়
Ⓑ সমুদ্রে নিমজ্জিত পাহাড়ের সাথে ধাক্কা
Ⓒ ভাসমান বরফখণ্ডের সাথে ধাক্কা
Ⓓ নাবিকের অসতর্কতা **Ans Ⓓ**

18. অগ্নি বিমা সম্পর্কে বলা হয়েছে বিমা আইনের কত ধারায়?
Ⓐ ২৬ (৬ক) ধারায় Ⓑ ২৫ (৬ক) ধারায়
Ⓒ ২৭ (৬ক) ধারায় Ⓓ ২৮ (৬ক) ধারায় **Ans Ⓐ**

19. কোনটি অগ্নি বিমার সাধারণ উপাদান?
Ⓐ দুটি পক্ষ Ⓑ স্বীকৃতি
Ⓒ পক্ষসমূহের যোগ্যতা Ⓓ সবগুলোই **Ans Ⓓ**

20. অগ্নি বিমাপত্রের ক্ষেত্রে স্বত্ব নিয়োগের ব্যাপারে কার অনুমোদন অপরিহার্য?
Ⓐ বিমাগ্রহীতা Ⓑ বিমাকারীর
Ⓒ পণ্য মালিকের Ⓓ সবগুলোই **Ans Ⓓ**

21. অগ্নি বিমার ক্ষেত্রে যে বিমাপত্রের বেলায় বিমা গ্রহণের পূর্বে বিষয়বস্তুর মূল্যায়ন করা হয় না তাকে কী বলে?
Ⓐ মূল্যায়িত বিমাপত্র Ⓑ অমূল্যায়িত বিমাপত্র
Ⓒ গড়পড়তা Ⓓ উদ্বৃত্ত বিমাপত্র **Ans Ⓑ**

22. 'অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংসের ফলে সৃষ্ট ক্ষতিপূরণ করার পন্থা বা উপায়ই হলো অগ্নি বিমা' – সংজ্ঞাটি কার?
Ⓐ আর. এম. জনসন Ⓑ এম. এন. মিশ্র
Ⓒ স্যার জনসন Ⓓ মি: আগারওয়ালা **Ans Ⓑ**

23. অগ্নি বিমা কয়টি পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি?
Ⓐ ২টি Ⓑ ৩টি Ⓒ ৪টি Ⓓ ৫টি **Ans Ⓐ**

24. বিশেষজ্ঞদের মতে সর্ব প্রথম অগ্নি বিমার প্রচলন ঘটে কবে?
Ⓐ ১৯১২ Ⓑ ১৮২৩ Ⓒ ১২৮০ Ⓓ ১৮৬৫ **Ans Ⓓ**

25. নৈতিক ঝুঁকি প্রাধান্য বেশি দেখা যায়-
Ⓐ নৌ-বিমা ক্ষেত্রে Ⓑ অগ্নি বিমা ক্ষেত্রে
Ⓒ জীবনবিমার ক্ষেত্রে Ⓓ সবগুলো **Ans Ⓑ**

26. কোনটি অগ্নিজনিত প্রাকৃতিক ঝুঁকি?
Ⓐ বিশেষ কারণ Ⓑ অসতর্কতা
Ⓒ অবহেলা Ⓓ বৈদ্যুতিক সংযোগ ত্রুটি **Ans Ⓓ**

27. বিমাগ্রহীতা যখন সম্পূর্ণ প্রিমিয়াম পরিশোধ না করেই ক্ষতিপূরণ দাবি করে তখন বিমাকারীর কর্তব্য কী?
Ⓐ বিমাচুক্তি বাতিল করে দেওয়া
Ⓑ ক্ষতিপূরণ দাবি ফিরিয়ে দেওয়া
Ⓒ বিমাগ্রহীতার নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ চেয়ে নেওয়া
Ⓓ ক্ষতিপূরণ অঙ্ক থেকে প্রিমিয়াম কেটে রাখা **Ans Ⓓ**

28. শিল্পবিপ্লবের সাথে ভারতীয় উপমহাদেশে অগ্নি বিমা প্রসারে সম্পর্ক কী?
Ⓐ শিল্পবিপ্লবের আগেই উপমহাদেশে অগ্নি বিমা প্রসার লাভ করে
Ⓑ শিল্পবিপ্লবের সময় উপমহাদেশে অগ্নি বিমা প্রসার লাভ করে
Ⓒ শিল্পবিপ্লবের অনেক পরে উপমহাদেশে অগ্নি বিমা জনপ্রিয় হয়
Ⓓ শিল্পবিপ্লব ও ভারতীয় উপমহাদেশে অগ্নি বিমা প্রসার এ দুটি পরস্পর সম্পর্কহীন **Ans Ⓑ**

29. সাধারণ চুক্তির বৈশিষ্ট্য হিসেবে কোনটি অগ্নি বিমায় অন্তর্ভুক্ত?
Ⓐ স্থলাভিষিক্তকরণ Ⓑ নিকটতম কারণ
Ⓒ পক্ষসমূহের যোগ্যতা Ⓓ পরম সদ্বিশ্বাস **Ans Ⓒ**

CamScanner

দ্বিতীয় পত্র
অধ্যায় ১৪

বিবিধ বিমা

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

বিবিধ বিমা

❑ **দুর্ঘটনা বিমা :**
দুর্ঘটনার ফলে মানুষের ক্ষয়ক্ষতি কীভাবে লাঘব করা যায় বা ক্ষতিপূরণ করা যায় সেই চিন্তা থেকেই দুর্ঘটনা বিমার উৎপত্তি। অনাকাঙ্ক্ষিত বা আকস্মিক কোনো দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি বা সম্ভাব্য দুর্ঘটনা সংক্রান্ত ঝুঁকির বিপরীতে যে বিমা বা প্রতিরক্ষা গ্রহণ করা হয়, তাই 'দুর্ঘটনা বিমা'।

❑ **দুর্ঘটনা বিমাপত্রের প্রকারভেদ :**

দুর্ঘটনা বিমা

- ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বিমা
  - ১. দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বিমা
  - ২. দুর্ঘটনাজনিত অক্ষমতা বিমা
  - ৩. নির্দিষ্ট রোগ ও দুর্ঘটনা বিমা
  - ৪. যেকোনো প্রকার রোগ ও দুর্ঘটনা বিমা
  - ৫. চিকিৎসা ও হাসপাতাল খরচের বিমা
- সম্পত্তি দুর্ঘটনা বিমা
  - ১. মোটরগাড়ি বিমা
  - ২. মোটরসাইকেল বিমা
  - ৩. বিমান বিমা
  - ৪. শস্য বিমা
  - ৫. গবাদিপশু বিমা
  - ৬. প্রকৌশল বিমা
  - ৭. চৌর্য বিমা
  - ৮. প্লেট-গ্লাস বিমা
  - ৯. তল্পি-তল্পা বিমা
  - ১০. ছিনতাই বিমা
  - ১১. যুদ্ধ ঝুঁকি বিমা
  - ১২. বৃষ্টি বিমা
  - ১৩. হিমাগার বিমা
- দায় বিমা
  - ১. নিয়োগকারীর দায় বিমা
  - ২. গণদায় বিমা
  - ৩. পণ্য দায় বিমা
  - ৪. পেশাগত ক্ষতিপূরণ বিমা

❑ **বিভিন্ন প্রকার বিমা ব্যবসায় এবং উৎপত্তি :**

বিভিন্ন বিমা	উৎপত্তি	বিভিন্ন বিমা	উৎপত্তি
• গোষ্ঠীবিমা	(যুক্তরাষ্ট্র)	• শস্যবিমা	জার্মানি
• ডাক জীবনবিমা	ভারতীয় উপমহাদেশ (১৮৮৪)	• শিলাবৃষ্টি বিমা	জার্মানি (১৮৮০)
• প্রকৌশল বিমা, অগ্নিবিমা	ইংল্যান্ড (UK)	• রুগ্নবিমা	জার্মানি (১৮৮৩)
• রপ্তানি ধারবিমা	(বাংলাদেশি)	• দুর্ঘটনা বিমা	জার্মানি (১৮৮৪)
• বিমান বিমা	ইংল্যান্ড (UK) (১৯৪৬)	• বিকলাঙ্গ ও বার্ধক্য বিমা	জার্মানি (১৮৮৯)
• রপ্তানি বিমা	ইংল্যান্ড (UK) (১৯১৮)		

Part 2 At a glance [Most Important Information]

- কীসের ঝুঁকি কমাতে শস্যবিমার উদ্ভব হয়েছে – প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি।
- রপ্তানি বাণিজ্যের সাথে কোন বিমা জড়িত – রপ্তানি ধারবিমা।
- কোন আইন অনুযায়ী তৃতীয় পক্ষের ক্ষয়ক্ষতির জন্য বিমাকারী দায়িত্বমুক্ত থাকে – মোটর গাড়ির আইন।
- কখন দুর্ঘটনা বিমা ব্যবহার প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হয় – **ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে।**
- দুর্ঘটনা বিমার আওতা বেড়েছে কেন – **শিল্পের ও যন্ত্রের ব্যাপক উন্নতির ফলে।**
- শস্য বিমা সর্বপ্রথম চালু হয় কোন দেশে – **জার্মানি।**
- দেশ ট্রাভেলস পরিবহন প্রতিষ্ঠানের সকল যাত্রী জীবন বিমাকৃত-এটি হলো একটি– গণদায় বিমা।
- একই বিমাপত্রের আওতায় বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত মজুত বিমা করা হলে সেটি কী বিমাপত্র? – ভাসমান বিমাপত্র।
- সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধের জন্য কমপক্ষে কত বছর বিমাপত্র চালু রাখা প্রয়োজন – **২ বছর।**
- সর্বনিম্ন কত টাকার পলিসি ডাক জীবন বিমাতে খোলা যায়- **১০০ টাকার।**
- শস্য বিমার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ঝুঁকির অন্তর্ভুক্ত – **মূল্য হ্রাস।**
- বাংলাদেশে এখনও কোন ধরনের বিমার প্রচলন হয়নি– **গবাদিপশু বিমা।**
- দায়বিমা কোন ধরনের চুক্তির ফলে সৃষ্টি হয় – **তৃতীয় পক্ষীয় চুক্তি।**
- রেল যাত্রীদের দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ইংল্যান্ডে সর্বপ্রথম – **১৮৪৮ সালে 'The Railway Passenger's Assurance Company' প্রতিষ্ঠিত হয়।**
- রেল কোম্পানি ১৮৫২ সাল থেকে – সাধারণ 'দুর্ঘটনা বিমাপত্র' ইস্যু শুরু করে।
- মানুষের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যে কোনো ঝুঁকি মোকাবিলা করার জন্য যে বিমা করা হয় তাকে– **স্বাস্থ্য বিমা বলে।**
- দুর্ঘটনার কারণে বিমান ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া বা আংশিক ক্ষতি হওয়ার ঝুঁকি কমানোর উদ্দেশ্যে যে বিমা করা হয় তাকে– **বিমান বিমা বলে।**
- শস্য বিনষ্টের সম্ভাব্য প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক ঝুঁকি সমূহ মোকাবিলার জন্য যে বিমা গ্রহণ করা হয় তাকে– **শস্য বিমা বলে।**
- বিভিন্ন প্রকার রোগে অথবা কোনো দুর্ঘটনার কারণে গবাদিপশুর আংশিক অক্ষমতা বা মৃত্যুর ঝুকির বিপরীতে যে বিমা গ্রহণ করা হয় তাকে– **গবাদিপশু বিমা বলে।**
- অগ্নিসংযোগ, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, যুদ্ধ, দাঙ্গা, যান্ত্রিক পরিবর্তন ইত্যাদির ফলে যে ঝুঁকির সৃষ্টি হয় তাকে– **সামাজিক ঝুঁকি বলে।**
- বন্যা, খরা, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, শিলাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, জলোচ্ছ্বাস, রোগ, পোকামাকড় প্রভৃতি কারণে যে ঝুঁকির উৎপত্তি ঘটে তাকে– **প্রাকৃতিক ঝুঁকি বলে।**
- ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার জন্য যে বিমা করা হয় তাকে– **ভূমিকম্প বিমা বলে।**
- শস্যের বিভিন্ন প্রাকৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক ঝুঁকি বিবেচনা করে যে বিমাপত্র করা হয় তাকে সকল ঝুঁকির জন্য– **শস্য বিমা বলে।**
- দায়ী ব্যক্তি তার দায়, বিমা কোম্পানির ওপর বর্তানোর উদ্দেশ্যে যে বিমা করে তাকে– **দায় বিমা বলে।**

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Part 3

অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. শস্যবিমা কোন দেশে প্রথম প্রচলন হয়?
Ⓐ জার্মানি Ⓑ ইংল্যান্ড
Ⓒ যুক্তরাষ্ট্র Ⓓ বাংলাদেশ
Ans Ⓐ

02. ডাকবিমা প্রথম চালু হয় কোথায়?
Ⓐ যুক্তরাষ্ট্রে Ⓑ ভারতে
Ⓒ ফ্রান্সে Ⓓ কানাডায়
Ans Ⓑ

03. এই উপমহাদেশে সর্বপ্রথম ডাক জীবনবিমা ব্যবস্থা চালু হয় কবে?
Ⓐ ১৯৮৪ সালে Ⓑ ১৮৮৪ সালে
Ⓒ ১৯৮০ সালে Ⓓ ১৬৮৪ সালে
Ans Ⓑ

04. বিশ্বে সর্বপ্রথম কত সালে স্বাস্থ্যবিমা প্রবর্তিত হয়?
Ⓐ ১৮৮৬ Ⓑ ১৯১২ Ⓒ ১৯২০ Ⓓ ১৯৭৬
Ans Ⓒ

05. গবাদিপশু বিমাচুক্তি সাধারণত কত বছরের জন্য করা হয়?
Ⓐ ২ বছর বা তার কম Ⓑ ১ বছর বা তার বেশি
Ⓒ ১ বছর বা তার কম Ⓓ ২ বছর বা তার বেশি
Ans Ⓒ

06. শস্যবিমা যে বিমার অংশ-
Ⓐ ঝুঁকিবিমা Ⓑ দায়বিমা
Ⓒ কৃষিবিমা Ⓓ গবাদি পশুবিমা
Ans Ⓒ

07. দুর্ঘটনা বিমা কত প্রকার?
Ⓐ দুই প্রকার Ⓑ তিন প্রকার
Ⓒ চার প্রকার Ⓓ পাঁচ প্রকার
Ans Ⓑ

08. নিচের কোনটি ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বিমার অন্তর্ভুক্ত?
Ⓐ ডাকাতি Ⓑ চিকিৎসা ও হাসপাতাল ব্যয়
Ⓒ পেশাগত ক্ষতিপূরণ Ⓓ মোটরগাড়ি
Ans Ⓑ

09. গবাদিপশু বিমায় কোন ধরনের ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি?
Ⓐ প্রাকৃতিক ঝুঁকি Ⓑ অনৈতিক ঝুঁকি
Ⓒ সামাজিক ঝুঁকি Ⓓ নৈতিক ঝুঁকি
Ans Ⓓ

10. নিচের কোনটি শস্য বিমার ঝুঁকিবহির্ভূত?
Ⓐ প্রাকৃতিক ঝুঁকি Ⓑ রাজনৈতিক ঝুঁকি
Ⓒ অর্থনৈতিক ঝুঁকি Ⓓ সামাজিক ঝুঁকি
Ans Ⓑ

11. একই বিমাপত্রের আওতায় বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত মজুত বিমা করা হলে সেটি কী বিমাপত্র?
Ⓐ ভাসমান Ⓑ নির্দিষ্ট
Ⓒ গড়পড়তা Ⓓ মূল্যায়ন
Ans Ⓐ

12. কোন ধরনের দুর্ঘটনার ব্যাপকতায় দুর্ঘটনা বিমা চালু হয়েছে?
Ⓐ রেল Ⓑ বাস
Ⓒ নৌ Ⓓ বিমান
Ans Ⓐ

13. ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বিমার প্রিমিয়াম নির্ধারণের বিবেচ্য বিষয় হলো-
Ⓐ ব্যক্তির পেশা Ⓑ শিক্ষাগত যোগ্যতা
Ⓒ বয়স Ⓓ সামাজিক মর্যাদা
Ans Ⓐ

14. শস্যবিমার ক্ষেত্রে কোনটি অর্থনৈতিক ঝুঁকির অন্তর্ভুক্ত?
Ⓐ মূল্য হ্রাস Ⓑ শিলা বৃষ্টি
Ⓒ আত্মসাৎ Ⓓ চুরি
Ans Ⓐ

15. দুর্ঘটনা বিমা প্রধানত কয় প্রকার?
Ⓐ ২ Ⓑ ৩ Ⓒ ৪ Ⓓ ৫
Ans Ⓑ

16. কোনটি দায়বিমা?
Ⓐ নিয়োগকারীর দায়বিমা Ⓑ গণদায়বিমা
Ⓒ পণ্য দায়বিমা Ⓓ সবকটি
Ans Ⓓ

17. ভারতীয় উপমহাদেশে কত সালে ডাক জীবনবিমার প্রচলন ঘটে ?
Ⓐ ১৭৪৮ Ⓑ ১৮৪৮
Ⓒ ১৯৪৮ Ⓓ ১৮৮৪
Ans Ⓓ

18. কোনটির বিপক্ষে দুর্ঘটনাবিমা করা হয়?
Ⓐ অপ্রত্যাশিত ঘটনা Ⓑ অচিন্তনীয় ঘটনা
Ⓒ আকস্মিক ঘটনা Ⓓ সবকটি
Ans Ⓓ

19. যুক্তরাজ্য কত সালে সর্ব প্রথম রপ্তানি বিমা সরকারিভাবে চালু করে?
Ⓐ ১৯১২ Ⓑ ১৯১৪ Ⓒ ১৯১৬ Ⓓ ১৯১৮
Ans Ⓓ

20. বাংলাদেশে কত সালে দায়বিমা স্কিম প্রচলিত হয়?
Ⓐ ১৯৬০ Ⓑ ১৯৬২ Ⓒ ১৯৬৪ Ⓓ ১৯৬৬
Ans Ⓓ

21. কোনটি সম্পত্তি দুর্ঘটনা বিমা?
Ⓐ চৌর্য বিমা Ⓑ মোটরযান বিমা
Ⓒ শস্যবিমা Ⓓ বিমান বিমা
Ans Ⓑ

22. কোনটি শস্যবিমার ঝুঁকি?
Ⓐ প্রাকৃতিক ঝুঁকি Ⓑ সামাজিক ঝুঁকি
Ⓒ অর্থনৈতিক ঝুঁকি Ⓓ সবকটি
Ans Ⓓ

23. চুরি-ডাকাতির জন্য কোন ধরনের বিমা করা হয়?
Ⓐ মুনাফা ক্ষতির বিমা Ⓑ চৌর্য বিমা
Ⓒ ডাক জীবনবিমা Ⓓ রপ্তানি বিমা
Ans Ⓑ

24. দায়বিমা হলো -
Ⓐ এক ধরনের দুর্ঘটনা বিমা Ⓑ শ্রমিকদের দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণের চুক্তি
Ⓒ শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ বিমা Ⓓ সবকটি
Ans Ⓓ

25. রপ্তানি বাণিজ্যের সাথে কোন বিমা জড়িত?
Ⓐ রপ্তানি ধারবিমা Ⓑ পুনঃবিমা Ⓒ যুগ্মবিমা Ⓓ A ও B
Ans Ⓐ

26. মেয়াদি শিক্ষা বিমার মেয়াদ কত বছর?
Ⓐ ২/৫ Ⓑ ৫/৭ Ⓒ ২০/৩০ Ⓓ ৩০/৪০
Ans Ⓑ

27. সন্ধিমূলক পুনঃবিমাকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?
Ⓐ ২ Ⓑ ৩ Ⓒ ৪ Ⓓ ৫
Ans Ⓒ

28. গবাদিপশু বিমায় কোন ঝুঁকির সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি?
Ⓐ প্রাকৃতিক ঝুঁকি Ⓑ নৈতিক ঝুঁকি
Ⓒ সামাজিক ঝুঁকি Ⓓ ব্যক্তিগত ঝুঁকি
Ans Ⓐ

29. তুষার জয়কলি পাবলিকেশন্স লিমিটেডের মহাব্যবস্থাপক। বাঁধন ঐ একই প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র অফিসার। দুজনেরই ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বিমা থাকলেও বিমার কোন বিষয়টিতে পার্থক্য হবে?
Ⓐ উদ্দেশ্যে Ⓑ প্রিমিয়াম নির্ধারণে
Ⓒ প্রিমিয়াম প্রদানের সময়ে Ⓓ মোট বিমাকৃত অঙ্কে
Ans Ⓑ

30. কখন দুর্ঘটনা বিমা ব্যবস্থার প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হয়?
Ⓐ অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে Ⓑ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে
Ⓒ উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে Ⓓ উনবিংশ শতাব্দীর শেষে
Ans Ⓒ

31. দুর্ঘটনা বিমার আওতা বেড়েছে কেন?
Ⓐ শিল্পের ও যন্ত্রের ব্যাপক উন্নতির ফলে
Ⓑ মানুষের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে
Ⓒ মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নতির কারণে
Ⓓ সম্পত্তির আয়ুষ্কাল কমে যাওয়ার কারণে
Ans Ⓐ

32. কোন বিমা অনুসারে দুর্ঘটনাকবলিত ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মৃত্যুবরণ করলে তার মনোনীত ব্যক্তি আর্থিক সুবিধা পাবে?
Ⓐ নির্দিষ্ট রোগ ও দুর্ঘটনা বিমা Ⓑ সকল অসুস্থতা বিমা
Ⓒ হাসপাতাল ও চিকিৎসা ব্যয় বিমা Ⓓ দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুবিমা
Ans Ⓓ

33. ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বিমার ঝুঁকিগুলো কীসের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়?
Ⓐ বয়সের ভিত্তিতে Ⓑ পেশার ভিত্তিতে
Ⓒ সুযোগ সুবিধার তারতম্যের ভিত্তিতে Ⓓ মেয়াদের ভিত্তিতে
Ans Ⓑ

34. কীসের ঝুঁকি কমাতে শস্যবিমার উদ্ভব হয়েছে?
Ⓐ পরিবেশ দূষণের ঝুঁকি Ⓑ যানবাহনের ঝুঁকি
Ⓒ শস্য ঘরে তোলার সময়কার ঝুঁকি Ⓓ প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি
Ans Ⓒ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner